উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭১,৯৪৭.৫৫ (-১,৬৩৫.৬৭)

নিফটি : ২২,৩৩১.৪০ (-৪৮৮.২০)

মমতার বিরুদ্ধে কমিশনে সুকান্তরা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৮° / ২০°	২৮° / ২০°	২৯° / ২১°	২৫° / ১৭°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

গুলির জবাব গুলিতেই : শা ৭

১৫ বলে ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি বৈভবের ইনিংসে ৫ ছক্কা ১২

শিলিগুড়ি ১৬ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 31 March 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 310

অনুপ্রবেশ

জমি অধিগ্রহণে তৃণমূল সরকারের প্রশাসনিক বিলম্বের কারণে পশ্চিমবঙ্গে ৫৬৯ কিমি সীমান্ত উন্মুক্ত, যা অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করছে

ভয় নয় ভরসা

বিজেপি

পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

চোপড়ার ঘটনায় উত্তেজনার পারদ চড়ছে

বাহিনী নিয়ে প্রশ্ন শংকরের

নীতেশ বর্মন ও মনজুর আলম

- চোপড়ায় গিয়ে ‘ঘরে ঢুকে মারা’-র পালটা নিদান দিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট
- চোপড়ার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশের সিদ্ধান্ত বিজেপির
- চোপড়ার অনেক গলিতে পুলিশ ঢুকতে ভয় পায় বলে অভিযোগ সেখানকার বিজেপি প্রার্থীর

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ৩০ মার্চ : চোপড়ায় বিজেপি কর্মীদের ওপর তৃণমূলের হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজে লাগানো নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক তথা শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ দিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। ফলে স্পর্শকাতর অনেক এলাকায় দেখা যাচ্ছে না কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। ফাঁকা রাস্তায় বা ঝামেলাহীন এলাকায় বাহিনীকে টহল দেওয়ানো হচ্ছে। এদিকে, রবিবারের ঘটনা নিয়ে ‘ঘরে ঢুকে মারা’-র পালটা নিদান দিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর মন্তব্য নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে।

রবিবার রাতে চোপড়ায় পতাকা লাগানোর সময় বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় এদিন চোপড়ার বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারীকে পাশে নিয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী বলেন, ‘পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনের রাস্তায় যাব। চোপড়া বিধানসভার অবজার্ভারকে লিখিতভাবে জানানো হবে। নির্দিষ্ট পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। নির্বাচন কমিশনের উচিত আরও সক্রিয় হওয়া।’

চোপড়ার বিজেপি প্রার্থী সেখানকার এক পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভুলপথে পরিচালিত করার অভিযোগ তুলেছেন। সেখানে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরির মূলে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে তিনি বলেন, ‘চোপড়ায় মস্তানদের আখড়া করে রেখেছে তৃণমূল। অনেক গলিতে পুলিশ ঢুকতেও ভয় পায়। কমিশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।’

গত রবিবার বিকেলে চোপড়া থানার কাঁচাকালী বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সোমবার এলাকায় পৌঁছান দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। পালটা মিছিল বের করে তৃণমূলও। সাংসদ এদিন সকালে প্রথমে কালাগছের দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর চোপড়া থানায় গিয়ে আইসি মনোজিৎ দাসের সঙ্গে কথা বলে ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি করেন। সাংসদের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা দলীয় পতাকা লাগাতে গেলে ২৫-৩০ জন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী তাঁদের উপর হামলা চালায়। কড়া ভাষায় তিনি বলেন, ‘চোপড়ার মানুষ উন্নয়ন চাইছেন, কিন্তু কিছু দুষ্কৃতী সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে।’ পুলিশকে সতর্ক করে তাঁর দাবি, ‘চোপড়াকে গুন্ডামুক্ত করতে হবে।’ *এরপর দশের পাতায়*

সাহিত্যের বটবৃক্ষ অর্ণব সেন আর নেই

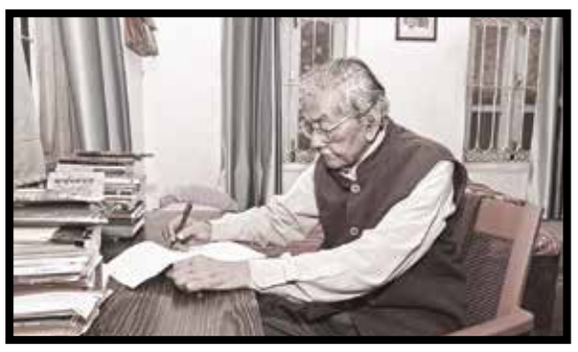

৮৯ বছর বয়সে শেষ হল পথ চলা

আলিপুরদুয়ার, ৩০ মার্চ : দূরে শুনি শব্দময় বৃক্ষের পতন...

সোমবার সকালে সত্যিই যেন তেমন পতনের শব্দে কেঁপে উঠল বাংলার সাহিত্যজগৎ। শেষনিঃশ্বাস পড়ল প্রাজ্ঞ মননশীল মানুষ, অধ্যাপক, সাহিত্যিক অর্ণব সেনের। সোমবার সকাল ৭টা ২০ মিনিটে আলিপুরদুয়ারের একটি নার্সিংহোমে ৮৯ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর। শুধু সাহিত্যজগৎ নয়, এই খবরে শোকস্তব্ধ তাঁর অগণিত ছাত্র, গুণমুগ্ধ ও সাধারণ মানুষ।

গান্ধিবাদী গবেষক পরিমল দে'র ভাষায় যিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের চলমান গবেষক। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষক কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে, সাহিত্য-সংস্কৃতির বটবৃক্ষের পতন হল। একই সুরে তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন জলপাইগুড়িবাসী কবি টিপলু বসু। জলপাইগুড়ির লেখক গৌতম গুহরায়ের গলায় হতাশা, ‘বাতিস্তম্ভহীন দগ্ধ প্রান্তরে আজ শুধুই অন্ধকার।’ অধ্যাপক বিকাশ দেবের কথায়, তিনি ডুয়ার্সের জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়াও বটে। অজাতশত্রু, নিপাট ভদ্রলোক, অপরিসীম পাণ্ডিত্যের অধিকারী বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের নেতাজি জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সম্পাদক নির্মল দাস।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে গত ১৮ মার্চ পরিবার তাঁকে নার্সিংহোমে ভর্তি করেছিল। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১২ দিনের মাথায় মৃত্যু হল তাঁর। শেষ হল বাংলা সাহিত্যচর্চার একটি অধ্যায়ের। তাঁর কন্যা অর্পিতা বলেন, ‘বাবার হাঁটুর সমস্যা অনেকদিনের। হাঁটাচলায় অসুবিধা ছিল। চোখেও কম দেখতেন। কিন্তু এসব ছাপিয়ে কিছুদিন আগে বাবার অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগে যায়। প্রথমে বাড়িতে চিকিৎসা চললেও পরে নার্সিংহোমে ভর্তি *এরপর দশের পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI

যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে

• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক • বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট

24x7 Emergency

90 5171 5171

আধুনিকতার নানা স্বর, অরূপ তোমার বাণী...

বেণু সরকার

সাহিত্যচর্চায় এই ক্ষতি পূর্ণ হওয়ার নয়। সকালসকাল ভয়ংকর দুঃসংবাদ। বজ্রপাতের মতো খবর- স্যর আর নেই। তবে শুধু স্যরের পরিচয়ে যাঁকে বাঁধা যায় না। মনে হল, কী অতুলনীয় সম্পদ হারালাম আমরা। তিনি শুধু তো বিদ্বান অধ্যাপক ছিলেন না, ছিলেন ‘এক গভীর মানবিক সত্তা, এক অনির্বচনীয় আলোকবর্তিকা।’ ভাবতেই পারছিলাম না কী হয়ে গেল আমাদের!

আমরা যাঁরা সামান্য লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের সকলের কাছে তিনি মহীরুহ। পিতৃপুরুষ, সাহিত্যচর্চার অভিভাবক। যাঁরা আমরা তাঁর ছাত্র, তাঁরা শুধু নন, আপামর সাহিত্যজগতে তাঁর অনুপস্থিতি যেন অন্ধকার নামিয়ে আনল। সর্দিকাশি, জ্বর ও বুকের কফজনিত সমস্যা যে শেষপর্যন্ত এত বড় সর্বনাশ ডেকে আনবে কে জানত। অপরিসীম জীবনীশক্তির অধিকারী যিনি, তাঁকে কিনা আইসিইউ, ভেন্টিলেশন- কিছুই বাঁচিয়ে রাখতে পারল না।

সোমবার তখন সবে সকাল। আকাশে মেঘ। সামান্য বৃষ্টি। চরাচরে যেন বিষণ্ণতার বার্তা। চলে গেলেন অর্ণব সেন। অধ্যাপক অর্ণব সেন, শিক্ষাবিদ অর্ণব সেন, কবি-সাহিত্যিক অর্ণব সেন, মানবতা, নৈতিকতার ধ্বজাধারী অর্ণব সেন। ১২ দিনের হাসপাতাল জীবন কাটিয়ে চিরঘুমে চলে গেলেন তিনি। আসলে বয়সকে যে কোনও শক্তি আটকে রাখতে পারে না। *এরপর দশের পাতায়*

চোখ কান খোলা রাখুন,

মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে ভুলবেন না

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অস্তাচলে অরুণোদয়

আরাদের কথা

রাহুলের মৃত্যুর পরতে পরতে ‘গাফিলতি’

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ মার্চ : রুপোলি পর্দার চাকচিক্যের আড়ালে যে কত মৃত্যুফাঁদ লুকিয়ে থাকতে পারে, অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক পরিণতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সমুদ্রসৈকতে আউটডোর শুটিংয়ে গিয়ে আচমকা তাঁর মৃত্যুতে শোকের আবহের মাঝে দানা বাঁধছে একগুচ্ছ সন্দেহ। রাহুলের মৃত্যু কি নিছকই দুর্ঘটনা, নাকি চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব আর গাফিলতির বলি হলেন তিনি? গ্রাউন্ড জিরো থেকে উঠে আসা নানা তথ্য ও ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সেই চরম গাফিলতির দিকে ইঙ্গিত আছে।

তদন্তের সবচেয়ে বড় রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে। রাহুল যে সিরিয়ালের শুটিং করতে তালসারি গিয়েছিলেন, সেটির প্রোডাকশন টিমের দাবি ছিল, সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার মাত্র ৪-৫ মিনিটের মধ্যে তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী অতিরিক্ত নোনা জল আর বালি ঢুকে রাহুলের ফুসফুস ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। শ্বাসনালি, খাদ্যনালি ও পাকস্থলীতে রয়েছে প্রচুর জল ও বালির উপস্থিতি। চিকিৎসকদের মতে, মাত্র কয়েক মিনিট জলে ডুবে থাকলে এমনটা হওয়া অসম্ভব।

দীর্ঘক্ষণ জলের তলায় থাকলে ফুসফুসের এই দশা হয় বলে বিশেষজ্ঞদের মত। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি উদ্ধারে দেরি হয়েছিল? নাকি নিজেদের পিঠ বাঁচাতে আসল তথ্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে সিরিয়ালটির প্রোডাকশন ইউনিট? আউটডোর শুটিংয়ের ন্যূনতম প্রোটোকলটুকু মানা হয়নি বলে ওডিশা পুলিশ ও প্রশাসনের কথায় স্পষ্ট। তাছাড়া শুটিংয়ের জন্য ছিল *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

প্রশাসনে অনাস্থা, ব্রিজ হচ্ছে চাঁদা তুলে

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে **গাজোল**

ভোটের অঙ্ক

গৌতম দাস ও সৌরভকুমার মিশ্র

গাজোল, ৩০ মার্চ : ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে মশালদিঘি পেরিয়ে ময়নার দিকে যেতে রাস্তার দু'ধারে দিগন্তবিস্তৃত চাষের জমি। বেশিরভাগ জমিতে ভুট্টার আবাদ। কোথাও কোথাও জমি থেকে আলু তুলে বস্তাবন্দি করা চলছে। মালদা জেলার খাদ্যভাণ্ডার বলে পরিচিত গাজোল ব্লকে এবারে আলু চাষ করে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। আলুর দাম তলানিতে। ২০০ টাকা বস্তা। ৫০ কেজি আলুর দাম ২০০ টাকা।

ময়না যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কের ধারে বেসরকারি হিমঘরের সামনে তখন আলু রাখার হিড়িক চাষিদের। হিমঘরে আলু রেখে ঘাম মুছতে মুছতে বেরিয়ে নিজের ভুটভুটিতে উঠে সাহারোল গ্রামের সুকুমার মুন্ডার আক্ষেপ যাচ্ছিল না, ‘ফলন ভালো, কিন্তু দাম নেই। অনেকে মাঠে আলু ফেলে চলে আসছেন। চাষের খরচ আলু তুলে বিক্রি করতে গেলে পোষাবে না। হিমঘরে আলু রাখতেও খরচ।’

ভোটের কথায় তাঁর বড্ড বিরক্তি, ‘প্রার্থীদের মুখে আমাদের সমস্যার সমাধানের কথা শুনেছেন?’ জাতীয় সড়ক ধরে কিছুদূর এগোলে রাস্তার পাশে দুজন আদিবাসী নিজেরাই লাঙল টানছেন জমিতে। ট্র্যাক্টর দূরের কথা, নিদেনপক্ষে বলদ দিয়ে লাঙল টানার অর্থ নেই তাঁদের। এসব কথা সরকারের কাছে পৌঁছানোর বা শোনার সময় নেই কোনও নেতা বা জনপ্রতিনিধির- আক্ষেপ করছিলেন ময়নার দেবীদহ গ্রামের বৃদ্ধ নীলকমল মণ্ডল। *এরপর দশের পাতায়*

সেতুর অপেক্ষায় দিন গুনছেন স্থানীয়রা।

উদ্বিগ্ন আইনজীবী, পুলিশ মহল

কোর্ট চত্বর যেন বিক্ষোভ মঞ্চ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বরে জটলা বিক্ষুব্ধদের। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : ফের অশান্ত হয়ে উঠল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বর।

কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া আমির আলিকে এজলাসে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভ দেখালেন মৃতার পরিবার-পরিজনরা। প্রায় একশো লোক জড়ো হয়ে ফাঁসির সাজার দাবিতে স্লোগান তুলছিলেন মুহুর্মুহু। অভিযুক্তকে লক আপ থেকে এজলাসে ঢোকাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকর্মীদের। আমিরের হাত ধরে দৌড়াতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। একসময় আইনজীবীরাও এগিয়ে আসেন। রাস্তা ছেড়ে দিতে বিক্ষোভকারীদের অনুরোধ জানান। তাঁদের কিছুটা সরিয়ে দেওয়ার পরেই আমিরকে এজলাসে নিয়ে যাওয়া হয়। শুনানি শেষে আমিরকে নিয়ে ফের একই কায়দায় উর্দিধারীরা কোর্ট লক আপে ঢোকেন।

সোমবারের ঘটনায় উদ্বিগ্ন আইনজীবী মহল। এধরনের দৃশ্য এই প্রথম নয়, গত দু'মাসে একাধিক মামলায় ধৃতকে এজলাসে ওঠানোর সময় বিক্ষোভ দেখাতে কোর্ট চত্বরে জমায়েত হয়েছেন মানুষ। যা বারবার আইনশৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সন্দীপ দাস বলছিলেন, ‘এখানে আইনজীবীদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রয়োজনে হাজার হাজার মানুষ রোজ আসা-যাওয়া করেন। মাঝেমধ্যেই ভিড় জমিয়ে বিক্ষোভ দেখালে তাঁদের কাজে প্রভাব পড়ে। পুলিশ-প্রশাসন আরও বেশি সজাগ হবে বলে আশা রাখছি।’

এদিনও বিক্ষোভ সামাল দিতে পুলিশি পরিকল্পনায় ফাঁকফোকর ধরা পড়েছে। সকালবেলায় গাড়িতে চাপিয়ে ধৃতকে কোর্টে এনে লক আপে ঢোকানো হয়। তারপর ধীরে ধীরে ভিড় বাড়তে শুরু করে। অথচ জমায়েত সামাল দিতে প্রয়োজনীয় পুলিশকর্মী ছিলেন না সেখানে। বারবার বিক্ষোভে অস্বস্তিতে মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তারাও। ডিসিপি (ইস্ট)-এর অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকারের বক্তব্য, *এরপর দশের পাতায়*

যাদবপুর থেকে উত্তরে সবুজায়নের বার্তা

মন ভালো করা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : পরিবেশ দূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখে প্রকৃতিকে বাঁচাতে অন্য পথ বেছে নিয়েছেন কলকাতার যাদবপুরের বাসিন্দা দেবু পাল। যান্ত্রিক জীবনের কোলাহল ছেড়ে নিজের প্রিয় সাইকেলকে সঙ্গী করে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিচ্ছেন বছর বাহান্নর দেবু। নিজের শহরের সীমানা ছাড়িয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে তিনি এখন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় সবুজায়নের বার্তা দিচ্ছেন। দেবুর এই যাত্রার উদ্দেশ্য হল, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং গাছ লাগানোর প্রতি সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। আর এই লক্ষ্যে উত্তরের অজানা পথে বৃক্ষরোপণ করে চলেছেন। পাশাপাশি সেইসব গাছ যাতে বড় হয়ে উঠতে পারে, এলাকাবাসীকে তা নিয়েও সচেতন করছেন।

গতবছর তিনি সবুজায়নের লক্ষ্যে চারধাম যাত্রায় বেরিয়েছিলেন। এবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে চারাগাছ রোপণ করার লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে বাসযোগ্য পৃথিবী দেওয়ার জন্য গাছপালার কতটা প্রয়োজন রয়েছে, তা নিয়েও তিনি সচেতন করছেন। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের মালদা, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, সুকনা, গয়াবাড়ি, কার্সিয়াং এলাকায় বেশকিছু মেহগনি ও দেবদারু গাছের চারা লাগিয়েছেন। সোমবার দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে বের হন তিনি। কেন গাছ লাগানো জরুরি, এই প্রশ্নের উত্তরে দেবু বলছেন, 'দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে আমার এই উদ্যোগ। দু'বছর আগে আমার এই যাত্রা শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কলকাতায় ৬০০-র ওপরে গাছ লাগিয়েছি। এবার লক্ষ্য, রাজ্যজুড়ে আড়াই লক্ষ গাছ রোপণ করব।'

> **দু'বছর আগে আমার এই যাত্রা শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কলকাতায় ৬০০-র ওপরে গাছ লাগিয়েছি। এবার লক্ষ্য, রাজ্যজুড়ে আড়াই লক্ষ গাছ রোপণ করব।**
>
> **দেবু পাল**
> পরিবেশকর্মী

সবুজায়নের লক্ষ্যে কার্সিয়াংয়ে পরিবেশপ্রেমী দেবু পাল।

এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী সাইকেলেও রেখেছেন 'গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও'-এর বার্তা। তবে সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্য হিসেবে কোনও টাকা নয়, চারাগাছ চাইছেন তিনি। তাঁর এই ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন বলে তিনি জানান। উত্তরবঙ্গে এখনও পর্যন্ত ২৫০ গাছ রোপণ করেছেন। তাঁর এই উদ্যোগে এগিয়ে এসে দীলারামের বাসিন্দা অনুজ ছেত্রী বলছেন, 'যেভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে, পরিবেশ রক্ষা না করলে আমরা বিপদের দিকে এগিয়ে যাব।'

এদিন পাহাড়ের পথে যাত্রার সময় দেবু বললেন, 'বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পাহাড়ের আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। শুধু গাছ লাগানো নয়, স্থানীয়রা যাতে সেগুলোর যত্ন নেন, সেটাও বোঝাচ্ছি আমি।'

তাঁর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে কার্সিয়াং বন দপ্তরের ডিএফও বলেছেন, 'পরিবেশ রক্ষার জন্য এভাবেই প্রতিটি মানুষের এগিয়ে আসা দরকার।'

ট্রাকে পিষ্ট

বালুরঘাট, ৩০ মার্চ : ধানবাহী ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে বালুরঘাট ব্লকের কামারপাড়া হাটে। মৃতা ঝুলো পাহানের (৫৭) বাড়ি চকভৃগুরামে। তাঁর ছেলে সমিত পাহানের দাবি, 'হাট থেকে ধান নিয়ে বেরোনোর সময় ট্রাকটি মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তার উপরে চাকা তুলে দেয়।' থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

অ্যাফিডেভিট

আমি Manoranjan Mallik, আমার কন্যা Anima Mallik, তার মেয়ে Anushka Das-এর জন্ম সার্টিফিকেটে যার নং B-2022 : 19-05596-000234, তাং : 16/03/2022 মায়ের নাম আঁধার কার্ড অনুযায়ী, আঁধার নং 6460 3791 8533, Anima Das না লিখে Anima Das Mallik করা হয়েছে বলে সংশোধন করতে নোটারী পাবলিক করা হলো, যার নোটারী নং 5626/26, 23/03/2026 ইং। ভবিষ্যতে Anushka Das-এর জন্ম সার্টিফিকেট সহ সকল নথি পত্রে সংশোধিত নামটি (Anima Das) ব্যবহৃত হবে। (D/S)

অ্যাফিডেভিট

DL No. WB761997 0015259-তে নাম ভুল থাকার দরুন গত 19/03/2026 তারিখে Siliguri EM Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে Rajiv Gurung এবং Rajeev Gurung এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/113748)

●

আমি Ananda Chandra Ray, Vill+P.O. সাতপুকুড়িয়া P.S. ফালাকাটা Dist-আলিপুরদুয়ার আমার পিতার নাম ভুল থাকায় গত 6.3. 2026 আলিপুরদুয়ার 1st Class Judicial Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার পিতার নাম Narayan Chandra Ray, Narendra Roy এবং Narendra Ch Ray একই ব্যক্তি করা হল। (B/S)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 1983 0971807 আমার নাম Debasis Saha-র পরিবর্তে Debasish Saha নথিবদ্ধ হয়েছে এবং আমার ঠিকানা R.N. Road-এর পরিবর্তে B.S. Road নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 23.03. 2026, C.J. (Jr. Divn.) Addl. Court অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Debasis Saha এবং Debasish Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Debasis Saha ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। R.N. Road, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/120641)

●

খতিয়ান নং 127/1, J.L. No. 226, মৌজা, ঝলঝলি আমার নাম ভুলবশত Bimal Kumar Modak, খতিয়ান নং 540, J.L. No 224 এবং মৌজা ঃ বড়ো নলঙ্গীবাড়ি আমার নাম ভুলবশতঃ Bimal Kumar Modak নথিবদ্ধ হয়েছে। খতিয়ান নং 1725 এবং J.L No. 199, মৌজা ঃ পাটছড়া আমার নাম ভুলবশতঃ Bimal Modak নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 24.03. 26, C.J. (JR. Divn.) Addl. Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nikhil Modak, Bimal Kumar Modak এবং Bimal Modak এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম ও পোঃ পাটছড়া, থানাঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/120643)

●

ডিড নং 1796 আমার নাম Jamser Miya-র পরিবর্তে Jamser Ali Miya ভুলবশতঃ নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 26.2.26, J.M. 2nd Court (Newly Created) দিনহাটা অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jamser Miya এবং Jamser Ali Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম ঃ কেশরীবাড়ি, পোঃ ধূমেরখাতা, থানা ঃ সিতাই, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/120642)

যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং

টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সীইই/সীওএন/এনজেপি/ই/০৩/২০২৬ তারিখঃ ২৬-০৩-২০২৬। ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ থেকে মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করেছে: টেন্ডার নং. ইএল সি এনজেপি-০৩-২৫-২৬-এনজেপি-ডব্লিউসিএস। কাজের নামঃ "নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত দক্ষিণ ও উত্তর দিকে ১১/০.৪৩৩ কেভি সাব-স্টেশনগুলির সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ, কমিশনিং এবং হস্তান্তরসহ ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিউরমেন্ট ও নির্মাণ কাজ (ইপিসি); সহিত এইচটি কেবল, এলটি কেবল, এইচটি/এলটি সুইচ গিয়ার সরবরাহ এবং প্রস্থান টার্মিনাল, আগমন টার্মিনাল, পডিয়াম ও সারফেস পার্কিং, সকল প্ল্যাটফর্ম ও সার্কুলেটিং এরিয়া ইত্যাদি ব্যক্তিগত পরিষেবা ভবন/প্ল্যাটফর্মগুলির এলটি প্যানেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান; ৪x২২৫০ কেভিএ ডিজি সেটের ব্যবস্থা ২০ কেএল ভূগর্ভস্থ এইচএসডি স্টোরেজ ট্যাংকসহ; ৫০০ কেডব্লিউপি অন-গ্রিড সোলার জেনারেশন স্থাপন; ব্যাটারি চার্জিং ও প্রি-কুলিং পয়েন্টের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অনধিকার প্রবেশ অপসারণ সংক্রান্ত কাজ।" টেন্ডার রাশিঃ ৩৩,৩৭,৮২,৪৮১ টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৬,৭৫,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবে ১৭-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষের সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

উপ. সিইই/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
"গ্রাহকদের প্রাণ পরিষেবায়"

মাকে ভিডিও কল করে মাথায় গুলি

কালিয়াচক ও মালদা, ৩০ মার্চ : এ যেন পুরো সিনেমার দৃশ্য! একহাতে পিস্তল, আরেক হাতে মোবাইল ফোন। মাথায় পিস্তলের ঠান্ডা নল ঠেকিয়ে, ট্রিগারে আঙুল রেখে, মাকে ভিডিও কলে শেষ দেখা দেখে নেওয়ার আর্জি ছেলের!

'মা, আমি আর বাঁচব না। এই আমাকে শেষ দেখা দেখে নাও।'

একথা বলার পরেই ট্রিগারে চাপ তরুণের!

হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচকের জালুয়াবাধাল পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর গ্রামে। মৃতের নাম আবদুল জাব্বার (২০)। বাড়ি ওই গ্রামেই। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আবদুল বাবার সঙ্গে বিড়ি বাঁধার কাজ করতেন। রবিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় একটি মাঠ থেকে মাকে ভিডিও কল করেন। সেই সময় মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাঁকে শেষ দেখা দেখে নিতে বলেন আবদুল। এরপরেই নিজের মাথায় গুলি চালান তিনি। সেই শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গ্রামবাসীরা।

মহম্মদ আলি মুসলিম নামে এক আত্মীয় বলেন, 'আবদুল রবিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কিছু সময় পর নদীর পাড় থেকে মাকে ভিডিও কল করে। সেইসময় মাকে জানায়, 'আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমাকে শেষ দেখা দেখে নাও।' তারপর ও নিজের মাথায় গুলি চালায়। আমরা গুলির শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই।' এরপর বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরের একটি ফাঁকা মাঠ থেকে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এবং মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি সাত এমএমের পিস্তল ও একটি কার্তুজের খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই তরুণ কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেলেন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কালিয়াচক থানার আইসি লিটন রক্ষিত বলেন, 'ভিডিও কলে মা-বাবাকে জানিয়ে পিস্তল দিয়ে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ওই তরুণ। ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি। আগ্নেয়াস্ত্রটি কীভাবে তাঁর কাছে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

মৃতের বাবা মোয়াজ্জেম শেখ বলেন, 'ছেলে আমার সঙ্গে বিড়ির কাজ করত। বাড়িতে কোনও ঝগড়া-বিবাদ হয়নি। কী কারণে ও এই কাণ্ড ঘটাল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

নির্বাচনের আবহে এই ধরনের ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে কি পুলিশের নাকের ডগায় আগ্নেয়াস্ত্র কারবার চলছে? বিজেপি নেতা তারক ঘোষের অভিযোগ, 'সব মৃত্যুই বেদনাদায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কালিয়াচকের তরুণের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আসছে কীভাবে? কালিয়াচকের অলিতে-গলিতে যে পিস্তল পাওয়া যায়, এই ঘটনার পর সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।'

এই ঘটনার পিছনে কী কারণ রয়েছে তা নিয়ে এই মুহূর্তে নিশ্চিত নয় পুলিশ। বিষয়টি তদন্তের আওতায় রয়েছে। ওই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রাক্তন প্রধান আতিউর রহমান বলেন, 'কী কারণে এই ঘটনা ঘটল বুঝতে পারছি না। পরবর্তীতে সবই পরিষ্কার হবে। এলাকার মানুষজন আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।'

জঙ্গিদের বুলেটের ক্ষতই প্রচারের তাস

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৩০ মার্চ : ধূপগুড়ি বিধানসভা আসনের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বারবার সেনা বা আধাসেনা-যোগ রেখে যাচ্ছে বিজেপি। পাঁচ বছর আগে ধূপগুড়ি আসনে বিজেপি প্রার্থী তথা নির্বাচিত বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায় ছিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী। তাঁর মৃত্যুর পর ২০২৩ উপনির্বাচনে তাদের প্রার্থী ছিলেন জঙ্গি হামলায় শহিদ সিআরপিএফ জওয়ান জগন্নাথ রায়ের স্ত্রী তাপসী রায়। এবারে ফের বিজেপির হয়ে বিধানসভার লড়াইয়ে নামা নরেশচন্দ্র রায়ও অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ান। ২২ বছরের কর্মজীবনে দু-দু'বার জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফেরা তাঁর। শরীরে এখনও রয়েছে বুলেটের ক্ষত।

১৯৯৫ সালের গোড়ায় ট্রেনিং শেষ করে জেনারেল ডিউটি কনস্টেবল হিসেবে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেন সদ্য কুড়ি পার হওয়া নরেশ। ছয় ফুট উচ্চতার সুঠাম শরীরের তরুণের প্রথম পোস্টিং হয় কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায়। দলীয় আড্ডায় সেই সময়ের অশান্ত কাশ্মীরের নানা গল্প অনর্গল শোনা যায় নরেশের মুখে। যোগদানের কয়েকমাসের মধ্যেই ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় পেট্রলিং চলার সময় ৩১ জন বিএসএফ জওয়ানের এক দলকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিরা। শুরু হয় গুলিবর্ষণ। প্রাণ হারান তিন জওয়ান। সেই দলে থাকা নরেশের কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় একটি বুলেট। অপরটি বড় ক্ষত তৈরি করে বাঁ হাতের কবজিতে। আজও সেই ক্ষত স্পষ্ট বোঝা যায় বিজেপি প্রার্থীর শরীরে।

বাঁ হাতে বুলেটের ক্ষত দেখাচ্ছেন ধূপগুড়ির বিজেপি প্রার্থী নরেশচন্দ্র রায়।

সেই সন্ধ্যার কথা বলতে গিয়ে পঞ্চাশ পেরোনো নরেশের মন্তব্য, 'সেই প্রথম নিজের সহকর্মী তথা বন্ধুদের গুলির আঘাতে নিথর হতে দেখেছি। সেই ব্যথার চেয়ে নিজের শরীরে বুলেটের আঘাত বেশি মনে হয়নি।'

২০১৭ সালে পরিবারিক কারণে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ফেরার আগে দুই দশকের পেশাদার জীবনে তিন দফায় প্রায় সাত বছর কাশ্মীরেই কেটেছে নরেশের। সেই সুবাদে পরের অভিজ্ঞতা ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর। শীতের কুয়াশা ঢাকা বিকেলে কাশ্মীরের বাসেপুরা সীমান্তের কাছে বিএসএফের ৯২ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্য হিসেবে ফুট পেট্রলিং ডিউটিতে ছিলেন নরেশ। জীবনে দ্বিতীয়বার বুলেটের আঘাত সহ্য করা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'বছর শেষের বিকেলে আমরা সবাই বেশ খোশমেজাজেই ছিলাম। রাতে ক্যাম্পে ফিরে পিকনিকের পরিকল্পনা ছিল। বোরখা পরা দুজন আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। তাদের হাঁটা দেখে সন্দেহ হওয়ায় আমরা দাঁড়াতে বলতেই বোরখার ভেতর থেকে একে ৪৭ বের করে গুলি চালাতে শুরু করে দুই জঙ্গি। বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট না থাকলে সেদিন মৃত্যু অনিবার্য ছিল।' বুক এবং পেটের ডান দিকে তিনটি বুলেটের শট হয়েছিল জ্যাকেটের ওপর।

কর্মজীবনের এমন হরেক গল্প শোনা যায় বিজেপি প্রার্থীর মুখে। নির্বাচনি প্রচারেও লড়াইয়ের সেসব গল্প আকর্ষণ করছে ভোটারদের। চাকরি ছেড়ে ফিরেই নরেশ ভিড়ে যান আরএসএস এবং বিজেপিতে। এরপর ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হওয়া। তাঁর বিজেপিতে যোগদান এবং ভোটের লড়াইয়ে নামা প্রসঙ্গে নরেশের জবাব, 'নিজের চোখে দেখেছি, পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা কীভাবে আমাদের দেশকে ধ্বংস করতে চায়। এরাজ্যেও সরকারি মদতে চলছে সেই ভাঙনের খেলা। চাকরিজীবনে হাতে বন্দুক ছিল বলে সেই রক্ত ঝরিয়েছি। এখন ঘাম ঝরাচ্ছি বাংলাকে বাঁচাতে।'

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTARY HEALTH SCHEME
STATION HQ (ECHS CELL) BINNAGURI CANTT
PHONE : 6005973412 / 9682592394
e-mail: echscellbinnaguri@gmail.com

EMPLOYMENT NOTICE

1. ECHS invites application to engage following Med, Para/Non Medical Staff on contractual basis in ECHS Polyclinic Binnaguri & Cooch Behar for a period of one year renewable for additional period of one year/till attaining the maximum age subject to performance of candidates / other conditions according to the criteria as mentioned against each post :-

Ser No.	Appointment	Minimum Qualification	Exp	No of Vac	Fixed Remuneration
(a)	Medical Officer (ECHS PC Binnaguri)	MBBS	05 years	01	Rs. 95,000/-
(b)	Medical Officer (ECHS PC Cooch Behar)	MBBS	05 years	01	Rs. 95,000/-
(c)	Dental Officer (ECHS PC Cooch Behar)	BDS	05 years	01	Rs. 95,000/-
(d)	Lab Tech (ECHS PC Cooch Behar)	B.Sc (Medical Lab Technology) or 10+2 with Science and DMLT	03 years	01	Rs. 36,500/-
(e)	Dental Hyg (ECHS PC Cooch Behar)	Diploma holder in Dental Hyg/Class-I DH/DORA Course (Armed forces)	05 years	01	Rs. 36,500/-
(f)	Driver (ECHS PC Cooch Behar)	8th Class/Class-I MT driver (Armed forces) possess a civil driving licence	05 years	01	Rs. 25,600/-

2. **For Terms & Condition, Application Form & Remuneration:** Kindly visit our website **www.echs.gov.in** For additional details, please contact Stn HQ (ECHS Cell) **Binnaguri & Cooch Behar**, Mobile No **6005973412** & email **echscellbinnaguri@gmail.com**. Also approach concerned ECHS Polyclinic for details. Preference will be given to the Ex-Servicemen.

3. **Last date of receipt of application as per format given at our website:** Application as per requisite format along with self attested photocopies of testimonials in support of Educational qualifications and Work Experiences will be submitted to OIC, Stn HQs (ECHS Cell). Binnaguri by **15 Apr 2026** in duplicate. Any application received after **15 Apr 2026** will not be accepted.

4. **Interview Date, Timing & Venue :** Candidate must reach **ESM Cell, Stn HQ Binnaguri** at **09:00 hrs** on **25 Apr 2026** for the interview to be held between **1130 hrs** to **1530 hrs**. Candidates must bring all the original certificate/mark sheets/degree of 10th/matric, 10+2 & Graduation/post graduation/diploma/course, work exp and discharge book, PPO, service records and 02 (Two) PP size colour photographs at the time of interview. No TA/DA is admissible. Only candidate meeting the Qualitive Requirement may apply. Also bring Medical fitness Certificate from SEMO/CMO at the time of interview.

5. **Overlapping of Handing/Taking period & Submission of Annual Property Return (Declaration of Assets).** 10 days of handling/taking over between the key appointment (Medical Officer, Dental Officer, Lab Tech, Dental Hyg, Driver) at polyclinic will be carried out. The APR in respect of Dental Officer with regards to immovable & movable property will be deposited with Stn HQ, Binnaguri before tenanting the appt. This will be applicable for both initial appt & extension of tenure. The appt/extension letter will be issued only after submission of the said document. The selected individual will have to undergo 10 days on the job Training (OJT) and obtain a certificate from OIC Polyclinic before signing the contact. The duration of OJT will remain unpaid and counted as mandatory before assuming charge as a contractual employee.

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/১৭_২০২৬/কে/১৮৯১, তারিখঃ ২৪-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ১৭_২০২৬; কাজের নামঃ রাধিকাপুরেঃ গতি শক্তি কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজঃ টু কোচ লেংথ সিক লাইন এবং সার্ভিস বিল্ডিং-এর সাথে পিট লাইন নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ।। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৩২,১৬,৮০১/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৬,৬৪,৪০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৫-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১৫-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৯৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

মালদা টাউন–আনন্দ বিহার (টি)–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪৩৫/০৩৪৩৬ মালদা টাউন–আনন্দ বিহার (টি)–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুসারে চলবেঃ

মালদা টাউন–আনন্দ বিহার (টি)			(০৩৪৩৫) (০৩৪৩৬)	আনন্দ বিহার (টি)–মালদা টাউন		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
মঙ্গল	–	০৯.৫০	↓ মালদা টাউন	২২.৩০	–	বৃহস্পতি
	১২.২০	১২.২২	সাহিবগঞ্জ জংশন	১৯.৩৭	১৯.৩৯	
	১৩.২০	১৩.৩০	ভাগলপুর	১৮.১০	১৮.২০	
	১৪.২৭	১৪.৩২	জামালপুর জংশন	১৬.১৩	১৬.১৮	
	১৫.৪৫	১৫.৫০	কিউল জংশন	১৫.২০	১৫.২৫	
বুধ	০১.৫০	০১.৫৫	প্রয়াগরাজ জংশন	০৩.০০	০৩.০৫	
	১৩.৪০	–	আনন্দ বিহার (টি)↑	–	১৪.৫০	বুধ

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বারহারওয়া জংশন, পীরপৈঁতি, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, শেখপুরা, ওয়ারিসালিগঞ্জ, নওয়াদা, তিলৈয়া, গয়া জংশন, অনুগ্রহ নারায়ণ রোড, দেহরি অন সোন, সাসারাম, ভভুয়া রোড, পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, গোবিন্দপুরী এবং টুন্ডলা জংশন স্টেশনেও থামবে। চলাচলের দিন/তারিখঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪৩৫ঃ ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ (মঙ্গলবার)=১ ট্রিপ এবং আনন্দ বিহার (টি) থেকে ০৩৪৩৬ঃ ০১.০৪.২০২৬ তারিখ (বুধবার)=১ ট্রিপ। গঠনঃ এসি ২-টিয়ার-২, এসি ৩-টিয়ার-৬, স্লিপার শ্রেণী-৮, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (এলএস)-৪, এলএসএলআরডি-১ এবং পাওয়ার কার-১=২২ কোচ। ক্যাটেগরিঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

প্রাণের উৎসব দুপুর ১.৩০ এবং রাত ৮.৩০ **সান বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ আমি যে কে তোমার, দুপুর ১২.৪৫ অগ্নি, বিকেল ৪.০০ গোত্র, সন্ধে ৭.০০ দেবা, রাত ১০.১৫ ব্যোমকেশ পর্ব

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৪.০০ অপরাধী, সন্ধে ৭.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ প্রেম আমার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বউমা, বেলা ১১.৩০ বউরানি, দুপুর ২.৩০ মাটির মানুষ, বিকেল ৫.০০ জোয়ার ভাঁটা, সন্ধে ৭.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১০.০০ আপন আমার আপন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সজনী আমার সোহাগ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অঙ্গার

শেমারু জোশ : সন্ধে ৭.০০ ভুলভুলইয়া-টু, রাত ১০.০০ হিট: দ্য সেকেন্ড কেস

জি সিনেমা : সকাল ১০.০২ কল্কি ২৮৯৮ এডি, দুপুর ১২.৪১ বিবাহ, বিকেল ৪.০৫ সিডি : ক্রিমিন্যাল অর ডেভিল, সন্ধে ৬.০২ হিরো : দ্য বুলেট, রাত ৮.৩০ ওয়ান্টেড, ১১.৩৩ কালীবীরা

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৫ মিস্টার জু কিপার, দুপুর ১.১৬ দ্রোণা, বিকেল ৪.১৪ বীরা : দ্য পাওয়ার, সন্ধে ৭.৩০ ভীমা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ১০.২৫ রক অন-টু, দুপুর ১২.৫৭ লভ হস্টেল, ২.৩৪ তেজস, বিকেল ৪.২৬ অওরোঁ মে কহাঁ দম থা, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ জার্সি

স্নেহা, আমন এবং তানিষ্কার গান শুনুন গুড মর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে, সকাল ৭.০০ আকাশ আট

গোত্র বিকেল ৪.০০ **জলসা মুভিজ**

অওরোঁ মে কহাঁ দম থা বিকেল ৪.২৬ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন আজ সফল হবে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। বৃষ : কর্মপ্রার্থীরা আজ কোনও নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। মিথুন : উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির সুপারিশে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। ব্যবসায় বহুদিন ধরে আটকে থাকা টাকা আজ পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্কট : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বহুদিন ধরে চলা সমস্যার সমাধান আজ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দেওয়ার চেষ্টা করুন। সিংহ : আজ অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা দূর হবে। কন্যা : আপনার সুমধুর ব্যবহারের কারণে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়বে। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফের জোড়া লাগবে। তুলা : আপনার বুদ্ধি এবং কৌশল দ্বারা পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্তি বিবাদ মিটে যেতে পারে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হবে। আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। ধনু : চালাকির দ্বারা কোনও কাজ উদ্ধার করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। রাজনৈতিক কর্মীদের দলে কাজের চাপ বাড়বে। মকর : একাধিক সূত্রে আয়ের রাস্তা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসায় হাত দিলে সাফল্য পেতে পারেন। কুম্ভ : উচ্চশিক্ষার পড়ুয়াদের বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন সফল হতে পারে। বহুদিন ধরে পড়ে থাকা বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। মীন : বাড়ির কোনও সদস্যের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। প্রেমে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ১০ চৈত্র, ৩১ মার্চ ২০২৬, ১৬ চ'ত, সংবৎ ১৩ চৈত্র সুদি, ১১ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৩৬, অঃ ৫।৪৮। মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী দিবা ৬।৫২। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৩।২০। গণ্ডযোগ দিবা ৩।৫১। তৈতিলকরণ দিবা ৬।৫২ গতে গরকরণ রাত্রি ৬।৪৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৩।২০ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।২৮ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৩।২০ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী – দক্ষিণে, দিবা ৬।৫২ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।৭ গতে ৮।৩৯ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৪৫ মধ্যে। যাত্রা – মধ্যম পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৫২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম – দীক্ষা, দিবা ৬।৫২ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মহাবীর জয়ন্তী (জৈন)। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা, সংস্কারের দাবি

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ মার্চ : চলাচল করতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু বেহাল রাস্তা মেরামত করার কোনও উদ্যোগ নেই। এই অবস্থায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের একবার ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের দেমদাখাড়ি থেকে চুনিয়াটুলি পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা মেরামতের দাবিতে সরব হয়েছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।

পথচলতি মানুষদের কথায়, দেমদাখাড়ির পাশের গ্রাম চুনিয়াটুলিতে বাড়ি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হকের। তাঁর গ্রামের বাসিন্দারাও এই রাস্তা ব্যবহার করেন। তাছাড়া এলাকার কৃষকরা ফসল বাজারজাত করতে এই রাস্তা ব্যবহার করেন। রাস্তা বেহাল হওয়ায় স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদেরও যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হয়। তারপরেও রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয় কৃষক অশোক সরকার বললেন, 'রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। কৃষকদের ফসল বাজারজাত করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অনেক গাড়িচালক এই পথে আসতে চান না। যদিও বা আসতে রাজি হন, তখন বেশি ভাড়া দাবি করেন।' আরেক বাসিন্দা মহম্মদ রহমান আলির কথায়, 'শুখা মরশুমে পাথুরে রাস্তায় হোঁচট খেতে হয়। বর্ষায় জল জমে যন্ত্রণা বাড়ে। জমা জলে গর্ত ঠাহর করতে না পেরে কত মানুষ পড়ে গিয়েছেন তার ঠিক নেই।'

সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অণিমা রায়ের কথায়, 'ওই রাস্তাটির বিষয়ে আমরা জানি। প্ল্যানে ধরা রয়েছে।' তবে কবে রাস্তার কাজ শুরু হবে সে বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেননি। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলছেন, 'আমাদের কাজই করতে দেওয়া হয়নি। সে কারণেই আমরা রাস্তাটি সংস্কার করতে পারিনি। এবার বিজেপির সরকার তৈরি হবে এবং আমরা আগে রাস্তাটি সংস্কার করব।' আশ্বাস এলেও কবে রাস্তা সংস্কার হয় এখন সেদিকেই তাকিয়ে দেমদাখাড়ি সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা।

দায়িত্বভার নতুন আইসি'র

চোপড়া, ৩০ মার্চ : চোপড়া থানায় নতুন আইসি হিসেবে সোমবার বিকেলে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ইনস্পেক্টর কেশব বড়াল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদায়ি আইসি মনোজিৎ দাস চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জায়গায় এবার নতুন দায়িত্বে এলেন কেশব বড়াল। এর আগে তিনি জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সাইবার ইনস্পেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন।

দেব-দর্শনে মজে রইল কোচবিহার

কোচবিহার ব্যুরো

৩০ মার্চ : মারুগঞ্জের দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া রিঙ্কি দাস। দেব অন্ত প্রাণ। দেবের প্রতিটি সিনেমা তার একাধিকবার করে দেখা। মোবাইলের গ্যালারিতে শুধুই দেবের ছবি। সিনেমার পর্দায় প্রচুর দেখলেও স্বপ্নের নায়ককে সামনে থেকে দেখা হয়নি কখনও। যখন রিঙ্কি শুনতে পেল তার বাড়ির পাশেই রোড শো করতে আসবেন দেব তখন যেন আনন্দে আর তর সয় না। কোন পোশাক পরে দেবকে দেখতে যাবে তা ঠিক করে রেখেছিল আগে থেকেই। সকাল সকাল একটি লাল গোলাপ কিনেছিল রিঙ্কি। ইচ্ছে ছিল সুযোগ পেলে দেবের হাতে তা তুলে দেবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই ইচ্ছেপূরণ না হলেও একটানা চার ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার পর দেবকে দূর থেকে দেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হল রিঙ্কির। সে জানিয়েছে, গোলাপটি রেখে দেবে ডায়েরির পাতার ভাঁজে। পরে কখনও সুযোগ হলে লাল গোলাপ তুলে দেবে দেবের হাতে।

সোমবার তৃণমূলের প্রচারে কোচবিহারে এসেছিলেন দেব। কোচবিহার দক্ষিণের চান্দামারি, নাটাবাড়ি কেন্দ্রের মারুগঞ্জ ও তুফানগঞ্জে তিনি দলীয় কর্মসূচি করেছেন। প্রতিটি জায়গাতেই সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কমবয়সিদের যে উন্মাদনা দেখা গিয়েছে তাতে স্পষ্ট যে তৃণমূল নেতা নয়, অভিনেতা দেবকে দেখতেই ভক্তদের উৎসাহ বেশি। দেব বলেছেন, 'এখানে এসে যে জনসমুদ্র দেখলাম তাতে আমি আপ্লুত। মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনায় পরিষ্কার যে এখানে আমাদের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। আগের থেকে ফলাফল অনেক ভালো হবে।'

নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের মারুগঞ্জে রোড শোতে দেব। সোমবার।

সকালে কোচবিহার শহরের হরিশ পাল চৌপথির একটি হোটেল থেকে চান্দামারির উদ্দেশে রওনা দেন অভিনেতা। হোটেল থেকে বের হওয়ার সময়েও প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল। চান্দামারি বাজার থেকে কেদারহাট পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রোড শো করার কথা ছিল তৃণমূল সাংসদের। এখানে দেবকে একঝলক কাছ থেকে দেখতে সকাল থেকে যেন গোটা এলাকার মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন বাজার চত্বর এলাকায়। বেলা বাড়তেই হাজার হাজার লোকের ভিড়ে সেখানে তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। রাস্তার পাশাপাশি বিভিন্ন বাড়ির ছাদ, বারান্দাতেও কাতারে কাতারে মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রাণনাথ হাইস্কুলের মাঠে হেলিপ্যাডের চারপাশেও বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন।

দেড়টা নাগাদ হুডখোলা গাড়িতে করে দেব ও কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিক সেখানে পৌঁছান। ঘণ্টাখানেকের কর্মসূচি সেরে হেলিকপ্টারে দেব মারুগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

চান্দামারি থেকে এদিন প্রথমে নাটাবাড়ির মারুগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী শৈলেন বর্মার সমর্থনে রোড শো করেন দেব। তাঁর হেলিকপ্টার মারুগঞ্জ ঘরঘরিয়া সেতু সংলগ্ন মাঠে এসে নামে। এখানেও চান্দামারির মতোই ভিড় ছিল। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের লালকলোনির মাঠে পৌঁছে তুফানগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শিবশংকর পালের সমর্থনে দেব জনসভা করেন। সেখানেও ভিড়ের সেই চেনা ছবি ধরা পড়ে। তাঁকে এতদিন রুপোলি পর্দায় দেখেছেন তুফানগঞ্জবাসী। ফলে এদিন 'দেব দর্শন'-এর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি কেউই। সকাল থেকে বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন সুপ্রিয়া সরকার, অনিশা মণ্ডলরা।

ছুটি বাতিলে প্রশ্ন মেডিকেলে

সবাই নির্দেশিকা মানবেন তো

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : ভোটে বাড়তি চাপের কথা মাথায় রেখে সমস্ত অধ্যাপক চিকিৎসকের ছুটি বাতিল করল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'ভোটপর্ব না মেটা পর্যন্ত বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ছুটি নেওয়া যাবে না এবং ছুটি নিতে চাইলে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।'

প্রশ্ন উঠেছে, কলকাতা থেকে যে চিকিৎসকরা সপ্তাহে একদিন, দু'দিন আসেন, কেউ আবার সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসছেন না, নয়া নির্দেশের পরে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসা হবে তো? তা না হলে এখানকার চিকিৎসকরা ছুটি চাইলে পাবেন না, বরং বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

মেডিকেলের মনোরোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ নির্মল বেরার মতে, 'নির্বাচনের সময় বাড়তি চাপ থাকে। সেজন্য এমন নির্দেশিকা দিলেন অধ্যক্ষ। তবে, যাঁরা এখানে থাকেন, তাঁদের ওপরে বেশি চাপ পড়বে, কলকাতা থেকে কেউ এলে এল, না এলে এল না এমনটা যেন না হয়। নির্দেশ সবার জন্য, সবাইকে মানতে বাধ্য করতে হবে।' প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্তর কথায়, 'একটা নির্দেশিকা সমস্ত অধ্যাপক চিকিৎসকের জন্যই কার্যকর। আশা করছি, সবাই এই নির্দেশ মেনে কাজে আসবেন।'

আশ্বস্ত করলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তাঁর দাবি, 'নির্দেশমতো সবাইকেই কাজে আসতে হবে। অন্যথায় আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ভোটের আগে ভিভিআইপিদের যাতায়াত বেড়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ কেন্দ্র এবং রাজ্যের প্রচুর জেড প্লাস নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ভিভিআইপিরা প্রচারে আসেন। এছাড়া ভোটকে কেন্দ্র করে অনেক জায়গায় বড় গণ্ডগোল, অশান্তিও হয়। যার জেরে মেডিকেল টিমকে সব সময় তৈরি থাকতে হয়। সেদিকে তাকিয়েই মেডিকেল কর্তৃপক্ষ নয়া নির্দেশিকা দিয়েছে।

সোমবার মেডিকেলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের নির্দেশিকায় সমস্ত অধ্যাপক চিকিৎসকের সমস্ত ধরনের ছুটি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাতিল করে দিয়েছে। এই নির্দেশ ঘিরে চিকিৎসক মহলে হইচই পড়েছে। মেডিকেলে ২৮০ জন অধ্যাপক চিকিৎসক রয়েছেন। এর মধ্যে ১৮০-১৯০ জন চিকিৎসকই কলকাতা সহ আশপাশের জেলাগুলি থেকে এখানে পোস্টিংয়ে রয়েছেন। এর মধ্যে সার্জারি, অর্থোপেডিক, চক্ষু, প্রসূতি, নেফ্রোলজি, বায়োকেমেস্ট্রি, কমিউনিটি মেডিসিনের মতো বিভাগগুলিতে অধিকাংশ চিকিৎসক কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন। অভিযোগ, এঁদের একটা বড় অংশ বছরের পর বছর ধরে রোটেশনে কর্মস্থলে যাতায়াত করেন।

কিছু চিকিৎসক সোমবার এসে বুধবার সন্ধ্যায় বিমানে বা রাতের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যান। আবার কিছুজন বৃহস্পতিবার সকালে মেডিকেলে এসে শুক্রবার রাতে, অথবা শনিবার দুপুরেই কলকাতায় ফেরার গাড়ি ধরেন। এটা রীতিতে পরিণত হয়েছে। আবার কিছু চিকিৎসক দু'তিন সপ্তাহ পরপর এসে হাজিরা খাতায় সই করে কলকাতায় গিয়ে বসে থাকছেন বলেও অভিযোগ।

মেডিকেল সূত্রের খবর, এই চিকিৎসকরা কলকাতায় বসে প্রতিদিন প্রাইভেট চেম্বার করছেন, নার্সিংহোমে যাচ্ছেন। অথচ এখানে এসে ডিউটি করছেন না বলে অভিযোগ। নিয়মিত বেতনও পেয়ে যাচ্ছেন। যার জেরে যে অধ্যাপক চিকিৎসকরা মেডিকেল ক্যাম্পাস, শিলিগুড়ি অথবা সংলগ্ন এলাকায় থাকছেন তাঁদের ওপরে কাজের বাড়তি চাপ পড়ছে। ছুটি বাতিল হলে চিকিৎসকদের প্রত্যেককেই এখানে হাজির থাকা বাধ্যতামূলক করা উচিত বলে দাবি উঠেছে।

ব্লেডের আঘাতে আক্রান্ত

নকশালবাড়ি, ৩০ মার্চ : রামনবমীর মিছিল শেষে ব্লেডের আঘাতে আক্রান্ত হলেন এক নাবালক। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই নাবালক হরদেব সিংহ নকশালবাড়ির তারাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। বয়স ১৬ বছর। ঘটনায় রবিবার সন্ধ্যায় চারজনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন আহত নাবালকের মা। গত ২৭ মার্চ নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

ঘটনার সূত্রপাত রামনবমীর মিছিল থেকে। সেদিন হরদেব রামনবমীর মিছিলে যোগদানের জন্য গিয়েছিল। মিছিল রথখোলা রেলগেট পৌঁছোতেই ডিজের সামনে নাচানাচি করতে গিয়ে শুরু হয় বিবাদ। হরদেবের বাবা হারাপদ সিংহ বলেন, 'নাচানাচি করতে গিয়ে অন্য দলের ছেলেদের সঙ্গে আমার ছেলের বিবাদ শুরু হয়। তারপরেই মিছিল শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে বাসস্ট্যান্ডে লালজিজোত এলাকার চার তরুণ মিলে আমার ছেলেকে বেধড়ক মারধর শুরু করেন।

তাকে ব্লেড এবং রড দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। শেষে তাকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।'

এদিকে নকশালবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানান, অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তও শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাহুডাঙ্গি থেকে আমবাড়ি যাওয়ার পথে ক্যানালের ওপর লোহার সেতু নির্মাণ চলছে জোরকদমে। ছবি : সূত্রধর

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার

খড়িবাড়ি, ৩০ মার্চ : নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। অনিল রায় নামে ওই তরুণকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ডাঙ্গারহাট এলাকায়। ওই তরুণ খড়িবাড়িতে একটি বরফ ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা যায়, ওই তরুণ দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় কাজের সূত্রে থাকত। নাবালিকার কাকার সূত্রে নাবালিকার বাড়িতে তার আসা-যাওয়া ছিল।

সেখান থেকেই নাবালিকার সঙ্গে তার পরিচয়। অভিযোগ, সেই পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে একদিন ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে নেশার জাতীয় কিছু মিশিয়ে ওই তরুণ নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। এরপরও ব্ল্যাকমেল করে একাধিকবার নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এর জেরে নাবালিকা তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। বিষয়টি পরিবারের নজরে এলে রবিবার রাতে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ করে নাবালিকার পরিবার।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। রবিবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনতোষ সরকার বলছেন, 'নাবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

জট কাটতেই পুরোদমে প্রচার

স্বপ্নার ইস্তফা গ্রহণ রেলের

জলপাইগুড়ি, ৩০ মার্চ : রেলের চাকরি থেকে স্বপ্না বর্মনের ইস্তফা দেওয়া নিয়ে জট কাটল। চাকরি ছাড়া নিয়ে দীর্ঘ আইনি জটিলতার পর সোমবার রেলের তরফে ছাড়পত্র হাতে পেলেন রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী। আদালতের তরফে সোমবারের মধ্যে স্বপ্নার ইস্তফার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে রেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই এদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা স্বপ্নাকে জানিয়ে দিয়েছে রেল। ছাড়পত্র হাতে পেয়ে সোমবার সকাল থেকে জোরকদমে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েন স্বপ্না।

এদিন সকাল থেকে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক চা বাগানে স্বপ্নাকে প্রচার করতে দেখা গিয়েছে। চা শ্রমিকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন স্বপ্না। চাকরি থেকে ইস্তফার বিষয়ে তিনি বলেন, 'রেলের তরফে চাকরি থেকে ইস্তফাপত্র গ্রহণ করে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এবার আমার মনোনয়নপত্র জমা দিতে আর কোনও সমস্যা রইল না। হাতে যেহেতু আর এক মাসও সময় নেই, সে কারণে ছাড়পত্র পাওয়ামাত্রই আমি প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছি।' স্বপ্নাকে ছাড়পত্র দেওয়া নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আধিকারিকরা অবশ্য কেউ মুখ খোলেননি।

- নিয়ম মেনে ইস্তফার বিষয়ে তিন মাস আগে রেলকে জানাননি স্বপ্না
- তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ তুলে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয় রেল
- আদালতের নির্দেশে স্বপ্না ক্ষমা চাওয়ায় ও শর্ত মানায় রেল থেকে তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়

রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে স্বপ্না বর্মনের নাম ঘোষণা হওয়ার পর তাঁর রেলের চাকরি ছাড়া নিয়ে শুরু হয় জটিলতা। প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হলে সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়া বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে রেলের আইনে রয়েছে, কেউ চাকরি থেকে ইস্তফা দিলে তাঁকে তিন মাস আগে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে রেল তার নিয়ম মেনে প্রথমে স্বপ্নার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেনি। উলটে স্বপ্নার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ জারি করে। এরপরেই স্বপ্না হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। গত ২৪ তারিখ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ স্বপ্নাকে নির্দেশ দেয়, ভুল স্বীকার করে যেন তিনি রেলকে চিঠি দেন।

সেইসঙ্গে অবসরকালীন কোনও সুযোগসুবিধা তিনি নেবেন না, সেটাও রেলকে জানাতে হবে। কিন্তু স্বপ্নার দেওয়ার চিঠির বয়ানে অখুশি রেল কর্তৃপক্ষ ২৫ তারিখ ফের আদালতে বিষয়টি জানায়। আদালত স্বপ্নাকে তাঁর চিঠির বয়ান ঠিক করে রেলকে তা দিতে বলে। গত শুক্রবার ফের আদালত রেলকে নির্দেশ দেয়, স্বপ্নার ইস্তফার বিষয়ে সোমবারের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে। সেইসঙ্গে স্বপ্নাকে নির্দেশ দেয় আদালত সশরীরে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন অফিসে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে।

এদিকে স্বপ্নার ইস্তফা নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ায় তিনি প্রচারেও বের হতে পারছিলেন না। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকেও কিছুটা অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল। এদিন রেলের তরফে ছাড়পত্র হাতে পেয়ে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েন স্বপ্না বর্মন।

করিম কোথায়, ধোঁয়াশা তৃণমূলেই

ইসলামপুর, ৩০ মার্চ : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণার ১২ দিন কেটে গেলেও, ভোট প্রচারে অনুপস্থিত ইসলামপুরের ১১ বারের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী। করিমের মতো নেতার অন্তরালে 'খামোশ' থাকা নিয়ে তৃণমূলে তো বটেই, নানা গুঞ্জন চলছে ইসলামপুর বিধানসভার সাধারণ মানুষের মধ্যেও। সর্বত্রই প্রশ্ন, করিম কোথায়? তাঁর নীরব অবস্থানের কারণই বা কি? সোমবার একাধিকবার তাঁকে ফোন করলেও করিম সাড়া দেননি। এমন নীরবতা নিয়ে করিমের অনুগামীরাও হতাশ হয়ে পড়ছেন।

শেষপর্যন্ত তিনি কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। ইসলামপুরের রাজনীতিতে করিম যে 'এক্স ফ্যাক্টর' তা নিয়ে দ্বিমত নেই শাসক থেকে বিরোধী শিবিরে। তাই তাঁর পদক্ষেপের অপেক্ষায় সবপক্ষই। শেষপর্যন্ত করিম 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করলে বা কংগ্রেসের প্রার্থী হলে তৃণমূলের যে রক্তচাপ বাড়বে, তা অস্বীকার করছেন না কেউই।

করিমকে দলীয় প্রচারে দেখা যাচ্ছে না কেন প্রশ্নে প্রতিবেদকের ওপর চটে তৃণমূল প্রার্থী কানাইয়ালাল আগারওয়াল বলেন, 'সেটা করিম সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি এখন প্রচারে আছি।' করিমের এই অন্তরালে থাকা যে তাঁদের ধোঁয়াশায় ফেলে দিয়েছে তা স্বীকার করে তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অসীম ঘোষ বলছেন, 'করিম সাহেবকে নিয়ে আমাদের কাছেও কোনও খবর নেই। ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তা অস্বীকার করব না। তবে করিম সাহেব দলের বর্ষীয়ান নেতা। তাঁকে নিয়ে আশা করি কোনও সমস্যা হবে না।'

ইসলামপুর কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটারদের আধিপত্য যথেষ্ট। যে কারণে তৃণমূল সংখ্যালঘু প্রার্থী দেবে বলে নিশ্চিত ছিল সাধারণ ভোটারদের পাশাপাশি তৃণমূলের একটা বড় অংশ। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে এখানে কানাইয়াকে প্রার্থী করে রাজ্যের শাসকদল। বর্ষীয়ান নেতা হিসেবে কানাইয়ার প্রভাবও এলাকায় যথেষ্ট। তাঁর জনসংযোগ ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। কিন্তু জেলার ইটাহার থেকে চোপড়া পর্যন্ত সমস্ত বিদায়ি বিধায়কদের ওপর যখন তৃণমূল সুপ্রিমো আস্থা রাখলেন, তখন কোন যুক্তিতে করিম ব্রাত্য, প্রশ্ন তুলছেন ১১ বারের বিধায়কের অনুগামীরা। এমন নানা প্রশ্ন শোনা গিয়েছিল তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার দিন করিমের বাসভবন গোলঘরে পৌঁছে। অনেকেই সেদিন কেঁদেছিলেন। নির্দল অথবা অন্য দলের হয়ে তাঁকে প্রার্থী করার কথাও বলেছিলেন অনেকে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে রবিবার জেলার আটটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলেও ইসলামপুর ফাঁকা রেখেছে কংগ্রেস। যা নতুন জল্পনার সৃষ্টি করেছে। করিম অন্যরকম পদক্ষেপ করলে তৃণমূলের মাথাব্যথা বাড়বে। এলাকায় সংখ্যালঘু প্রার্থীর চাপা দাবি অজানা নয় ঘাসফুল শিবিরের ভোট ম্যানেজারদেরও। নিজেকে 'ইসলামপুরের পাহারাদার' দাবি করা করিম কতদিন খামোশ থাকেন, এটাই এখন দেখার। তিনি নীরবতা ভাঙলে পালটে যেতে পারে অনেক সমীকরণ।

অফিসারদের ভোটের কাজে ডাক, চাপে এনবিএসটিসি

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : নির্বাচনের কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কোনও নোডাল অফিসার বা গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা কোনও পদাধিকারীকে ছাড়া মুশকিল হবে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের তরফে শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা কর্তাদের নির্বাচনের কাজের জন্য ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার জেরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের গলায় শোনা গেল অসহায়তার সুর। নিগমের অন্দরের খবর, কর্মীসংকটের কথা জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠিও পাঠানো হবে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের বক্তব্য, 'গুরুত্বপূর্ণ পদে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ছাড়লে মুশকিল হবে কাজ চালানো। নোডাল অফিসার বা মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত কর্তাদের ছাড়ার প্রশ্নই নেই। এর বাইরে অন্য কর্মীকে ছাড়তে কোনও অসুবিধা নেই। ডিভিশন ম্যানেজারকে শিলিগুড়ি ও মাটিগাড়া, দুই জায়গা থেকেই ডাকা হয়েছে।'

এখনও পর্যন্ত কতজন কর্তার কাছে ভোটের কাজে যোগদানের জন্য চিঠি এসেছে, সেটা অবশ্য এখনই বলতে পারছেন না ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁর বক্তব্য, 'ধাপে ধাপে নির্বাচনের কাজে যোগদানের জন্য নির্বাচন কমিশনের থেকে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। তাই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কতজন কর্তাকে ভোটের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেটা এখনও পরিষ্কার নয়।'

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচুর বাস চাওয়ায় ইতিমধ্যেই পরিষেবা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। এবারে ধাপে ধাপে স্থায়ী কর্মীদেরও নির্বাচনের কাজে যোগ দেওয়ার চিঠি আসতে থাকায় চাপ আরও বাড়ছে। নিগমে স্থায়ী কর্মীদের সংখ্যা গত কয়েকবছরে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এক-একজন স্থায়ী কর্মীকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়ে কোনওভাবে পরিষেবা সচল রেখেছে নিগম। এরমধ্যে ওই স্থায়ী কর্মীরা ভোটের কাজে চলে গেলে, পরিষেবার কী হবে, তা নিয়ে চিন্তায় ঘুম উড়েছে নিগমের কর্তাদের। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র শিলিগুড়ি ডিভিশনের হিসেব ধরলেই এখনও পর্যন্ত ২৬ জন স্থায়ী কর্মীকে ডাকা হয়েছে। এর মধ্যে খোদ ডিভিশনাল ম্যানেজার সহ ফুয়েল ইনচার্জ, ট্রাফিক ইনচার্জ থেকে শুরু করে স্টোর ইনচার্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা কর্তারা রয়েছেন। তাঁরা ভোটের ডিউটিতে গেলে নিগমের কী পরিস্থিতি হতে পারে, সেটা শুধুমাত্র ডিভিশনাল ম্যানেজার পদের দায়িত্বে থাকা স্থায়ী কর্তার কথা ধরলেই বোঝা যাবে। ওই কর্তা শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার পদ সামলানোর পাশাপাশি কোচবিহার ডিভিশনের পাবলিক রিলেশন অফিসারের দায়িত্বে রয়েছেন। নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলছেন, 'সমস্ত স্থায়ী কর্মীকেই নির্বাচনের কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে। কীভাবে কী চলবে, জানা নেই।'

চিকিৎসকহীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিরোধীদের প্রচারে

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ৩০ মার্চ : টোটোয় বসে সেদিন প্রসবযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন মালতী সোরেন। গোয়ালপোখর থানার খোররাহ এলাকার বাসিন্দা মালতীকে গোয়াগাঁও প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করাতে এনেছিলেন পরিবারের লোকজন। কিন্তু এখানে যে দীর্ঘদিন ধরে ইন্ডোর পরিষেবা বন্ধ, তা জানা ছিল না। অগত্যা সেই অবস্থাতেই অন্তঃসত্ত্বাকে নিয়ে কিশনগঞ্জে যেতে হয় আত্মীয়দের।

মালতীর এক আত্মীয় বিমল সোরেন বললেন, 'এখন মালতীর স্বামী বাড়িতে নেই। তিনি ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। প্রসবযন্ত্রণা উঠলে আমরাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু জানতাম না, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও চিকিৎসকই নেই। ইন্ডোর পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। এমনকি অ্যাম্বুল্যান্সটিও দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাইরে গাড়িভাড়া বেশি চাইছে। উপায় না দেখে টোটো করেই কিশনগঞ্জের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।'

বিধানসভা ভোটের আগে এই ইস্যুকে হাতিয়ার করছে বিরোধীরা। গোয়ালপোখর বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ নাশিম এহসানের কটাক্ষ, 'বিদায়ী বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জনাব গোলাম রব্বানি এলাকার উন্নয়নে কোনও উল্লেখযোগ্য কাজই করেননি। লোধন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থাও শোচনীয়।' বিজেপি প্রার্থী সুরজিৎ বিশ্বাসের গলাতেও অভিযোগের সুর।

গোয়াগাঁও প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

রব্বানি অবশ্য যুক্তি দিচ্ছেন, 'ভোটের সময় এলে অনেকেই বড় বড় বক্তৃতা দেন। গোয়ালপোখরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গোয়াগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নতুন ভবন নির্মাণের প্রস্তাব ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢোকার মুখে দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন অজয় সিংহ। বললেন, 'রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে ঢেলে সাজানোর কথা অনেকবার বলেছেন। ইন্ডোর পরিষেবা চালুর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গোয়াগাঁও-১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, করণদিঘি ও চাকুলিয়ার অনেক বাসিন্দা ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। অন্তর্বিভাগ চালু না থাকায় রাতবিরেতে রোগীদের ভীষণ সমস্যা হয়। গোয়াগাঁও থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লোধন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রেটি। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের নিয়ে যেতে হলে রাতে সময়মতো গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। ফলে হয়রানি ও ভোগান্তির শেষ থাকে না।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মী রোগীদের ওষুধপত্র দিচ্ছিলেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বললেন, 'মাঝেমধ্যে ফার্মাসিস্টের কোনও সমস্যা হলে ওষুধপত্র দেওয়ার কাজ আমাকে করতে হয়।' এর একটু পরে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রবেশ করেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট গণেশ কিসকু। তাঁকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে জানালেন, একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, নার্স ও ফার্মাসিস্ট নিয়ে চলছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্যা নিয়ে লাগাতার আন্দোলন করেছেন সংগ্রামী গণমঞ্চের সদস্যরা। চিকিৎসক নিয়োগ এবং ইন্ডোর পরিষেবা চালুর দাবিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা হয়েছে। অভিযোগ, প্রশাসনের টনক নড়েনি।

গোয়ালপোখর সংগ্রামী গণমঞ্চের সম্পাদক ফনেশ সিংহ বলছেন, '২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি ১০ শয্যাবিশিষ্ট বেড নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইন্ডোর পরিষেবা চালু করা হয়। কিন্তু সেই নির্বাচনের পরই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁকেও বদলি করা হয়। এরপর মন্ত্রী ইন্ডোর চালু ও চিকিৎসক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি অনেক দিয়েছেন। কিন্তু আজও চালু হয়নি।'

বিএমওএইচ আব্দুর রশিদ জানিয়েছেন, সমস্ত সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

সন্ধ্যা নামার আগে।। গজলডোবায় পার্থ কুণ্ডু পোদ্দারের ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

চা বাগান বন্ধ রাখার ফতোয়া

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩০ মার্চ : চা বাগান বন্ধ রেখে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ভরানোর নির্দেশ। পাশাপাশি, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ নিয়ে আসার দাবি। এখানেই শেষ নয়। দলের কাজ করার সময় সামনে দেখার পাশাপাশি অন্তর্ঘাত রুখতে পিছনের দিকেও নজর রাখার বার্তা। সোমবার জলপাইগুড়ির দুই জায়গায় এভাবেই বক্তব্য রেখে ফের বিতর্ক তৈরি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম বিতর্কিত নেতা তথা জলপাইগুড়ি সদরের দলীয় প্রার্থী কৃষ্ণ দাস। এভাবে তাঁর 'তেড়েফুঁড়ে' প্রচার কতটা সমর্থনযোগ্য তা নিয়ে খোদ ঘাসফুল শিবিরেই কানাঘুষো শুরু হয়েছে। প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে কৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'নেতৃত্ব আমাকে সাতটি বিধানসভা এলাকাতেই প্রচার করতে বলেছে। আমি সেই নির্দেশই পালন করছি।'

১ এপ্রিল রাজগঞ্জে অভিষেকের সভা রয়েছে। ঘাসফুল শিবির ওই সভায় ৬০ হাজার জমায়েতের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এজন্য এদিন বেলাকোবার হরি মন্দিরে একটি প্রস্তুতি সভা হয়। সেখানে কৃষ্ণের পাশাপাশি রাজগঞ্জের দলীয় প্রার্থী স্বপ্না বর্মন, বিদায়ি বিধায়ক খগেশ্বর রায়, আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনেই কৃষ্ণের নিদান, 'বিভিন্ন গাড়ি ভর্তি করে ৬০ হাজার লোক নিয়ে সকাল ১১টার মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাস্থলে পৌঁছাতে হবে। সেদিন সমস্ত চা বাগান বন্ধ রাখা হবে।' কোন পঞ্চায়েত থেকে কত লোক নিয়ে যাওয়া হবে সেই হিসেবও কৃষ্ণ বেঁধে দেন। কিন্তু এভাবে কোনওদিন চা বাগান বন্ধ রাখার ফতোয়া জারি করা যায় কি? এটা নিয়েই বিভিন্ন মহলে কানাঘুষো চলছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি রজত রায়কার্জি অবশ্য বলেন, 'রাজগঞ্জে সাত হাজার ক্ষুদ্র চা বাগানে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতে বিশ্বাস করেন। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।'

নাগরাকাটার দলীয় প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরের সমর্থনে কৃষ্ণ এদিন সকালে মাটিয়ালিতে সভা করতে যান। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলি। যে প্রকল্প প্রয়োজন সেটা নিয়ে আসি। আপনারা সঞ্জয়দাকে জিতিয়ে আনুন। কীভাবে কাজ আনতে হয় তা আমি করে দেখিয়ে দেব।' তিনি আরও বলেন, 'শুধু গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে

অভিষেকের সভা ভরাতে নির্দেশ

থাকলেই হবে। পিছনে কারা আছে লুকিং গ্লাস দিয়ে তা-ও দেখতে হবে। কেউ সামনে প্রশংসা করে পিছনে ছুরি মারছে কি না তা-ও দেখা উচিত।' কৃষ্ণের এই বক্তব্য শুনে এদিন ওই সভাস্থলে থাকা অনেকেই হাততালি দিয়ে ওঠেন। পাশাপাশি, দলীয় কর্মী-সমর্থকদের একাংশে এনিয়ে কানাঘুষোও শুরু হয়। প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর অবশ্য বলেন, 'লুকিং গ্লাসের উদাহরণ দিয়ে কৃষ্ণ দাস যা বোঝাতে চেয়েছেন তা যুক্তিযুক্ত। সমস্তরকম পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে তিনি আমাদের সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

কর্মীদের উজ্জীবিত করতে কৃষ্ণের বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন থাকবেন না তখন মানুষ তাঁকে নিয়ে পিএইচডি করবে। তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, কন্যাশ্রীর মতো জীবনমুখী প্রকল্প চালু করেছেন। তাই তাঁকে ফের ক্ষমতায় আনতে হবে।'

মেটেলিতে তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরের সমর্থনে সভায় কৃষ্ণ দাস।

একজোট পৃথক রাজ্যের দাবিদাররা

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : পৃথক রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে বিধানসভা ভোটের মুখে ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স ফর সেপারেট স্টেট নামে একটি মঞ্চ তৈরি হল। এই মঞ্চের তরফে পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে ৩২টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মঞ্চের তরফে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে দাবির কথা জানাতেই বিধানসভা ভোটে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত। মঞ্চের মুখপাত্র অনিমেষ চক্রবর্তী দাবি করেছেন, 'রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করলে পুলিশ মামলা দিয়ে জেলে ভরে দেয়। তাই বাধ্য হয়ে ভোটের সময় আমাদের দাবিগুলি সামনে নিয়ে আসতে হয়।'

কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড), কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি, নর্থবেঙ্গল পিপলস পার্টি, নস্যশেখ উন্নয়ন মঞ্চ, লেপচা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, ভূমিপুত্র সুরক্ষা মঞ্চের তরফে সোমবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করা

প্রার্থী ঘোষণা

হয়। সেখানেই মঞ্চের সভাপতি অধীর রায়, মুখপাত্র অনিমেষ চক্রবর্তী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনিমেষ বলেছেন, 'এই জোটে অজয় এডওয়ার্ডের পার্টি ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টও রয়েছে।'

রবিবার অজয় পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স মিলিয়ে ৭টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। সেই ৭টি আসন ছেড়ে উত্তরবঙ্গের আরও ২৫টি আসনে এদিন প্রার্থীর নাম মঞ্চের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে।

অনিমেষ বলেন, 'আমাদের অন্যতম লক্ষ্যই হচ্ছে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন। আর সেই উন্নয়ন করতে হলে উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করতেই হবে। মালদা থেকে কোচবিহার, উত্তরবঙ্গে এই আট জেলা নিয়েই রাজ্যের দাবি রয়েছে। সেই দাবিকে সামনে রেখেই মঞ্চের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'যাঁরা আলাদা রাজ্য চান, তাঁরা আমাদের ভোট দেবেন।'

বিমানে ধোঁয়া, জরুরি অবতরণ

বাগডোগরা, ৩০ মার্চ : মাঝআকাশে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেওয়ায় বাগডোগরা থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বিমানকে সোমবার লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়। এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ওই বিমানটি উড়ান দেয়। কিন্তু দিল্লি পৌঁছানোর আগে বিমানটি থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। তখন পাইলট দ্রুত এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাতে ঝুঁকি হতে পারে এই আশঙ্কায় লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। যাত্রীরা সুরক্ষিত রয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে।

জখম দুই

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : বাইকে করে চম্পাসারি থেকে চেকপোস্ট যাওয়ার পথে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের কাছে দুর্ঘটনায় দুজন জখম হলেন। সোমবার রাতের ঘটনা। দুজনকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্তদের একজনের চোট গুরুতর। কীভাবে ঘটনাটি ঘটল তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

শাবক উদ্ধার

ওদলাবাড়ি, ৩০ মার্চ : একসঙ্গে তিনটি চিতাবাঘের শাবক দেখা গেল ডামডিমের কুমলাই চা বাগানে। সোমবার দুপুরের পর চা বাগানের নয়া কামান ডিভিশনের ৭ নম্বর সেকশনে স্প্রে করার সময় শাবক তিনটিকে দেখতে পান শ্রমিকরা। খবর পেয়ে বনকর্মীরা চলে আসেন। শাবকগুলির ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রেঞ্জ অফিসার অঙ্কুর নন্দী।

বিধায়কের রিপোর্ট কার্ড

বিধানসভার নাম **ফাঁসিদেওয়া**

বিধায়ক **দুর্গা মুর্মু**

তহবিল খরচে : ৬/১০

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের ৬৬ শতাংশ অর্থ খরচ করেছেন দুর্গা মুর্মু।

উন্নয়নে : ৪/১০

অনেক রাস্তাঘাট এখনও পাকা করা হয়নি। একাধিক সেতু ভেঙে রয়েছে, নাহলে বেহাল এবং পানীয় জলের সমস্যা তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা সেভাবে উন্নত হয়নি।

মানুষের পাশে : ২/১০

অধিকাংশ সময়ই সাধারণ মানুষ সমস্যায় পাশে পাননি বিধায়ককে।

প্রতিশ্রুতি

গ্রামীণ রাস্তার উন্নয়ন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি, পানীয় জলের সমস্যা মেটানো।

বাস্তব

কোনও সমস্যাই মেটাতে পারেননি, রক্ষা হয়নি প্রতিশ্রুতিও।

যা ভালো

বিধায়ক হলেও মোটরবাইক কিংবা পাশে নিরাপত্তারক্ষীকে বসিয়ে চার চাকা গাড়িতে চলাচল করেছেন।

যা খারাপ

বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যার পর ফোন বন্ধ। উন্নয়নমূলক কাজে কার্যত ব্যর্থ।

বিরোধীর বাউন্সার

দুর্গা মুর্মু বিধায়ক হিসেবে একদম কাজ করেননি। ৫ বছরে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল তাঁর। এভাবেই সময় কাটিয়ে দিয়েছেন। ওঁর দলের কর্মীরাই বিরক্ত। সে কারণেই তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করবে। - **ছোটন কিসকু** (গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন।)

প্রাপ্ত নম্বর ৪/১০

প্রশ্নবাণ

১. আপনার বিধানসভা এলাকার রাস্তাঘাট বেহাল এবং পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে আপনি কী বলবেন?

উত্তর : কেন্দ্র সরকার পানীয় জল যেন বাড়ি বাড়ি পৌঁছায় সেজন্য বরাদ্দ রাজ্যকে দিয়েছে। রাস্তার জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় টাকা দিয়েছে। অথচ কোনও রাস্তাই ভালো নেই। অ্যাম্বুল্যান্স যেতে পারে না এমন নিম্নমানের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

২. চা বাগান এলাকা এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার জন্য আপনি বিধানসভায় কতটা সরব হয়েছেন, কতদিন হাজির ছিলেন বিধানসভায়?

উত্তর : চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, পিএফ নিয়ে সরব হয়েছি। ৯৯% হাজিরা ছিল। চা বাগানের শ্রমিকদের জমি হাতিয়ে নেওয়া এবং তাঁদের কর্মহীন করতে রাজ্য সরকার টি ট্যুরিজম করেছে।

৩. ১০-এ নিজেকে কত নম্বর দেবেন?

উত্তর : সাধারণ মানুষের পাশে সব সময় ছিলাম। ১০০ শতাংশ দিয়েছি। ১০-এ ১০-ই দেব নিজেকে।

মুঠোফোনে বন্দি শৈশব।। মাল নদীর পাড়ে। ছবি : অ্যানি মিত্র

কংগ্রেস প্রার্থীতে আনন্দর আনন্দ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : রবিবার কংগ্রেস প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করতেই মন খুশি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের। তাঁর আশা, কংগ্রেস প্রার্থীই নাকি বিজেপির জেতার সম্ভাবনাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে হাতশিবির প্রার্থী করেছে অমিতাভ সরকারকে। তিনি দলের পুরোনো নেতা। তাঁকে নিয়ে দলের অন্দরে এখনও পর্যন্ত ক্ষোভ নেই। ভোটব্যাংকে ভাঙন ধরবে না বলে দাবি কংগ্রেস নেতৃত্বের। এতেই নিজের ফায়দা দেখছেন পদ্ম প্রার্থী।

আনন্দময় বলছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের এখানকার প্রার্থী কংগ্রেসে ছিলেন। কংগ্রেসের ভোট এবার অন্য দলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তৃণমূল প্রার্থী যদি ভেবে থাকেন, তাঁর কংগ্রেসি ব্যাকগ্রাউন্ডের সুবাদে হাতশিবিরের ভোটব্যাংকে ভাঙন ধরিয়ে নিজের পালে হাওয়া টানবেন, তবে তা ভুল ধারনা।' তবে, আনন্দময়ের দাবি, 'কারও ভোট কাটা কিংবা না কাটার অপেক্ষায় আমরা নেই।' জয় নিশ্চিত বলে আত্মবিশ্বাসী তিনি।

২০১১ ও ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ওই আসনে কংগ্রেসের প্রতীকে লড়ে পরপর জিতেছিলেন শংকর মালাকার। কিন্তু এবার তিনি ওই কেন্দ্রেই তৃণমূলের প্রার্থী। শংকর বরাবরই দাবি করে যাচ্ছেন, কংগ্রেসের ভোটও তাঁর ঝুলিতে পড়বে। এখনও যুক্তি দিচ্ছেন, কংগ্রেসের এবারের প্রার্থী তাঁর হাত ধরেই রাজনীতিতে এসেছেন। ফলে তাঁর আটঘাট সবটাই জানা রয়েছে শংকরের। তিনি কংগ্রেসে থাকাকালীন

> **তৃণমূল প্রার্থী কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ করা। কংগ্রেস তাদের ভোট ধরে রাখতে পারার অর্থ সেই ভোট অন্য দলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেদিক থেকে তৃণমূল প্রার্থী কংগ্রেসের ভোটব্যাংক ভাঙাতে ব্যর্থ হবেন।**
>
> **আনন্দময় বর্মন**
> *বিজেপি প্রার্থী*

অমিতাভ পেছন থেকে ছুরি মেরে দলের ক্ষতি করেছেন বলে অভিযোগ শংকরের। বিজেপির সঙ্গে সমঝোতার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থীর বক্তব্য, 'কংগ্রেসের ভোট আমিই পাব। কংগ্রেস প্রার্থী দলের সঙ্গে যা করেছেন, তাতে ওঁকে তাঁদের দলের কর্মীরাই ভোট দেবেন না। ফলে বিজেপি দিবাস্বপ্ন দেখা বন্ধ করুক।'

অমিতাভের বক্তব্য, 'কার ফায়দা হবে, কী হবে না সেই দেখে রাজনীতি করি না। আমরা দলের শক্তিতেই জিতব। কংগ্রেসের কর্মীরা এমন বোকা নন যে দলত্যাগী কাউকে ভোট দেবেন।' তাঁর অভিযোগ, 'তৃণমূল প্রার্থীই বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করে চলেছেন।' দলের জয়ের জন্য নয়, রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য শংকর ভোটে দাঁড়িয়েছেন বলে তোপ দাগেন অমিতাভ।

বাগডোগরাতে একটা বড় অংশের ভোটব্যাংক রয়েছে কংগ্রেসের। তৃণমূলের শাসনে একাধিকবার আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। গত মহকুমা পরিষদের ভোটে প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেস সেই গ্রাম পঞ্চায়েত জিতেছিল। সেখান থেকেই এবার প্রার্থী হয়েছেন অমিতাভ। তিনি একদা শংকরের ভোট পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ফলে হাতিঘিসা, মণিরাম থেকে আপার বাগডোগরা, লোয়ার বাগডোগরা বিভিন্ন অংশে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। সেই হিসাবে চা বাগান থেকে গ্রামীণ এলাকায় ছুটছেন তিনি। দলের মধ্যেও তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন বলে দাবি। সেদিক থেকে কংগ্রেসের ভোট দলের বাইরে যাওয়ার কথা নয় বলে মনে করছে হাত শিবির। তাতেই বিজেপি প্রার্থীর জয়ের আশাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলে দাবি।

ক্ষোভ উড়িয়ে প্রচার শুরু কংগ্রেসের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : প্রার্থী ঘোষণা হতেই শাসকদল তৃণমূল বা প্রধান বিরোধী দল বিজেপির অন্দরে বিক্ষোভ-ভাঙচুর নতুন ঘটনা নয়। এবার সেই একই আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে জাতীয় কংগ্রেসও। বহু জায়গায় প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় ক্ষোভের আঁচ পড়েছে। তবে, এই ডামাডোলের মধ্যেই সোমবার সকাল থেকে শিলিগুড়িতে কোমর বেঁধে প্রচারে নামলেন কংগ্রেস প্রার্থী। একদিকে যখন দলেরই এক নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন, তখন সেই বিতর্ককে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে জনসংযোগে মন দিয়েছেন শিলিগুড়ির কংগ্রেস প্রার্থী অলোক ধাড়া। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

এদিন দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়ার প্রার্থীদের নিয়ে বিশেষ নির্বাচনি বৈঠক করা হয়। প্রচারের রণকৌশল সাজাতে ব্যস্ত জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিক অবশ্য দলীয় কোন্দলের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে এসে প্রার্থী নিয়ে কেউ কোনও ক্ষোভের কথা বলেননি। আমরা সকলে এক হয়ে লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়েছি। শীঘ্রই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রচারের তালিকা পাওয়া যাবে।' বৈঠক শেষে শিলিগুড়ির কংগ্রেস প্রার্থী তথা আইনজীবী অলোক দেশবন্ধুপাড়ার একটি মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। এরপর তিনি সোজা চলে যান শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে। বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক হিসেবে সহকর্মীদের সমর্থন চেয়ে তিনি বলেন, 'আইনজীবীরা আমাকে ভালোবাসেন। প্রবীণরা যেমন আশীর্বাদ করেছেন, তেমনই সমবয়সিরাও সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।'

অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি কিছুটা দুর্বল হলেও এবার সংখ্যালঘু ভোটকে 'পাখির চোখ' করতে চাইছে নেতৃত্ব। বিশেষ করে ফুলবাড়ি-১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দলীয় পতাকা ও ফেস্টুন লাগিয়ে জমি শক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে ওই কেন্দ্রের প্রার্থী রোহিত সিং সিসোদিয়া পুরোদমে প্রচার শুরু করবেন। তৃণমূলের অন্দরের

- প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষের আবহেই শিলিগুড়িতে ময়দানে নামল কংগ্রেস
- বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রচার শুরু অলোক ধাড়ার, নজরে আইনজীবীদের ভোট
- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও ওয়াকফ ইস্যুতে ফায়দা তুলতে মরিয়া দল

ফাটলকে হাতিয়ার করতে চাইছে স্থানীয় নেতৃত্ব। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি তুষ্ট সরকার দাবি করেন, 'ফুলবাড়ি এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটারদের মধ্যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। ওয়াকফ বিল নিয়ে আন্দোলনের সুযোগ না দেওয়ায় তাঁরা আমাদের দিকে ঝুঁকছেন। এমনকি তৃণমূলের অনেক নেতাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।' অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ সামলে কংগ্রেসের এই 'কামব্যাক' লড়াই কতটা সফল হয়, এখন সেটাই দেখার।

এপ্রিলে শিলিগুড়িতে আসতে পারেন মোদি

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : কোচবিহারের পরে শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চাইছেন শিলিগুড়ির বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ। দলীয় সূত্রে খবর, শীঘ্রই রোড শো কিংবা জনসভা হতে পারে শিলিগুড়ি শহরে। এ ব্যাপারে স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ বলেন, 'দিন নির্ধারণ হয়নি। তবে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই উত্তরবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রচারে আসবেন। শিলিগুড়িতে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ তাঁর কর্মসূচি হতে পারে।'

তবে রোড শো, নাকি জনসভা? এনিয়ে দল দু'ভাগে বিভক্ত। দলের একাংশ নেতা-কর্মী চাইছেন প্রধানমন্ত্রীর রোড শোয়ের বদলে জনসভা হোক। কারণ, শিলিগুড়িতে রোড করতে হলে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী দেবেন কি না, সেই প্রশ্ন রয়েছে। এছাড়া, রোড শোয়ে নানা অসুবিধাও রয়েছে। পরিবর্তে জনসভা হলে তার প্রভাব বেশি পড়বে বলে মনে করছেন ওই অংশ। অন্যদিকে, রোড শোয়ের উপরেই বেশি জোর দিচ্ছে দলের আরেক অংশ। শহরের মধ্যে ৩ কিলোমিটার রোড শোয়ের কথা ভাবা হচ্ছে। গত বিধানসভা ভোটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র রোড শো হয়েছিল হিলকার্ট রোডে। সেখানেই পাশের বিধানসভা কেন্দ্রগুলির প্রার্থীদেরও রাখা হয়েছিল। ভিড় হয়েছিল অনেকটাই। শেষ মুহূর্তে কী হবে, তা অবশ্য দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের উপরেই ঠিক হবে।

এদিকে, প্রত্যেক জেলায় তারকা প্রচারক চাইছেন বিজেপি নেতৃত্ব। শিলিগুড়ি থেকে সেই তালিকা জমা পড়েছে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। শিলিগুড়ি এবং পাশের বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে প্রচারের জন্য অমিত

ভোট উৎসব

শা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, দলের রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারীকে চাইছেন নেতারা। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'কয়েকজন তারকা প্রচারকের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে। মনোনয়নপত্র জমার পরেই জোরদার প্রচারে নামবেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।'

আনারস চাষে সমস্যা বহু, বিধাননগর সেই তিমিরেই

জনতার কণ্ঠ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ মার্চ : শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর আনারস চাষের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এলাকার হাজার হাজার কৃষক আনারস চাষের সঙ্গে যুক্ত। অথচ এখানকার চাষি ও ব্যবসায়ীদের নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আনারস প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা বর্তমানে না থাকায় বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। এছাড়া বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর অভাব সমস্যায় ফেলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আনারস চাষে ক্ষতি হলে মাথায় হাত পরে কৃষকদের। ভোটের মুখে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে সরব হচ্ছেন তাঁরা। শিলাবৃষ্টিতে চাষের ক্ষতি নিয়ে বিজয় বর্মন নামে এক ক্ষুদ্র আনারসচাষি বলছেন, 'ফল প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না।' তাঁর সংযোজন, 'আনারস জমি থেকে তুলে মজুত করার উপায় না থাকায় সমস্যা আরও বাড়ছে।'

মহম্মদ আলম নামে এক কৃষক বলছেন, 'একটি আনারস হতে ১৮ মাস সময় লাগে। এদিকে, ফল কাটার পর একদিন বাসি হলেই অর্ধেক দামে বিক্রি করতে হয়।' শিলিগুড়ি মহকুমা উদ্যানপালন দপ্তরের এক আধিকারিক জানালেন, আনারস কোল্ড স্টোরেজে রাখা যায় না। অতিরিক্ত আমদানি হলে প্রক্রিয়াকরণই একমাত্র উপায়। কিন্তু এই অঞ্চলে মূলত কিউ জাতের আনারস হয়। যা আধুনিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য খুব একটা আদর্শ নয়।

ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কার প্রতিশ্রুতি, 'আমরা জেতার পরই আনারস বাজার তৈরি, শৌচালয় নির্মাণ, উন্নয়নকেন্দ্র চালু করব। এটা আমার প্রায়োরিটিতেই রয়েছে।' বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু বলছেন, '৭০ হাজার কৃষক রয়েছেন, যাঁরা আনারসের উপর নির্ভর করেন। তাঁদের অনেক সময় ফল বাগানে ফেলে দিতে হয়। এমন যেন না হয়, সেজন্য প্রক্রিয়াকরণেরও ব্যবস্থা করা হবে।'

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত আনারসখেত।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে খবর, সে কারণে 'এমডি-টু' নামে একটি উন্নত ও প্রক্রিয়াকরণ বান্ধব ভেরিয়েন্ট চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই বিশেষ জাতের আনারসে আঁশের পরিমাণ কম এবং রসের ঘনত্ব বেশি। এটি থেকে জ্যাম, জেলি বা জুস তৈরি করা সম্ভব। গত বছর প্রায় ৫ হাজার এই উন্নতজাতের কালচার চারা বিলির পর, এবার ১ লক্ষ চারা বিলির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই আধুনিক জাতের চাষ শুরু হলে চাষিরা প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্রগুলিতে ফসল বিক্রি করে দ্বিগুণ লাভ করতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা রয়েছে এখানেই। প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্রই কার্যকরী নেই।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর দু'বার ভীমবারের কেন্দ্রটি উদ্বোধন করা হলেও, সেটি চালু হয়নি। তবে, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির দাবি, কেন্দ্রটিকে পুনরায় সচল করতে তারা চেষ্টা চালাচ্ছে। আবার বিধাননগরে থাকা 'ক্যালিপসো' নামে প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটটি দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কাজ শুরু হয়েছে। উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিকের কথা অনুযায়ী, 'ক্যালিপসোতে চিনি মিশ্রিত দ্রবণে আনারস সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

মহম্মদ গোলাম মোস্তাফা নামে এক কৃষকের দাবি, 'আনারস যদি কৃষি দপ্তরের আওতায় আনা হয়, সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে।' আনারস রিসার্চ সেন্টার তৈরিরও দাবি তুলেছেন স্থানীয় আনারস ব্যবসায়ী নকুল ঘোষ।

মার বিজেপিকে

ভোট প্রচারের সময় বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। বীরভূমের রামপুরহাট বিধানসভায় দাদপুর গ্রামের ঘটনা। ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পোস্টারে 'চোর'

জামুড়িয়ার বীজপুরে তৃণমূলের পার্টি অফিসের দেওয়ালে প্রার্থী হরেরাম সিংয়ের নামে কয়লা চোর লেখা পোস্টারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কর্মীরা।

মনোনয়নপত্র

জ্যোতিষে ভরসা রেখে শুভক্ষণ দেখে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আরও'র হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন তিনি।

হুমায়ুনের কৌশল

বহরমপুর আসন থেকে সরে গিয়ে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে জেতানোর ইঙ্গিত দিলেন হুমায়ুন কবীর। তিনি জানান, অধীর চৌধুরী জিতুন, এটাই তিনি চান। তাঁকে জেতাতে সাহায্য করা হবে।

ভোট দিতে মরিয়া পরিযায়ীরা

কলকাতা, ৩০ মার্চ : পকেটে টাকা নেই, ট্রেনের ওয়েটিং লিস্ট দেড়শো পার। তবু যেভাবেই হোক বাড়ি ফিরতে হবে। কারণ এবার ভোট না দিলেই হয়তো চিরতরে মুছে যাবে নিজের নাগরিক পরিচয়! বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক একমাস আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঠিক এই আতঙ্ক আর মরিয়া জেদ নিয়েই ভিটেয় ফিরছেন লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। নেপথ্যে সেই এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের কোপ।

মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস হোক বা আমেদাবাদের সোনাপট্টি-সর্বত্রই বাংলার শ্রমিকদের চোখেমুখে এখন অদ্ভুত এক ভয়। মুম্বইয়ের নির্মাণকর্মী জয়ন্ত বাগদি বা পুনের ব্যাংককর্মী শিবায়ন শেঠ, সকলেরই অভিযোগ, ভোটের মুখে স্পেশ্যাল ট্রেনের চূড়ান্ত অভাব। অগত্যা সাধারণ কামরায় বাদুড়ঝোলা হয়ে বা চরম চড়া দামে ফ্লাইটের টিকিট কেটেই ফিরতে হচ্ছে। বেঙ্গালুরুতে রাঁধুনির কাজ করা রিমা বলছিলেন, 'ট্রেন-বাসের ভাড়া চার-পাঁচ হাজার, ফ্লাইটে বারো হাজার। আমাদের মতো গরিব মানুষ কী করে এত টাকা জোগাড় করবে?'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পরিযায়ীদের এই ঢলের পেছনে রয়েছে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত।

এসআইআর আতঙ্ক

গত কয়েক বছরে ভিনরাজ্যে বারবার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে বাংলার শ্রমিকদের। এবার এসআইআর-এর জেরে বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ায় সেই নাগরিকত্ব হারানোর পুরনো জুজু ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পুনের রেস্তোরাঁ কর্মী মিলন মণ্ডলের কথায়, 'আমি বেশি শিক্ষিত নই। কিন্তু এটুকু বুঝেছি, এবার ভোট না দিলে ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েদের নাগরিকত্ব নিয়ে বড় বিপদে পড়তে হবে।'

এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের ঘরে ফেরার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভিনরাজ্যের অর্থনীতিতেও। সুরাট বা আমেদাবাদের মতো শিল্পতালুকগুলো রীতিমতো ধুঁকছে। সুরাট এমব্রয়ডারি অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, শ্রমিক না থাকায় তাদের ১০টির মধ্যে মাত্র ৩টি মেশিন চলছে, উৎপাদন কমেছে প্রায় ৭০ শতাংশ। গুজরাটের হিরে শিল্পেও একই হাহাকার।

তৃণমূলের দাবি, বিজেপি-শাসিত কেন্দ্র সরকার ইচ্ছা করেই পরিযায়ীদের ফেরাতে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করছে না। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বছরই এই শ্রমিকদের ফেরাতে 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের (মাসে ৫ হাজার টাকা) ঘোষণা করেছিলেন। অন্যদিকে, বিজেপির যুক্তি, অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতেই এসআইআর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সবমিলিয়ে, ছাব্বিশের এই হাইভোল্টেজ ভোট বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে শুধু সরকার গড়ার লড়াই নয়, এ লড়াই নিজেদের অস্তিত্ব আর শিকড় বাঁচানোর।

কমিশনেও বদলির খাঁড়া

ডেপুটি সিইও-কে সরিয়ে নিল নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ মার্চ : সোমবার ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারির দিনই বড়সড় ঝটকা দিল নির্বাচন কমিশন। এতদিন পুলিশ আর বিডিও-দের ওপর কোপ পড়ছিল। এবার বদলির খাঁড়া নেমে এল খোদ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়ালের দপ্তরে। ডেপুটি সিইও সুব্রত পালসহ মোট চারজন উচ্চপদস্থ আধিকারিককে সরিয়ে দিল কমিশন। ঘটনাচক্রে এঁরা সবাই বাঙালি অফিসার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

আশ্চর্যজনক বিষয় হল, খোদ সিইও মনোজ আগরওয়ালের প্রস্তাব মেনেই এই রদবদল করেছে নবান্ন। ২০০৫ ব্যাচের ডব্লিউবিসিএস অফিসার তথা ডেপুটি সিইও সুব্রত পালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরে। তাঁর জায়গায় যুগ্ম সিইও হয়ে আসছেন রাহুল নাথ। এছাড়াও অতিরিক্ত সচিব নরেন্দ্রনাথ দত্ত, (১৯৯৮ ব্যাচ) শ্রম দফতরের অতিরিক্ত সচিব করে পাঠানো হয়েছে। ২০০০ ব্যাচের সুপ্রিয় দাসকে খাদ্য এবং প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব করে পাঠানো হয়েছে। ২০০৪ ব্যাচের মিঠু দত্তকে সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের যুগ্ম সচিব করে পাঠানো হল। তিনি রাজ্যের সিইও দফতরের যুগ্ম সচিব ছিলেন। ২০০৫ সালের ডব্লিউবিসিএস অফিসার সুব্রত পালকে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতরের সিনিয়র ডেপুটি সচিব করে পাঠানো হয়েছে। সুব্রত ডেপুটি সিইও ছিলেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট করানোর ভাবমূর্তি বজায় রাখতেই খোদ নিজের ঘর সাফ করলেন সিইও।

কমিশনের এই 'ঢালাও' বদলির বিরুদ্ধে এবার সরাসরি যুদ্ধের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। মাত্র একদিনের মধ্যে রাজ্যের ২৬৭ জন বিডিও এবং থানার ওসি-কে সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। তালিকায় রয়েছেন নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের মতো হাই-ভোল্টেজ কেন্দ্রের আধিকারিকরাও। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দ্বারস্থ

- ডেপুটি সিইও সহ মোট চারজন আধিকারিককে সিইও দপ্তর থেকে সরাল কমিশন
- ঘটনাচক্রে এঁরা সবাই বাঙালি
- সেইসঙ্গে এদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কমিশন

হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে। যদিও বিজেপি নেতা অমিত শাহর পাল্টা দাবি, নিরপেক্ষ ভোটের স্বার্থেই এই রদবদল জরুরি।

এদিন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল— দুই দফায় হবে রাজ্যের ২৯৪টি আসনের ভোটগ্রহণ। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৫২টি এবং ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনে ভোট হবে। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ। ফল প্রকাশ ৪ মে।

বিজ্ঞপ্তি জারির সাথে সাথেই প্রার্থী ঘোষণার দৌড়েও পারদ চড়ছে। সব মিলিয়ে ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই রাজ্যে নির্বাচনী লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। একদিকে প্রার্থী ঘোষণার দৌড়, অন্যদিকে প্রচারের ঝাঁঝ - সব মিলিয়ে বাংলার রাজনৈতিক ময়দান এখন কার্যত উত্তপ্ত। তবে ছাব্বিশের ভোটের ময়দানে এখন প্রার্থীর চেয়েও বেশি চর্চায় উঠে আসছে বদলি হওয়া আমলা আর পুলিশকর্তাদের নাম।

পতাকায় সব দলের সহাবস্থান। সোমবার বড়বাজারে। দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

রানিগঞ্জ, ৩০ মার্চ : পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের রানিগঞ্জ থানার নিমচা ফাঁড়ির তিরাটতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় বালি বোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়। সোমবার দুপুরে হওয়া এই ঘটনার পরে গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয় ক্ষুব্ধ জনতারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন। মৃত সাইকেল আরোহীর পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতি পূরণ ও একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবিতে এলাকার বাসিন্দদের সঙ্গে রাস্তায় ধর্ণায় বসেন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। এরইমধ্যে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা তিরাটে দামোদর নদী থেকে বালি তোলার কাজে থাকা একাধিক ডাম্পারে আগুন লাগিয়ে দেন। এই নদীঘাটটি ইসিএলের। পাশে অন্য একটি ঘাট আছে। সেই ঘাটেই বেআইনি ভাবে দামোদর নদী থেকে বালি তোলা হয় বলে অভিযোগ।

নিমচা ফাঁড়ির পাশাপাশি রানিগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় আসে। নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীও। বেশ কয়েক ঘন্টার চেষ্টার পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

মৃত সাইকেল আরোহীর নাম অবিনাশ মুর্মু (২৩)। তিনি আসানসোলের ডামরার আড়াডাঙ্গার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বিহার-উত্তরপ্রদেশের লোক তালিকায়

কমিশনে অভিযোগ অভিষেক, চন্দ্রিমাদের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ মার্চ : ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার পর এবার অবৈধভাবে কমিশনকে দিয়ে তালিকায় নাম ঢোকাতে চাইছে বিজেপি। বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে লোকেদের নাম এই রাজ্যের ভোটার তালিকায় ঢোকাতে চাইছে বিজেপি। ফর্ম-৬ জমা করাকে কেন্দ্র করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোপ দাগার পর সন্ধ্যায় রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে প্রতিবাদ জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তাঁদের তোলা অভিযোগের কোনও সদর্থক জবাব দিতে পারেননি সিইও। সিইও-কে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক বলেছেন, 'সাহস থাকলে এদিনের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করুক সিইও দপ্তর।'

ফর্ম-৬ জমা পড়াকে কেন্দ্র করে এদিন সিইও দপ্তরে উত্তেজনা ছড়াল। বিজেপি সিইও দপ্তরে অবৈধভাবে ফর্ম-৬ জমা করছে এই অভিযোগ তুলে সোমবার সিইও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তৃণমূল। একসময় রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভকারীরা। বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। অভিযোগের প্রতিবাদ জানাতে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাত সিইও দপ্তরে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, শ্রেয়া পান্ডে, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু সেন সহ তৃণমূল নেতারা। সিইও দপ্তরে ঢোকার আগে উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যে অভিষেক বলেন, 'আজকে আমরা হাতেনাতে চোর ধরে ফেলেছি।' অভিষেকরা সেখানে পৌঁছোনোর কিছুক্ষণ আগে বেশ কিছু কাগজের বান্ডিল গাড়ি থেকে নামাতে দেখা যায়। পরে অভিষেক জানান, সিইও দপ্তরে এই ফর্ম-৬ জমা দিতে আসার সময় তারা ধরা পড়ে গিয়েছে। প্রায় ১ ঘণ্টা সিইও'র সঙ্গে বৈঠকের পর বেরিয়ে বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, 'মহারাষ্ট্র, হরিয়ানার ভোটে বিজেপি যা করেছে এখানেও তাই করতে চেয়েছিল। তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার পর এবার বিহার, উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকায় থাকা ভোটারদের নাম রাজ্যের তালিকায় ঢোকাতে চাইছে।' বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্যের নাম করে

> **মহারাষ্ট্র, হরিয়ানার ভোটে বিজেপি যা করেছে এখানেও তাই করতে চেয়েছিল। তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার পর এবার বিহার, উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকায় থাকা ভোটারদের নাম রাজ্যের তালিকায় ঢোকাতে চাইছে।**
>
> -অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

এদিন গুরুতর অভিযোগ করেছেন অভিষেক। অভিষেক বলেন, 'এদিন সিইওকে ফোন করে ফর্ম-৬ জমা নেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছেন অমিত মালব্য। সিইও রাজি না হলেও তাঁর ওপর চাপ দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে তার প্রমাণ রয়েছে।' অভিষেকের দাবি, এদিন সকাল ১০টা থেকে অন্তত ৩০ হাজার ফর্ম-৬ সিইও দপ্তরে আনা হয়েছে। কমিশন অবশ্য ১০ হাজার ফর্মের কথা স্বীকার করছে। নিয়মানুযায়ী একজন সর্বাধিক ৫০টির বেশি ফর্ম-৬ জমা করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে ৩০ হাজার ফর্ম জমা করতে গেলে ৬০০ লোক দরকার। সিইওকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'কমিশনের যদি কিছু লুকোনোর না থাকে তাহলে এদিনের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করুন সিইও। ফর্ম-৬ জমার ক্ষেত্রে তৃণমূলের তরফে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে, উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর, জোড়াসাঁকো, মানিকতলা, চৌরঙ্গীর মতো কেন্দ্র এবং উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর, নোয়াপাড়া, ভাটপাড়া, নৈহাটি, জগদ্দল, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার মতো বিধানসভা থেকে ভুরি ভুরি ফর্ম-৬ জমা করেছে বিজেপি।

অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, জমা পড়া ফর্ম-৬-এর তালিকা প্রকাশ করলে দেখা যাবে, এরা সব বিহারের ভোটার। ১ এপ্রিল পর্যন্ত ফর্ম-৬ জমা নেওয়া চলবে। তাকে মাথায় রেখে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে অভিষেক বলেন, 'আগামী কয়েকদিন আমাদের ফর্ম-৬ পাহারা দিতে হবে। কমিশনকে আরও দু'দিন সময় দিচ্ছি সংশোধন করার। না হলে আমাকে আবার আসতে হবে।

সোমবারও সিইও দপ্তরের চার আধিকারিককে বদলি করেছে কমিশন। সেব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিষেক বলেন, 'এদের অপরাধ এরা প্রত্যেকেই বাঙালি। হয়তো মেরুদণ্ড সোজা করে রাখতে চেয়েছিলেন এটাই ওঁদের অপরাধ। বাংলা দখল করতে কমিশনের দুটি অস্ত্র তালিকা থেকে নাম কাটা, আর অফিসারদের ঢালাও বদলি। তাঁর দাবি, নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৩৯৫ জন সরকারি আধিকারিককে বদল করেছে কমিশন। যা একটি বেনজির দৃষ্টান্ত। বাংলা ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যে এমনটা হয়নি।

বিজেপি জিতলে মাছমাংস বন্ধ!

খাদ্যাভাস নিয়ে সতর্কবার্তা মমতার

মেদিনীপুর, ৩০ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে নেমে ফের কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা, ও ডেবরা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় পর পর তিনটি জনসভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে 'হস্তক্ষেপ' করবে। বন্ধ করে দেবে সাধের মাছ-মাংস খাওয়া।

এদিন পাঁশকুড়ার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি মানেই খাওয়া-পরা বন্ধ করার দল। ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কেউ যদি ভুল করে ভোট দেন, তাহলে ভবিষ্যতে আর মাছ-মাংস খেতে পারবেন না। বিহারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে প্রকাশ্যে আমিষ বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিজেপি জিতলে এখানেও সেই নিয়ম চালু করবে।' তাঁর কথায়, 'করছে লুট, বলছে ঝুট (মিথ্যা)। দেশটাকে ওরা যেভাবে চালাচ্ছে, দু'মাসের মধ্যে ওদের দিল্লি ছেড়ে পালাতে হবে।'

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডেবরায় তৃণমূল সুপ্রিমো অভিযোগ করেন, কমিশন এরাজ্যে বিজেপিকে জেতানোর জন্য চক্রান্ত করছে। তিনি বলেন, 'ভালো কাজ করা অফিসারদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কমিশন বিজেপিকে জেতানোর চেষ্টা করলেও মানুষই কিন্তু শেষ কথা বলবে।'

মমতার কথায়, 'স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিতে গিয়ে কোনও ধর্ম, বর্ণ, জাতি আমরা দেখি না। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার টুকলি করেছিল। তাতেও বলেছে ফোন, টিভি, স্কুটার থাকলে পাবে না। এখানে কোনও শর্ত নেই। সকলে পান।' কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আগে নোটবন্দির জন্য লাইন দিতে হয়েছে। এখন ভোটবন্দির জন্য মানুষকে লাইন দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে।'

গত শনিবার কলকাতায় এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে যে 'চার্জশিট' প্রকাশ করেন, তার জবাবে মমতা বলেন, 'প্রথম চার্জশিট তো মোদি আর অমিত শা-র বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। ওঁরা অশান্তি লাগিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন।' আধার কার্ড এবং ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তাঁর তোপ, 'আগে নোটবন্দির জন্য লাইন দিতে হয়েছে, আর এখন ভোটবন্দির জন্য মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে।'

মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'মেদিনীপুর সংগ্রামের মাটি, এখানে বিপ্লবের ইতিহাস রয়েছে। আমি এখানকার প্রতিটি রাস্তা চিনি।'

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি আশ্বস্ত করেন, 'তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে কোনও পরিষেবা বন্ধ হবে না।' সবশেষে ভোটারদের সতর্ক করে তাঁর বার্তা, 'বিজেপি ভোটের আগে ক্যাশ দেয়, পরে শুধু গ্যাস দেয়। বাইরের লোক এসে বাংলা দখল করতে চাইলে মা-বোনেরা রান্না ফেলে ভোটবাক্স পাহারা দেবেন।'

পশ্চিম মেদিনীপুরের জনসভায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইডি দপ্তরে হাজিরা দেবাশিস কুমারের

কলকাতা, ৩০ মার্চ : সোমবার রাসবিহারীর বিদায়ি তৃণমূল বিধায়ক তথা ওই কেন্দ্রের প্রার্থী দেবাশিস কুমারকে তলব করে ইডি। তিনি এদিন হাজিরা দেন। জানা গিয়েছে, জমি সংক্রান্ত মামলায় তদন্তের সূত্রেই তাঁকে তলব করা হয়। এদিন তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে।

সম্প্রতি কলকাতা ও আশেপাশের বেশ কিছু জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিলেন ইডির আধিকারিকরা। ওই দিন শহরের একটি সংস্থার দপ্তর ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের বাড়িতে তল্লাশি চলে। জমি দখল নিয়ে হানা দেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, ওই সংস্থার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্পের নাম করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। কলকাতা সহ একাধিক জায়গায় ওই সংস্থার বিরুদ্ধে প্রায় ২০টি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। সেই ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। ওই অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে সামনে আসে দেবাশিস কুমারের নাম। নির্দিষ্ট নথিপত্র ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে দেবাশিসকে তলব করা হয়। ওই সংস্থার ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেবাশিসের কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না, তাঁর সঙ্গে দেবাশিসের কোনও লেনদেন হয়েছে কি না, প্রতারণা মামলার টাকা ঘুর পথে কোনও প্রভাবশালী মহলে পৌঁছেছে কি না, এই সমস্ত খতিয়ে দেখতে চাইছে ইডি।

নন্দীগ্রাম 'সহজ', ভবানীপুরে কি 'কাঁটা' শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩০ মার্চ : একুশের ভোটে তিনিই ছিলেন 'জায়েন্ট কিলার'। কিন্তু ছাব্বিশের মহারণে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর খাসতালুক ভবানীপুরে লড়তে গিয়ে কি কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি পড়ছে বিরোধী দলনেতার? সোমবার হলদিয়ায় প্রথম দফার নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে অন্তত তেমনটাই জল্পনা ছড়াল বঙ্গ রাজনীতিতে। দিলীপ ঘোষ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পাশে নিয়ে বিশাল মিছিল করে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর নন্দীগ্রামের জয়কে তিনি যতটা 'সহজ' ও নিশ্চিত বলে দাবি করলেন, ভবানীপুরের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই চেনা মেজাজ উধাও! বরং সেখানে তাঁর গলায় শোনা গেল 'যদি জিতি'-র প্রচ্ছন্ন সংশয়।

শুভেন্দুর নিজস্ব পাটিগণিতের অঙ্ক বলছে, একুশের তুলনায় এবার নন্দীগ্রামের লড়াই অনেক বেশি মসৃণ। তাঁর দাবি, গতবারের ৬৪ হাজার সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক এবার আর তৃণমূলের একচেটিয়া নয়। সিএএ বা এনআরসি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি কাটিয়ে সুশাসনের আশায় সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ নাকি এবার পদ্মমুখী। পাশাপাশি হিন্দু ভোটও আগের চেয়ে অনেক বেশি সুসংহত হয়েছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নন্দীগ্রাম 'সহজ' হওয়ার আসল কারণ এবার সেখানে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী নন, এটাই বিরোধী দলনেতার সবচেয়ে বড় স্বস্তির জায়গা।

কিন্তু জল্পনা উসকেছে ভবানীপুর প্রসঙ্গ। ২০১৪ সালের লোকসভায় এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তথাগত রায়ের ২ হাজার ভোটের লিডের পরিসংখ্যান টেনে শুভেন্দু বলেন, 'এবার আমি জিতলে সেটা বিজেপির প্রথম জেতা হবে না।' বিরোধী দলনেতার এই 'আমি জিতলে' শব্দবন্ধেই থমকে যাওয়ার ইঙ্গিত খুঁজে পাচ্ছে ঘাসফুল শিবির। শুভেন্দুর যদিও দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভবানীপুর থেকে প্রায় ৪৫ হাজার মৃত বা ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাওয়ায় তৃণমূলের ছাপ্পা ভোটের রাস্তা এবার বন্ধ।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই হেভিওয়েট কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়া নিয়ে শুভেন্দু কার্যত বল ঠেলে দিয়েছেন দিল্লির কোর্টে। তাঁর দাবি, ভবানীপুরের গুন্ডারাজ খতম করতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নীতিন নবীন তাঁকে এখানে প্রার্থী করেছেন। অথচ এর আগে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে শুভেন্দু নিজেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভবানীপুরের লড়াই যে তাঁর নিজস্ব ইচ্ছার চেয়েও বেশি দলের হাইকম্যান্ডের নির্দেশ, তা কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু। পর্যবেক্ষকদের মতে, ভবানীপুরের অতীত পরিসংখ্যান যা-ই বলুক না কেন, মুখ্যমন্ত্রীর খাসতালুকে লড়াই যে মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তা বিলক্ষণ জানেন পোড়খাওয়া রাজনীতিক শুভেন্দু। আর ঠিক সেই কারণেই নন্দীগ্রামের মতো নিশ্চিত হুংকার ভবানীপুরের ক্ষেত্রে তাঁর গলায় অনুপস্থিত।

তারুণ্যের স্পর্ধা, বালিগঞ্জে 'অপূর্ব সৃষ্টি' আফরিন

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ মার্চ : চৈত্রের গনগনে দুপুর। একদিকে বালিগঞ্জের ঝাঁ চকচকে অভিজাত বহুতল, অন্যদিকে ঘিঞ্জি বস্তির ধুলোমাখা রাস্তা। আর এই চরম বৈপরীত্যের মাঝেই কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, গলায় লাল উত্তরীয় আর চোখে আগামীর স্বপ্ন নিয়ে হেঁটে চলেছেন এক তরুণী। নাম আফরিন বেগম। বয়স মাত্র ২৯। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দর্শনের গবেষকই এবার বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বামেদের সর্বকনিষ্ঠ মুখ।

ফার্সি বা উর্দুতে 'আফরিন' শব্দের অর্থ 'যিনি প্রশংসার যোগ্য' বা 'অপূর্ব সৃষ্টি'। প্রতিকুর রহমানের প্রতীক বদলের পর, বালিগঞ্জে সিপিএমের এই নতুন মুখকে সত্যিই এক 'উদ্ভাবনী সৃষ্টি' বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেন থেকে মোতিলাল নেহরু রোড—পায়ে হেঁটে জনসংযোগ সারছেন আফরিন। জেন-জেড প্রজন্মের এই প্রতিনিধি সটান গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন তরুণ ভোটারদের সামনে। স্পষ্ট গলায় বলছেন, 'আমি আপনাদের ঘরের মেয়ে। আমরা সহজ কথা সহজভাবে বলতে পারি। বদল দরকার, তাহলেই সমাজ বদলাবে।'

২০০৬ সালে এই কেন্দ্র থেকেই হেভিওয়েট রবীন দেবকে হারিয়ে তৃণমূলের বিজয় নিশান উড়িয়েছিলেন আহমেদ জাভেদ খান।

এবার সেই কেন্দ্রে ঘাসফুলের প্রার্থী ৯ বারের জয়ী বিধায়ক, খোদ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিজেপির প্রার্থী ডক্টর শতরূপা। কিন্তু এই দুই হেভিওয়েটকে আদৌ প্রতিদ্বন্দ্বী মানতে নারাজ শিল্পী (আফরিনের ডাকনাম)। তাঁর সাফ কথা, 'আমার লড়াই কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, তৃণমূল-বিজেপির অলিখিত সন্ধির বিরুদ্ধে।'

বালিগঞ্জে প্রচারের ফাঁকে সিপিএম প্রার্থী আফরিন বেগম।

দুপুর সাড়ে ১২টা। মোতিলাল নেহরু রোডের এক জীর্ণ বস্তির সামনে যেতেই আফরিনকে ঘরে ডেকে বসালেন বৃদ্ধা রমলা বিশ্বাস। ক্ষোভ উগরে বললেন, 'ভোটার কার্ডের জন্য কত ঘুরেছি। ভাতার টাকাও পাই না। ভোট মিটলে কেউ আর খোঁজ নেয় না।' মন দিয়ে সব শুনলেন আফরিন। তারপর বুঝলেন, "শুধু ভাতা দিলে চলবে না। প্রকৃত ক্ষমতায়ন দরকার, চাই কর্মসংস্থান। আর ভাতার পরিমাণও বাড়ানো উচিত।" তাঁর ইস্তেহারে উচ্ছেদের বদলে বস্তির পাকা ছাদ, একাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য 'কুইক রেসপন্স টিম' এবং মহিলাদের নিরাপত্তায় 'নেইবারহুড কমিটি' তৈরির প্রতিশ্রুতি।

যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলন থেকে সোজা ভোটের ময়দান—এই উত্তরণই বেকবাগানের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে আফরিনকে শিখিয়েছে সাধারণ মানুষের নাড়ির টান বুঝতে। মহম্মদ সেলিমের স্নেহভাজন এই তরুণীর মাথায় হাত রেখে স্থানীয় বৃদ্ধ প্রণয় দাসের আশীর্বাদ, 'কখনও জার্সি বদলাইনি, বদলাবও না।'

প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে ওআরএস খেয়ে গলা ভেজাচ্ছেন। ভেতো বাঙালির সাধারণ ডাল-ভাত-মাছেই চলছে পেটপুজো। অবসরে ছবি আঁকতে ভালোবাসেন। কিন্তু এখন সে ফুরসত কোথায়! ভোট যে বড় বালাই। তাই কথার তুলিতেই এখন বালিগঞ্জের মানুষের হৃদয়ে বদলের ছবি আঁকতে ব্যস্ত তারুণ্যের এই নতুন মুখ। এখন দেখার, ইভিএমের বাক্সে এই 'অপূর্ব সৃষ্টি' কতটা ঝড় তুলতে পারে।

চৈত্রের দুপুরে যখন দক্ষিণ কলকাতার রাস্তাগুলো দিয়ে রীতিমতো আগুনের হলকা ছুটছে, তখন খড়খড়ি দেওয়া পুরনো বাড়ি আর কাঁচঝলমলে বহুতলের মাঝখানে দেখা মিলল এক 'তরুণ তুর্কি'র।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৬ চৈত্র ১৪৩২

শান্তির পক্ষে জনসুনামি

না! মার্কিন জনতার রায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে নয়। আমেরিকাবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর ভারতে জাতীয়তাবাদ উসকে উঠেছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিন্তু তাঁর দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদের বোধে ভাসিয়ে নিজের পক্ষে টানতে পারেননি। বরং একদিনে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে বুঝিয়ে দিয়েছেন আব্রাহাম লিংকনের দেশ প্রকৃত অর্থে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' ধ্বনির সমর্থক।

কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে আমেরিকার অধিকাংশ শহরে অন্তত ৯০ লক্ষের ওই জনসমুদ্র ডাক দিয়েছে, দেশটায় কোনও রাজার দরকার নেই। 'নো কিংস' শিরোনামে ওই র‍্যালির মূল সওয়াল ছিল- আমেরিকায় শেষ কথা বলার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের। শাসকের পদে থেকে কেউ যা ইচ্ছে করতে চাইলে, মেনে নেবেন না মার্কিনিরা। কার্যত ট্রাম্প প্রশাসনের মুখের ওপর মার্কিন জনতা জবাব দিয়েছে- স্বেচ্ছাচারিতার ঠাঁই নেই আমেরিকাবাসীর কাছে।

ইজরায়েলের সঙ্গে সখ্য তৈরি করে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বৃহৎ সংখ্যক মার্কিনিদের নাপসন্দ। তাঁরা ইরানের শাসকের সমর্থক নন ঠিকই। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে জবরদস্তি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার ঘোর বিরোধী তাঁরা। কেননা, সভ্যতার এই যুগে গণতান্ত্রিক, উদারমনস্ক কোনও মানুষের যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। যুদ্ধ এখন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ হলেও মানুষ যে যুদ্ধে লাগাম টানতে চান- তা প্রমাণ করল আমেরিকার পথে এই জনসুনামি।

ক্ষমতার জোরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই প্রতিবাদকে আমল দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা করছেন বটে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র এই বিক্ষোভকে কিছু বিকারগ্রস্ত লোকের থেরাপি সেশন বলে ব্যঙ্গ করেছেন। এর পিছনে চরম বামপন্থীরা আছে বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও শুরু হয়েছে। সাংবাদিকদের টাকা দিয়ে মিছিলকে বড় ঘটনা বলে খবরে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে- এমন জঘন্য অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

কিন্তু সেই অপচেষ্টা যে কাজে লাগছে না- তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। আমেরিকার মতো উদার গণতন্ত্রের সাংবিধানিক দেশে এমন বিক্ষোভ-আন্দোলন খুব সহজে দমন করা যায় না। যা ভারতে যায়। এমনকি সরকারবিরোধী কথা বললে এদেশে শহুরে নকশাল, টুকরে টুকরে গ্যাং তকমা লাগিয়ে দেওয়া যায় শহরে। উমর খালিদের মতো প্রতিবাদী কিংবা সোনম ওয়াংচুকের মতো শিক্ষা সংস্কারককে জেলে পুরে রাখা যায় দিনের পর দিন।

আমেরিকা কিন্তু ট্রাম্পের সমস্ত অপচেষ্টা উপেক্ষা করে, মার্কিন প্রশাসনের লাল চোখকে তোয়াক্কা না করে পথে নামল। অবৈধ অভিবাসী আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে আগেও ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভ দেখেছে আমেরিকা। এখন একদিকে ইরান যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে জীবনযাত্রার খরচ লাফিয়ে বেড়ে যাওয়ায় অতিষ্ঠ মার্কিনিরা আর ট্রাম্পের ছুড়ে দেওয়া জাতীয়তাবাদের আবেগকে গ্রহণ করতে পারেননি। বরং নানা আবোলতাবোল কথায় নিজের স্বেচ্ছাচারিতায় সিলমোহর দিতে ট্রাম্পের চেষ্টাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন।

সাধারণ মানুষের এই বিক্ষোভের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন আমেরিকার বিশিষ্ট অনেকে। গায়ক ব্রুস স্প্রিংস্টিন অভিবাসী আইনের প্রতিবাদে 'স্ট্রিটস অফ মিনিয়াপোলিস' গান বেঁধেছিলেন। সেই গান গেয়ে মিনিয়াপোলিসে যুদ্ধবিরোধী জমায়েতের সূচনা হল। এতে স্পষ্ট, ট্রাম্পবিরোধী সমস্ত প্রতিবাদ একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা চলছে। অভিনেতা রবার্ট ডি নিরোর গলায় আশার সুর, 'ভেবে ভালো লাগছে যে এত মানুষ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন।'

মার্কিনিদের এই নো কিংস র‍্যালি শুধু আমেরিকায় নয়, সারা পৃথিবীতে যুদ্ধবিরোধী মানসিকতার আলোর দিশারি হয়ে উঠতে পারে। একই কথা প্রযোজ্য ইরান ও ইজরায়েলের ক্ষেত্রে। ইরানে এই যুদ্ধের আবহে শাসক-বিরোধী বিক্ষোভকে স্তিমিত করে রাখা হয়েছে। ইজরায়েলে প্রথমে গাজার সঙ্গে, পরে ইরানবিরোধী যুদ্ধ না হলে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মসনদ টলে যেত। যুদ্ধবাজদের এসব সংকীর্ণ উদ্দেশ্য এখন ফাঁস করার সময়।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

একটি দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু ও কিছু প্রশ্ন

অত্যন্ত প্রতিভাবান এক অভিনেতার মর্মান্তিক মৃত্যুতে টালিগঞ্জের নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক অধঃপতন প্রকট।

অংশুমান কর

একটা হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম। দ্রুত একটা ইন্টারভিউ দিতে পারবে? ওপাশ থেকে প্রশ্ন এল, কত দিনের মধ্যে? আমি বললাম, দু-দিন। প্রশ্ন এল, কে নেবে ইন্টারভিউ? বললাম, আমি। প্রশ্ন পাঠিয়ে দেব। উত্তর এল, বেশ দেব। আমি প্রশ্ন পাঠিয়ে দিলাম হোয়াটসঅ্যাপে। দু-দিনের মধ্যেই হাতে লেখা উত্তর এসে হাজির। রাহুল ছিল এমনই। তখন নিয়মিত গদ্যপদ্যপ্রবন্ধের অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ পাচ্ছিল। সেই পত্রিকার জন্যই ইন্টারভিউ প্রয়োজন হয়েছিল পরিচিত মুখের। আমি জানতাম এত অল্প সময়ে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য একজনকেই অনুরোধ করা যেতে পারে। সে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। নবীন প্রজন্মের কাছে প্রবল জনপ্রিয়। প্রবীণরাও আশ্চর্য স্নেহ করতেন ওকে। রাহুল এসব জানত। জানত যে, ও সেলেব্রিটি। কিন্তু সেলেব্রিটিসুলভ আচরণ ছিল ওর নাপসন্দ। মনে পড়ছে, একবার সপ্তর্ষি প্রকাশনা থেকে ওর বই প্রকাশ পেয়েছে বইমেলায়। প্রকাশ পেয়েছে আমারও বই। রাহুল এল সপ্তর্ষির স্টলে। আমার সঙ্গে থাকা তরুণ-তরুণীরা মিলে আবদার করল একটু গানবাজনা হোক। এক মুহূর্তও সময় নিল না রাহুল। ওদের সকলের সঙ্গে বইমেলার মাঠের ধুলোর ওপরেই বসে পড়ল। গানবাজনা চলল প্রায় আধ ঘণ্টা। জমে গেল ভিড়। রাহুল এ ব্যাপারে নির্বিকার। গানের সঙ্গে গলা মেলাল নিশ্চিন্তে। দেখেছি একটি দুটি সিরিয়ালে একবার দু'বার মুখ দেখালেই আজকাল অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাঁদের স্টারডম সম্পর্কে কী মারাত্মক সচেতন হয়ে যান। রাহুল এক্ষেত্রে ছিল সত্যিই এক ব্যতিক্রম।

কেমন মানুষ ছিল রাহুল? সহজ, স্পষ্টবাক, শিক্ষিত, শেকড়ে-স্থিত এবং বামপন্থায় বিশ্বাসী। বাংলা সিনেমা সিরিয়ালের জগতে আজকাল পড়াশোনা করা মানুষের সংখ্যা খুবই কম। রাহুল এখানেও ছিল ব্যতিক্রম। ওর লেখা পড়লেই, ওর কথা শুনলেই বোঝা যেত, কত বিচিত্র বিষয়ে ওর আগ্রহ এবং কত খুঁটিয়ে পড়ে ও বই। ওর গদ্য ছিল চমৎকার। ভীষণ স্বাদু এবং গভীর জীবনবোধে পূর্ণ। কবিতাও লিখত রাহুল। তবে ওর গদ্যই বেশি গৃহীত হয়েছিল পাঠকের কাছে। নানা বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি বাংলা সাহিত্যেরও নিবিড় পাঠক ছিল রাহুল। দেখেছি, এমনকি সারা জীবন ছোট ছোট পত্রিকায় কবিতা লিখে যাওয়া কবিদের কবিতা সম্পর্কেও ওর আগ্রহ ছিল। বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিনের টেবিল থেকেও কবিতার বই কিনতে ওকে দেখেছি। কলোনির সন্তান ছিল রাহুল। কলোনির জীবনকেও ও ভোলেনি। ভোলেনি ওর বেড়ে ওঠার দিনগুলো, দারিদ্র্য, আর নাকতলা হাইস্কুলের জীবন। ওর শৈশব, কলোনির জীবন, ওর বাবাই সম্ভবত বামপন্থায় ওর বিশ্বাসের কারণ। নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসকেও কখনও গোপন করেনি রাহুল। শাসকদলের লেজুড়বৃত্তি করতে ওকে কখনও দেখা যায়নি। নির্বাচনের সময় বাম প্রার্থীদের সমর্থনেও নির্দ্বিধায় হেঁটেছে মিছিলে। এও এক ব্যতিক্রম বৈকি। রাহুলের মৃত্যুতে যে সমাজমাধ্যমে তোলপাড় উঠেছে তার কারণ মানুষ ওকে সত্যি সত্যিই ভালোবেসেছিল। এই ভালোবাসা কেবল একজন স্টারকে তার অভিনয়ের গুণেই দূর থেকে ভালোবাসা নয়। এই ভালোবাসা ছিল একটা গোটা মানুষকে নিজের মনে করে, পরিবারের একজন করে নিয়ে ভালোবাসা। মানুষের এই ভালোবাসা ও পেয়েছিল কারণ ওর জীবনযাপন ছিল সহজ, সরল, স্পষ্ট। ওকে দেখলেই বোঝা যেত ওর ছিল বড্ড অনুভূতিপ্রবণ, নরম একটি মন।

অন্য আঙ্গিকে। অভিনেতা যখন লেখক। -ফাইল চিত্র

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল একজন জনপ্রিয় অভিনেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সহজ, শিক্ষিত ও মাটির কাছাকাছি থাকা এক ব্যতিক্রমী মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে যেভাবে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি হচ্ছে, তা আমাদের মারাত্মক সামাজিক অধঃপতনের প্রমাণ। অন্যদিকে, এই মৃত্যু টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির চূড়ান্ত গাফিলতিকেও নগ্ন করেছে। তালসারিতে শুটিংয়ের আদৌ অনুমতি ছিল কি না, ঠিক কখন দুর্ঘটনা ঘটে এবং উদ্ধারকাজে কত সময় লাগে, তা নিয়ে ইউনিটের বয়ান সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। শুটিং স্পটে ছিল না ন্যূনতম নিরাপত্তাও। একটি তরতাজা প্রাণের এমন মর্মান্তিক পরিণতির পর, এই রহস্যমৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন।

রাহুলের মৃত্যু কিন্তু কতগুলো কঠিন সত্যকে আমাদের সামনে নগ্ন করেছে। কেবল বামপন্থায় ওর বিশ্বাস ছিল বলে একদল মানুষ রাহুলের মৃত্যুতে পৈশাচিক উল্লাসে মেতেছেন। এদের সমালোচনা করলে এরা আবার অতীত হেঁটে তুলে আনছেন এমন দৃষ্টান্ত যেখানে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মৃত্যুতে বামপন্থীদের কেউ কেউ হয়তো আনন্দ জানিয়েছিলেন। একটি ভুল দিয়ে কি আর একটি ভুলকে যথার্থ প্রমাণ করা যায়? একইভাবে, ওর মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওর মৃত্যু থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টাও করছেন আরও কিছু মানুষ। এও তো সমান নিন্দার্হ। রাহুলের মৃত্যুর পরে ওর বাড়ির সামনে হাজির হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির কয়েকজন সমর্থকও রাজনৈতিক স্লোগান দিতে থাকে। ভাবা যায়? মৃত্যুকে রাজনৈতিক করে না তুললে কি আমাদের শান্তি নেই? রাহুলের মৃত্যু আসলে স্পষ্ট করে দেখাচ্ছে কতখানি সামাজিক অধঃপতন বাঙালির হয়েছে। দেখাচ্ছে আমরা কী ছিলাম আর কী হয়েছি।

এই মৃত্যু নগ্ন করে দিয়েছে টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির অন্দরমহলকেও। শুটিং ইউনিটের তরফ থেকে কেউ কেউ বলছেন বটে তালসারিতে সমুদ্রের পাড়ে শুটিংয়ের অনুমতি ছিল। কিন্তু ওড়িশা পুলিশ এই দাবি নস্যাৎ করেছে। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সংগঠনের পক্ষ থেকেও সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছে যে, শুটিংয়ের কোনও অনুমতি ছিল বলে তাঁরা জানতেন না। শুটিং স্পটেও ছিল না কোনও নিরাপত্তাই। মৃত্যু ঠিক কোন সময় হয়েছে তা নিয়েও পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা উঠে আসছে শুটিং ইউনিটের পক্ষ থেকে। যে ধারাবাহিকের শুটিং চলছিল তার পরিচালক এবং সহ অভিনেতা জানিয়েছেন, শুটিং চলাকালীনই রাহুল জলে ডুবে যায়। কিন্তু, ম্যানেজার বলছেন ঘটনাটি ঘটেছে প্যাকআপের পরে। তিনি তখন হোটেলে ছিলেন। রাহুল এবং অভিনেত্রী শ্বেতাকে উদ্ধার করেছেন যে নুলিয়া তিনি কিন্তু স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুটিং চলাকালীনই। তাহলে ইউনিটের ম্যানেজার কেন প্যাকআপের পরে ঘটনাটি ঘটেছে বলে দায় এড়াতে চাইছেন? শুটিং ইউনিটের একদল বলছেন যে, রাহুলকে উদ্ধার করা হয়েছে দুর্ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আর একদল বলছেন যে, রাহুলকে উদ্ধার করা হয়েছিল দুর্ঘটনার তিন ঘণ্টা পরে। দুর্ঘটনার বয়ান তো একই হওয়ার কথা। এত ধরনের পরস্পরবিরোধী কথা উঠে আসছে কেন? ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট কিন্তু বলছে, অন্তত এক ঘণ্টা জলের নীচে ছিল রাহুল। অর্থাৎ স্পষ্ট যে, কিছু একটা লুকোনোর চেষ্টা হচ্ছে।

একটি বয়ান অবশ্য সকলেরই এক। দুর্ঘটনার পরেও রাহুল বেঁচেছিলেন অনেকক্ষণ। প্রশ্ন হল, এই সময়ে একজন চিকিৎসকের উপস্থিতি কি রাহুলের প্রাণরক্ষা করতে পারত না? সমুদ্রতীরে একটি সিরিয়ালের শুটিং হচ্ছে, প্রশ্ন উঠবেই কেন সঙ্গে ছিল না একটি মেডিকেল টিম? কেন নেওয়া হয়নি পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা? যে সিরিয়ালের জন্য এই শুটিং হচ্ছিল, তার কর্তাব্যক্তিরা রাহুলের মৃত্যুর দায় কোনওভাবেই এড়াতে পারেন কি? পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবে? টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির মাথায় বসে আছেন যাঁরা, তাঁরাই বা সামগ্রিকভাবে অভিনেতা, অভিনেত্রী, টেকনিসিয়ানদের নিরাপত্তার জন্য কী কী পদক্ষেপ করেছেন, এ প্রশ্নও তো আজ উঠবেই। শিল্পীদের যে ফোরাম রয়েছে, সেই ফোরামও রাহুলের মৃত্যুর ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করছে সেদিকেও সকলেরই চোখ থাকবে।

এই মৃত্যুর নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়েছেন ইতিমধ্যেই অনেকজন। প্রশ্ন হল, নিরপেক্ষ তদন্ত কি হবে? দুর্ঘটনা ঘটেছে ওড়িশায়, চিকিৎসকরা রাহুলের মৃত্যু ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গে। পোস্টমর্টেমও হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গেই। তাহলে তদন্তের অধিকার কাদের থাকে? ওড়িশা পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বলে খবর। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকবে? মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী রাহুলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু কেবল শোকপ্রকাশেই কি তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়? এই রহস্যমৃত্যু কীভাবে ঘটেছে তা প্রকাশ্যে এনে যদি এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কেউ হন, তাদের শাস্তিপ্রদান করার দায়িত্ব কি তাঁর নেই?

একটি মৃত্যু আমাদের সকলকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এই মৃত্যুর জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। যে গভীর শোক গ্রাস করেছে রাহুলের মা, স্ত্রী, পুত্র সহ ওর পরিবারকে তারও কোনও সান্ত্বনা আমরা দিতে পারব না। আমরা শুধু একটি কাজই করতে পারব। এই মৃত্যুর প্রকৃত তদন্ত হয়ে যেন সত্য সামনে আসে সেজন্য নিরবচ্ছিন্ন চাপ তৈরি করার ক্ষমতা আমাদের আছে। সে কাজ আমরা করব কি?

(লেখক কবি ও অধ্যাপক)

আজ

১৭২৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিজ্ঞানী স্যর আইজাক নিউটন।

১৯৪৫

লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের, সাধারণ জনগণের ওপর যারা হামলা করেছিল, সেটা যে বাহিনীর ড্রেসেই হোক বা আওয়ামী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, যুব লিগ-ছাত্র লিগ- যারা যে বাহিনীর ড্রেসই পরুক, তারা সবাই অপরাধী। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। বিচার করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের।

-সালাহউদ্দিন আহমেদ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বাংলাদেশ

ভাইরাল/১

উত্তর-পূর্ব দিল্লির চাঁদবাগের একটি বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। আটকে পড়েন কয়েকজন। উদ্ধারকারীরা একটি বেডশিট নীচে মেলে ধরেন। যাঁরা আটকে পড়েছিলেন, তাঁরা ওপর থেকে লাফ দিয়ে বেডশিটে পড়তে থাকেন।

ভাইরাল/২

রোমাঞ্চের নেশায় ঋষিকেশের ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এক বিদেশি পর্যটক। সম্প্রতি এমনই এক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। দেখা যাচ্ছে, ওই পর্যটক উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশে ব্রিজের রেলিংয়ে ওঠেন। কোনওরকম সুরক্ষা না নিয়ে সেখান থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। তদন্তে প্রশাসন।

জনমন
জনমত

যুদ্ধের বিরোধিতায় মিছিল-মিটিং কোথায়?

একসময় রাজনৈতিক দল সহ বিভিন্ন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের তরফে 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' স্লোগানে গ্রাম থেকে শহর মুখরিত হয়ে উঠত। বামপন্থী দল থেকে মাঝেমধ্যে ছোটখাটো মিছিল করা হলেও অন্যান্য দলের তরফে যুদ্ধের বিরোধিতা করে মিছিল-মিটিং তেমন চোখে পড়ছে না।

আমরা জানি বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ হলে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। বর্তমানে যেমন ইরান সমর্থিত দেশের সঙ্গে ইজরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রর যুদ্ধের ফলে সারা বিশ্ব জ্বালানি সংকটে ভুগছে। আমাদের দেশ তথা আমাদের রাজ্য ইতিমধ্যে রান্নার গ্যাস সহ বিভিন্ন পরিবহণের জ্বালানি সংকটে ভুগতে শুরু করেছে। ক'দিন আগে মাত্র ৪৫০০ টাকায় বিমানে কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলাম। আসার সময় বিমান ভাড়া দিতে হল ৯৬০০ টাকা। এমনকি বেঙ্গালুরুতে রান্নার গ্যাসের অভাবে অনেক খাবার হোটেল বন্ধ করে দিয়েছে। যারা সচল রেখেছে তারা খাবার প্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা বেশি দাম নিচ্ছে। বেশি দাম দিয়েও গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না।

অথচ আমাদের রাজ্যে এমন অপপ্রচার করা হচ্ছে যেন সরকার ইচ্ছে করেই গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত করছে। কিন্তু যে কারণে গ্যাস সহ সমস্ত জ্বালানির অভাব তৈরি হয়েছে, সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' বলে কেউ মিছিল করছে না। এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজনের বেশি যে কোনও জ্বালানি ব্যবহার না করা উচিত। পাশাপাশি গ্যাসের বিকল্প হিসেবে মাইক্রোওভেন বা যারা আমরা একটু গ্রামের দিকে বাস করি জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করতেই পারি। তাতে কিছুটা হলেও সুরাহা হতে পারে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, সভ্য সমাজে যুদ্ধ কাম্য নয়। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। পরিকাঠামো ধ্বংস হয়। বহু মানুষ দীর্ঘদিন মানসিক ট্রমায় থাকেন। বিশ্বে জ্বালানি সংকট সহ বিভিন্ন সমস্যা হয়। কোনও দেশের পক্ষেই যুদ্ধ শুভ নয়। সুতরাং আমি সর্বদাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সেজন্যই বলতে চাই, 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, ভালোভাবে বাঁচতে চাই'।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

মহাকাশ অন্বেষণ : মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ

দৈনন্দিন প্রযুক্তি থেকে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ রক্ষা, সব ক্ষেত্রেই মহাকাশ গবেষণার অবদান অনস্বীকার্য।

সোমনাথ মৈত্র

রাতের নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মানুষের মনে যুগ যুগ ধরে যে বিস্ময় জাগে, তা নিছক কোনও কল্পনা নয়। বরং তা হল মহাবিশ্বের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানের এক নিরন্তর প্রচেষ্টা। আদিম যুগে মানুষ যখন প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখেছিল, ঠিক তখন থেকেই শুরু হয়েছিল অজানাকে জয় করার তীব্র নেশা। সময়ের হাত ধরে সেই আদিম কৌতূহল আমাদের আধুনিক সভ্যতাকে পৌঁছে দিয়েছে গভীর মহাকাশের রহস্য উন্মোচনের দোরগোড়ায়। মহাকাশ গবেষণা মানে এখন আর কেবল মহাশূন্যে রকেট উৎক্ষেপণ নয়, এটি মানুষের শানিত যুক্তি, নিরলস অধ্যবসায় এবং বিজ্ঞানমনস্কতার চরম উৎকর্ষের উজ্জ্বল প্রতিফলন।

বর্তমান যুগে অনেকের মনেই একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে যে, আমাদের এই পৃথিবীতে যেখানে এত সমস্যা রয়েছে, সেখানে মহাকাশ গবেষণার পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করার প্রকৃত যৌক্তিকতা ঠিক কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরটি গভীরভাবে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন আধুনিক জীবনযাত্রার পরতে পরতে। আজ আমরা প্রতিদিন যে উন্নত প্রযুক্তির স্মার্টফোন ব্যবহার করছি, জিপিএস দেখে নির্ভুলভাবে পথ চলছি কিংবা ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আসার আগেই আগাম সতর্কবার্তা পেয়ে যাচ্ছি—তার প্রতিটি সুযোগসুবিধাই সম্ভব হয়েছে মহাকাশবিজ্ঞানের কল্যাণে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ন্যূনতম অভাব ঘটলে আজকের এই আধুনিক সভ্যতা মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ত। সুতরাং, মহাকাশ গবেষণা কোনও অর্থহীন বিলাসিতা নয়, বরং মানবকল্যাণে এক অপরিহার্য অগ্রগতি।

-এআই

প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতা চিরকালই আমাদের শেখায় যাবতীয় যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে, সঠিক তথ্য ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এই সুবিশাল জগৎকে সঠিকভাবে চিনতে। মহাকাশ অন্বেষণ মানুষের সেই বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী চেতনারই এক মূর্ত প্রতীক। যখন জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের কোনও প্রাচীন ছায়াপথের স্পষ্ট ছবি পৃথিবীতে পাঠায়, তখন মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত ধারণাটাই আমূল বদলে যায়। মহাশূন্যে ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ আজ সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত সীমানাকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। মহাকাশবিজ্ঞানের নিরন্তর অনুসন্ধান বারবার মনে করিয়ে দেয় যে, মহাবিশ্বের অসীম বিশালতার তুলনায় মানুষের ব্যক্তিগত অহংকার বা ক্ষুদ্র স্বার্থগুলো ঠিক কতটা নগণ্য।

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের বিস্তারের ফলে আমাদের এই পৃথিবী যখন চরম অস্তিত্ব সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন বিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণার উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তনগুলোকে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। সৌরজগতের অন্য কোনও গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সন্ধান করা অথবা সেখানে মানুষের ভবিষ্যৎ বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা আজ আর কেবল কল্পবিজ্ঞানের গল্প নয়। বরং এটি হল সুদূর ভবিষ্যতে যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার এবং দীর্ঘমেয়াদে তাদের টিকে থাকার জন্য একটি বিকল্প পথ খোঁজার নিরলস সংগ্রাম।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহাকাশবিজ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাদের শেখায় আরও বেশি কৌতূহলী হতে এবং অজানা বিষয়ে নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে। এটি মানুষের নিজস্ব সীমাবদ্ধতাকে সাহসের সঙ্গে জয় করার এক অবিস্মরণীয় গল্প। আজ যখন কোনও কিশোর টেলিস্কোপে চোখ রেখে শনির বলয় বা বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোকে চাক্ষুষ করে, তখন তার মনে যে দৃঢ় যুক্তিবাদী চেতনার জন্ম হয়, সেটিই হল আগামীর কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার প্রধান কারিগর। অজানাকে জানার এই অনন্ত যাত্রা তাই কেবল দূরের নক্ষত্রের খোঁজে নয়, বরং মহাবিশ্বের বুকে নিজেকে চেনার এক পরম সত্যের পথ।

(লেখক দশম শ্রেণির পড়ুয়া। রায়গঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪০৭

পাশাপাশি : ১। দুটি বিরুদ্ধ পক্ষের পরস্পর যুদ্ধ বা আক্রমণ ৩। ত্রয়োস্ত্রী ৫। পুত্রকন্যা, বংশধরগণ ৬। শ্রীরাধিকার সখীদের অন্যতম ৭। বারুদের আরেক নাম ৯। নানারকম বিপদ বা বিপত্তি ১২। ক্ষতি বা হানি ১৩। বিরূপ অক্ষিযুক্ত বলে শিবের যে নাম।

উপর-নীচ : ১। আজেবাজে বস্তু, তুচ্ছ বা অবজ্ঞার যোগ্য ২। নিয়ন্ত্রণকারী, বিধানকর্তা বা পরিচালক ৩। শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট বা উত্তম ৪। বাদ্যকর হিন্দু জাতিবিশেষ ৫। বন্ধু বা সঙ্গী ৭। খারিজ, বাতিল বা স্থগিত ৮। বিবাহের পাত্র বা পাত্রীপক্ষের একটি ৯। ঝোঁক, উৎসাহ, ঐকান্তিক চেষ্টা ১০। মুক্ত, খোলা, অকৃপণ, উদার ১১। বংশসূচক নাম বা নামান্ত, উপাধি।

সমাধান ■ ৪৪০৬

পাশাপাশি : ১। বৈশাখ ৪। দিবস ৫। তাজ ৭। বচ্ছর ৮। জয়ঢাক ৯। তরতাজা ১১। বাচিক ১৩। জুঝা ১৪। জুলাই ১৫। লক্তক।

উপর-নীচ : ১। বৈভব ২। খদির ৩। রসরাজ ৬। জম্বুক ৯। তরাজু ১০। জারিজুরি ১১। বাইল ১২। কর্ণিক।

বিন্দুবিসর্গ

৭২ হাজারের নীচে নামল সেনসেক্স

মুম্বই, ৩০ মার্চ : শেয়ার বাজারে পতন চলছেই। সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে ফের ধস নামল শেয়ার বাজারে। মার্কিন ডলারের তুলনায় রেকর্ড নীচে নামল ভারতীয় মুদ্রা 'টাকা'ও।

এদিন বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১৬৩৫.৬৭ পয়েন্ট নেমে ৭১৯৪৭.৫৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৪৮৮.২০ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২২৩৩১.৪০ পয়েন্টে। একদিনের পতনে লগ্নিকারীরা প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ খুইয়েছেন। মার্কিন ডলারের তুলনায় এদিন টাকার মূল্য পৌঁছে যায় ৯৪ টাকা ৭৮ পয়সায়। যা সর্বকালীন রেকর্ড। একসময় টাকার দাম পড়েছিল ডলার পিছু ৯৫ টাকারও বেশি।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, আশা

রেকর্ড পতন টাকার দামে

জাগলেও ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার আশু কোনও সম্ভাবনা নেই। যা সারা বিশ্ব জুড়ে অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলবে। এ কারণে হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন লগ্নিকারীরা। এর পাশাপাশি যুদ্ধ দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় বেড়েছে জ্বালানি তেলের দামও।

অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ২০০ ডলারেও পৌঁছে যেতে পারে। এমন আশঙ্কা সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে ধস নামিয়েছে।

গোষ্ঠী লড়াইয়ের বলি প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার

দেরাদুন, ৩০ মার্চ : সোমবার সকালে হাঁটতে বেরিয়ে দুই গোষ্ঠীর গুলির লড়াইয়ে প্রাণ গেল এক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ারের। ৭০ বছর বয়সি ব্রিগেডিয়ারের নাম ভিকে জোশি। ঘটনাস্থল দেরাদুনের মুসৌরি রোড। এখানকার এক নাইট ক্লাবে ডিজে মিউজিক নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি শেষপর্যন্ত গুলির লড়াইয়ে পরিণত হয়। তারই শিকার হন প্রাক্তন সেনাকর্তা। ওই দুই গোষ্ঠী দুটি গাড়িতে ছিল। একটি টয়োটা ফরচুনা, অপরটি মাহিন্দ্রা স্করপিও। দুই গাড়ির আরোহীদের গুলি বিনিময়ের মধ্যে পড়ে যান প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার। তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের ধরতে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে। দিনের আলোয় প্রকাশ্য রাস্তায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাপাদাপি শহরের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

পেট্রোল পাম্পেও কেরোসিন বিক্রি

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : পেট্রোল পাম্পগুলিও কেরোসিন তেল বিক্রি করতে পারবে। ইরান যুদ্ধের জেরে গণবণ্টন ব্যবস্থা বা র‍্যাশনে কেরোসিন তেল বিক্রির ছাড়পত্র কিছুদিন আগেই দিয়েছে কেন্দ্র। এবার অনুমতি দেওয়া হল পেট্রোল পাম্পগুলিকে। বলা হয়েছে, দেশের প্রত্যেক জেলার দু'টি করে পেট্রোল পাম্প কেরোসিন তেল বিক্রি করতে পারবে। যে পেট্রোল পাম্পগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে তারা সর্বোচ্চ ৫,০০০ লিটার পর্যন্ত কেরোসিন রাখতে পারবে। রান্নার জ্বালানি নিশ্চিত করতে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত। ২৯ মার্চ থেকে তা কার্যকর হয়েছে। আপাতত ৬০ দিনের জন্য পেট্রোল পাম্পগুলি কেরোসিন বেচতে পারবে। রবিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র একথা জানিয়েছে।

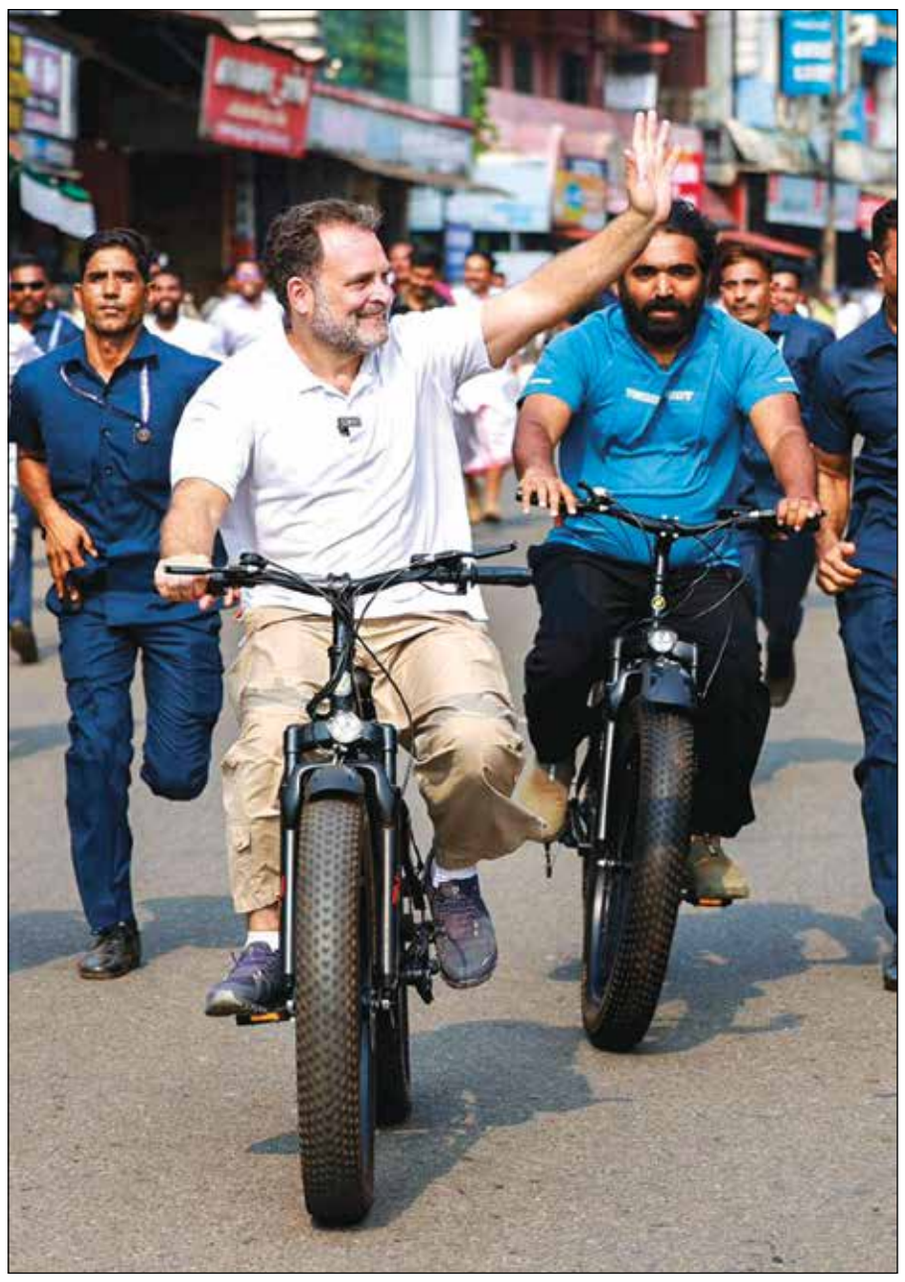

সাইকেল সাফারি... *সোমবার নির্বাচনি প্রচারে রাহুল গান্ধি। পুথুপল্লিতে।*

মাওবাদী উচ্ছেদে লোকসভায় হুংকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

'গুলির জবাব গুলিতেই'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : লোকসভার উত্তপ্ত আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাওবাদী ইস্যুতে কংগ্রেস ও বামপন্থীদের একহাত নিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সাফ জানিয়ে দিলেন, আলোচনার রাস্তা খোলা থাকলেও যারা অস্ত্র হাতে তুলবে, তাদের জবাব সরকার কঠোরভাবেই দেবে। ১৯৩ ধারার অধীনে আয়োজিত বিশেষ আলোচনায় শাহের গলায় শোনা গেল চরম হুঁশিয়ারি, 'যে গুলি চালাবে, তার জবাব গুলি দিয়েই দেওয়া হবে।'

নকশালবাদের বাড়বাড়ন্তের জন্য সরাসরি কংগ্রেসের ইতিহাসকে কাঠগড়ায় তুলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর দাবি, সত্তরের দশকে যখন এই সশস্ত্র আন্দোলন দানা বাঁধছে, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বামপন্থী ভাবধারাকে পরোক্ষ মদত দিয়েছিলেন। শাহের তোপ, ১৯৭০ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনেই 'লাল সন্ত্রাস' ডালপালা মেলার সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে গত কয়েক দশকে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ২০ হাজার মানুষ, যার মধ্যে ৫ হাজারই ছিলেন নিরাপত্তারক্ষী। দেশের ১২টি রাজ্য জুড়ে তৈরি হওয়া 'রেড করিডর' সাধারণ মানুষের জীবনকে নরক বানিয়ে দিয়েছিল বলেও তিনি সরব হন।

আলোচনার পারদ আরও চড়ে যখন শা সরাসরি রাহুল গান্ধিকে

নিশানা করেন। ১৭২ জন জওয়ান খুনের অভিযুক্ত মাওবাদী নেতা হিডমার মৃত্যুর পর দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে আয়োজিত এক বিতর্কিত প্রতিবাদ সভার ভিডিও রাহুল গান্ধি 'রিটুইট' করেছিলেন বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, যারা দেশবিরোধী স্লোগান দেয়, বিরোধী শিবির তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। উল্লেখ্য, আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদী মুক্ত করার যে লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্র নিয়েছিল, ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে তার সাফল্য আজ স্পষ্ট বলে দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে,

> **যে গুলি চালাবে, তার জবাব গুলি দিয়েই দেওয়া হবে।**
>
> **অমিত শা**

লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ দাবি করেন, গত কয়েক দশকে 'লাল সন্ত্রাস'-এর ফলে প্রায় ২০ হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৫ হাজার নিরাপত্তা কর্মী। প্রায় ১২ কোটি মানুষের জীবন এই হিংসায় প্রভাবিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এক সময় দেশের ১২টি রাজ্য জুড়ে একটি বিশাল 'রেড করিডর' তৈরি হয়েছিল, যেখানে কার্যত আইনের শাসন ছিল না এবং বছরের পর বছর মানুষ দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে বাস করতেন।

পাল্টা আক্রমণ শানাতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেসও। সাংসদ মহুয়া মৈত্র সরকারকে বিঁধে বলেন, বামপন্থী সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা হলেও দেশে 'ডানপন্থী সন্ত্রাস' নিয়ে কেন চুপ কেন্দ্র? তাঁর অভিযোগ, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জ্বালানি তেলের আকাশছোঁয়া দাম এবং রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে সরকার ব্যর্থ। আসল সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতেই সরকার এসব পুরনো ইতিহাস খুঁড়ছে বলে তিনি দাবি করেন। চারু মজুমদার ও কানু স্যান্যালের নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট মনে করিয়ে দিয়ে মহুয়া সাফ জানান, জনরোষের মূল কারণগুলো সমাধান না করে শুধু পেশ পেশিশক্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে, নকশাল দমনের খতিয়ান দিতে গিয়ে সোমবার লোকসভা পরিণত হয়েছিল কার্যত রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্রে।

দূষণে পুড়ছে উত্তর, দেশের অন্নদাতা বাংলা

চণ্ডীগড়, ৩০ মার্চ : দূষণ আর তাপপ্রবাহের জোড়া ফলায় শুকিয়ে যাচ্ছে উত্তর ভারতের ধানের গোলা। আর এই চরম জলবায়ু সংকটের মাঝেই গোটা দেশের অন্নদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেএনইউ-এর এক সাম্প্রতিক যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য।

গবেষকদের দাবি, ২০৩৫ সালের মধ্যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অংশে ধান উৎপাদন ১৫ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত তলানিতে ঠেকতে পারে। ক্রমাগত বাড়তে থাকা তাপমাত্রা (৩৩ ডিগ্রির ওপরে) এবং গ্রাউন্ড-লেভেল ওজোন ও ধূলিকণার মতো দূষণ ধানের সালোকসংশ্লেষ কমিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে দেশের খাদ্যভাণ্ডারে

যে বিশাল ঘাটতি তৈরি হবে, তার ভারসাম্য রক্ষা করবে পূর্ব ভারত, বিশেষত বাংলা।

গবেষক প্রসেনজিৎ আচার্য এবং এস. শ্রীকেশের মতে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে তাপমাত্রার খামখেয়ালিপনা এবং দূষণের মাত্রা উত্তরের তুলনায় বেশ কম। কটকের 'সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-ও জানাচ্ছে, পাঞ্জাব-হরিয়ানায় যেখানে এপ্রিলে ধান পাকে (রবি শস্য), সেখানে বাংলায় খরিফ শস্য পাকে অক্টোবর-নভেম্বরে। ফলে তাপপ্রবাহের সরাসরি রোষ থেকে বেঁচে যায় বাংলার ফসল। অর্থাৎ, আগামী দিনে ভারতের ১৩০ কোটির পাত ভরাটে বাংলার কৃষকদের ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে চলেছে দিল্লি।

কমিশনে মমতার প্রচার বন্ধের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : বাংলার ভোটের লড়াই এবার পৌঁছে গেল খোদ দিল্লির নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভোটারদের ভয় দেখানো এবং আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে সরব হলো বিজেপি।

সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে। তাঁদের দাবি, ময়নাগুড়ি থেকে নকশালবাড়ি— মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক জনসভাগুলি থেকে হিংসায় উসকানি দেওয়া হচ্ছে।

বিজেপির অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২৫ মার্চ ময়নাগুড়ির সভায় মুখ্যমন্ত্রী ভোটারদের বাড়ি বাড়ি 'বিজেপি করি না' লেখা পোস্টার লাগানোর নিদান দিয়েছেন। নকশালবাড়িতে মহিলাদের 'যা আছে তাই নিয়ে' বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। গেরুয়া শিবিরের দাবি, এই ধরনের মন্তব্য মুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিপন্থী। এমনকি ভোট গণনা প্রক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কমিশনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও নালিশ জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদাররা। তাঁদের সাফ দাবি, মমতাকে প্রচার থেকে বিরত রাখা হোক এবং অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করা হোক।

দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর কিরেন রিজিজু সাংবাদিকদের বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় নেই এবং ভোটকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। বিজেপির পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ঘটনা ও অভিযোগের বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের।

বিজেপির সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, ভোটারদের ভয় দেখানো হলে তা নির্বাচন আচরণবিধি ভঙ্গের শামিল, তাই কমিশনের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা।

পালটা দিতে ছাড়েনি তৃণমূলও। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর দাবি, 'বিজেপি পরাজয়ের আশঙ্কায় আগাম অজুহাত খুঁজছে।' জয়প্রকাশ মজুমদারের কটাক্ষ, মমতার সভায় জনসমুদ্র দেখেই ভয় পেয়েছে মোদি-শাহের দল। তাই চক্রান্ত করে তাঁকে প্রচার থেকে সরানোর চেষ্টা চলছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে প্রশাসনিক রদবদল আর অন্যদিকে দুই শিবিরের এই অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে ভোটের আগেই তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজধানী থেকে কলকাতা।

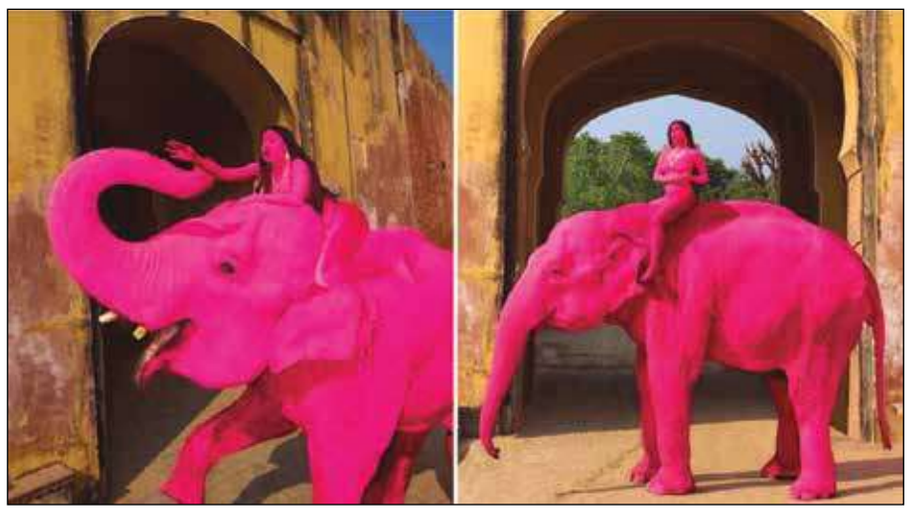

গোলাপি হাতি, নেট দুনিয়ায় নিন্দে *গোলাপি শহরে গোলাপি হাতির পিঠে চড়ে ভিডিও নেট দুনিয়ায় হইচই ফেলে দিয়েছে। আসলে পিঙ্ক সিটিতে ফোটোশুট করতে এসেছিলেন রুশ আলোকচিত্রী জুলিয়া বুরুলেভা। তিনি হাতির পিঠে চড়ার আগে হাতির গায়ে আপাদমস্তক লাগান গোলাপি রং। তারপর ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন ভিডিও। আর যায় কোথা। পশুপ্রেমী ও নেটিজেনরা সমালোচনায় ফেটে পড়েন। তাঁরা আলোকচিত্রীর কাজকে নিষ্ঠুরতা বলে অভিহীত করেছেন। সকলের প্রশ্ন, তিনি এমন কাজের অনুমতি পেলেন কোথায়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, পশুকে কষ্ট দেওয়া কিংবা তাদের ওপর রাসায়নিক প্রয়োগ করা দণ্ডণীয় অপরাধ। রাজস্থান বন বিভাগ বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে পারে বলে জানা গিয়েছে।*

অসমে অনুপ্রবেশ অস্ত্রে শান প্রধানমন্ত্রীর

শবরীমালায় নীরব মোদি, তোপ রাহুলের

তিরুবনন্তপুরম ও নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : আগামী ৯ এপ্রিল, একইদিনে বিধানসভার ভোটগ্রহণ হবে দু-রাজ্যে। একদশকের বাম শাসনে ছেদ টেনে কেরলে সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখছে কংগ্রেস। আবার সেই কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করে অসমে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি। সপ্তাহের শুরুতে যুযুধান দুই দলের নেতাদের প্রচার-দ্বৈরথেও সেই উদ্দেশ্যই স্পষ্ট হল।

এদিন কেরলের আদুরের এক জনসভা থেকে নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর অভিযোগ, শবরীমালা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা প্রমাণ করে যে কেরলে বিজেপি ও শাসক বাম জোট এলডিএফ-এর মধ্যে গোপন আঁতাত রয়েছে। অন্যদিকে, দিল্লি থেকে অসমের দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেছেন মোদি। অহম জাতিসত্তার প্রশ্নেও প্রধান বিরোধী দলের উদ্দেশে তোপ দাগেন নমো। মোদি-রাহুল বাগযুদ্ধে বিধানসভা ভোটের পারদ চড়তে শুরু করেছে।

এদিন কেরলের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাহুল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী সব সময় ধর্ম ও মন্দির নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু কেরলে এসে তিনি শবরীমালার সোনা চুরির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। বাম নেতারা মন্দিরের সোনা সরিয়ে সেখানে পিতল রেখে দিয়েছেন, অথচ প্রধানমন্ত্রী চুপ। এতেই বোঝা যায়, নরেন্দ্র মোদি আসলে ধর্ম বা মন্দিরের তোয়াক্কা করেন না।' লোকসভার বিরোধী দলনেতার দাবি, বিজেপি জানে কেরলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ-কে আটকাতে পারলেই তাদের লাভ, তাই তারা পরোক্ষে সিপিআই(এম)-কে সাহায্য করছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাহুল বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা হয়েছে, অথচ দুর্নীতির

> **প্রধানমন্ত্রী কেরলে এসে শবরীমালার সোনা চুরির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। এতেই বোঝা যায়, নরেন্দ্র মোদি আসলে ধর্ম বা মন্দিরের তোয়াক্কা করেন না।**
>
> **রাহুল গান্ধি**

অভিযোগ থাকলেও কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে ছোঁয়া হচ্ছে না।' ভারতের তেল আমদানির ক্ষেত্রেও মোদি সরকার এখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখাপেক্ষী বলে তিনি কটাক্ষ করেন। এদিকে মোদি সরকারের বিদেশনীতি এবং অর্থনীতি নিয়েও সমালোচনা করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'যেভাবে ট্রাম্প মোদিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেভাবে মোদি কেরলে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করেন।' তিনি আরও বলেন, ভারতের সমস্ত ডেটা আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারা যেখানে খুশি তা সংক্ষরণ করতে পারে। যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে। মার্কিন নেতৃত্বের কাছে প্রধানমন্ত্রী সমঝোতা করে ফেলেছেন।

অন্যদিকে, একই দিনে দিল্লি থেকে নমো অ্যাপের মাধ্যমে অসমে 'মেরা বুথ সবসে মজবুত' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে পালটা আক্রমণ করেন মোদি। রাজ্যের বিজেপি কর্মীদের সামনে তিনি কংগ্রেসের 'কুশাসন' এবং ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। মোদি বলেন, 'এক সময় অসম অশান্তি ও অস্থিরতার আগুনে জ্বলছিল। গত দশ বছরে বিজেপির আন্তরিক চেষ্টায় সেখানে শান্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে। বারোটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।'

কংগ্রেসকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'কংগ্রেসের আমলে শান্তি চুক্তিগুলি শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকত সংবাদপত্রের শিরোনাম হওয়ার জন্য। তারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করত। কিন্তু আমাদের সরকার প্রতিটি চুক্তি বাস্তবে রূপায়ণ করেছে।' প্রথমবার ভোট দেওয়া তরুণদের সতর্ক করে মোদি বলেন, 'সামান্যতম ভুল সিদ্ধান্ত অসমকে ফের পিছিয়ে দিতে পারে। কংগ্রেসের শাসনকালে যুবসমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।' এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় এআই-চালিত ভুয়ো ভিডিও ছড়ানো নিয়ে বিজেপি কর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ইরানের তেলের ভাঁড়ারে নজর ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ৩০ মার্চ : ইরান-যুদ্ধের পঞ্চম সপ্তাহে বিস্ফোরক বার্তা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের প্রধান তেল রপ্তানি কেন্দ্র 'খার্গ দ্বীপ' দখল করা এবং দেশটির তেলসম্পদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'সত্যি বলতে, আমার প্রধান লক্ষ্য ইরানের তেলভাণ্ডার দখল করা। আমাদের হাতে অনেকগুলি বিকল্প আছে, তার মধ্যে খার্গ দ্বীপ দখল করাও একটি পথ হতে পারে। হয়তো আমাদের সেখানে কিছুদিন থাকতে হবে, কিন্তু আমার মনে হয় ওদের কোনও কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। আমরা খুব সহজেই এটা করতে পারব।' ট্রাম্পের মতে, আমেরিকার কিছু 'বোকা লোক' এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করলেও ইরানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে তেলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া জরুরি।

আমেরিকার পথে তেহরানের ২০ ট্যাংকার!

- আমার প্রধান লক্ষ্য ইরানের তেলভাণ্ডার দখল করা
- আমাদের হাতে অনেকগুলি বিকল্প আছে, তার মধ্যে খার্গ দ্বীপ দখল করাও একটি পথ হতে পারে
- আমার মনে হয় ওদের কোনও কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই
- ওরা আজ আমাদের জন্য একটি উপহার দিচ্ছে। আমাদের ২০টি তেলভর্তি ট্যাংকার পাঠাবে

ট্রাম্পের যুদ্ধংদেহি মনোভাবের জবাব দিয়েছেন ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ। তাঁর পরামর্শ, 'ওয়াশিংটন যখন বাজারকে চাঙ্গা করার মতো ইতিবাচক সংকেত দেয়, তখন বুঝবেন এটি বড় খেলোয়াড়দের মুনাফা তৈরির ফাঁদ। তারা যখন আতঙ্ক ছড়ায়, তখন বুঝেশুনে বিনিয়োগ করুন।' তিনি আরও বলেন, 'ইরানি বাহিনী আমেরিকান সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করছে। মার্কিনীরা যদি ইরানে প্রবেশের চেষ্টা করে, তবে তাদের ওপর আগুনের বৃষ্টি হবে।'

রবিবার এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তাঁর দেওয়া ১৫ দফা শর্তের বেশিরভাগ মেনে নিয়েছে ইরান সরকার। শুধু তাই নয়, তেহরানের কাছ থেকে একটি নতুন উপহার পেয়েছেন তিনি। কী সেই উপহার? মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, আমেরিকাকে তেল বিক্রি করতে রাজি হয়েছে ইরানের বর্তমান নেতৃত্ব। ট্রাম্পের কথায়, 'ওরা আজ আমাদের জন্য একটি উপহার দিচ্ছে। আমাদের ২০টি তেলভর্তি ট্যাংকার পাঠাবে। সোমবারই ট্যাংকার পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।'

এদিকে সোমবারই ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে রেভোলিউশনারি গার্ডস কোরের (আইআরজিসি) নৌ-শাখার প্রধান অ্যাডমিরাল আলিরেজা তানসিরির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। ইরানও অবশ্য বসে নেই। কুয়েতের একটি বিদ্যুৎ ও জলশোধন কেন্দ্রে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অবস্থিত মার্কিন রাডার স্টেশন ও ড্রোন প্রতিরক্ষা কেন্দ্রগুলি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান।

পেন্টাগন সূত্রে খবর, প্রায় ৪৫০ কেজি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বা 'নিউক্লিয়ার ডাস্ট' উদ্ধারের জন্য ইরানে একটি চরম-ঝুঁকিপূর্ণ স্থল অভিযানের ছক কষছে মার্কিন কমান্ডোরা।

ইতিমধ্যে প্রায় ৩,৫০০ মার্কিন নৌসেনা ও মেরিন কমান্ডো মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছে গিয়েছে এবং আরও ১০,০০০ সেনা মোতায়েনের প্রক্রিয়া চলছে। ট্রাম্প ৬ এপ্রিলের মধ্যে ইরানকে চুক্তি করার সময় বেঁধে দিলেও তাঁর খার্গ দ্বীপ দখলের হুমকি গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ভোটার কার্ড ছাড়াই ডিজিটাল জনগণনা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : ভোটার তালিকায় নাম নেই বলে রাতের ঘুম উড়ছে? কেন্দ্র সাফ জানিয়ে দিল, ভোটার লিস্টের গেরোয় জনগণনা আটকাবে না। ১ এপ্রিল থেকেই দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে ভারতের প্রথম ডিজিটাল জনগণনা। রেজিস্ট্রার জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ স্পষ্ট করেছেন, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলেও দেশের প্রতিটি মানুষ এই গণনার অন্তর্ভুক্ত হবেন। অর্থাৎ, নাগরিকত্বের ভয় সরিয়ে রেখে নিজের তথ্য নির্ভুলভাবে নথিভুক্ত করতে পারবেন যে কেউ।

পুরনো খাতা-পেন্সিলের দিন শেষ করে এবার সরকারি কর্মীরা সরাসরি আপনার বাড়িতে আসবেন মোবাইল অ্যাপ নিয়ে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে 'গৃহগণনা' বা হাউস লিস্টিং। আপনার বাড়ির আয়তন কত, কটা এসি বা ফ্রিজ আছে, এমনকি পানীয় জল বা শৌচাগারের ব্যবস্থাও বাদ যাবে না ডিজিটাল তথ্য থেকে। গাড়ি-ঘোড়া থেকে শুরু করে রান্নার জ্বালানি— সব তথ্যই উঠবে অ্যাপের পর্দায়। তবে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার ভয় নেই। সেন্সস কমিশনারের আশ্বাস, ১৯৪৮-এর আইন অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য ১০০ শতাংশ গোপন রাখা হবে। এই তথ্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে আলাদা করে দেওয়া হবে না, এমনকি আরটিআই বা আদালতের মামলাতেও তা ব্যবহার করা যাবে না।

সামনে বিধানসভা নির্বাচন বলে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরালা ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলোতে এখনই কাজ শুরু হচ্ছে না। ভোট মিটলেই শুরু হবে ডোর-টু-ডোর সার্ভে। কেরালা বা অসম সম্ভাব্য সময় জানালেও, নবান্ন এখনও কেন্দ্রকে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানায়নি। এবারের জনগণনায় এক চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। কোনও দম্পতি যদি লিভ-ইন সম্পর্কে থাকেন এবং তাঁরা সেই সম্পর্ককে স্থায়ী মনে করেন, তবে গণনার খাতায় তাঁদের 'বিবাহিত' হিসেবেই ধরা হবে।

বিশাখাপত্তনমে শ্রদ্ধা-ছায়া

অমরাবতী, ৩০ মার্চ : দিল্লির শ্রদ্ধা ওয়ালকর হত্যাকাণ্ডের নৃশংস স্মৃতি ফিরল অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে। এবার কাঠগড়ায় এক নৌসেনা কর্মী। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের টানাপোড়েনে প্রেমিকাকে খুন করার অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। প্রমাণ লোপাট করতে দেহের কিছু অংশ ফ্রিজে লুকিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। বাকি অংশ পুড়িয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেন তিনি।

অভিযুক্তের নাম চিন্তারা রবীন্দ্র। তিনি ভারতীয় নৌবাহিনীর 'আইএনএস ডেগা'-র প্রযুক্তিবিদ। পুলিশ জানিয়েছে, রবীন্দ্রর স্ত্রী বাপের বাড়িতে থাকার সুযোগে তিনি প্রেমিকা মৌনিকাকে নিজের বাড়িতে ডাকেন। সেখানে মৌনিকা সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা দাবি করলে রাগের মাথায় প্রেমিকার গলা টিপে খুন করেন তিনি। ২০২১ সাল থেকে তাঁদের সম্পর্ক। খুনের পর বন্ধুকে ফোন করে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্র। ফরেন্সিক দল বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহের পর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অস্তাচলে অরুণোদয়

‘মৃত্যুর পর নিজেকে বেশ রাজকীয় লাগছে’

‘বিয়াল্লিশ তো যাবার বয়স নয়...।’ বিয়াল্লিশ পেরিয়ে পা রেখেছিলেন তেতাল্লিশে। নিজের লেখা গল্পের নায়কের মতোই তলিয়ে গেলেন জলের অতলে। এক অদ্ভুত সমাপতন। নিজের কলমে, মৃত্যুকে ঘেঁটে দেখেছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিশেষ বৈশাখী সংখ্যায়। অলবিদা অরুণোদয়।

নিজের মৃত্যুকে জানতেন?

রাহুল কি ভাগ্য গুনতে জানতেন? আট বছর আগে কী করে লিখে গিয়েছিলেন নিজের মৃত্যুর কথা? ২০১৮ সালে আর্টিস্ট ফোরামের ‘বাতায়ন’ পত্রিকায় ‘বান্ধবীরা’ নামে গল্প লিখেছিলেন রাহুল। রাহুলের গল্পের শুরুটাই গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো। যেন এক অদ্ভুত সমাপতন। লিখেছিলেন, ‘মৃত্যুর পর নিজেকে বেশ রাজকীয় লাগছে আমার। এমনিতেই মৃত্যুটা বেমক্কা হয়েছে। পাড়ার দুর্গাপুজোর ভাসান ছিল। শেষ সিঁড়িটা মিস করেছি। বিয়াল্লিশ তো যাবার বয়স নয়...।’

রাহুল তাঁর এই লেখায় প্রতিটা লাইনেই মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী কথা লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, সেই জলে ডুবে মৃত্যুর কথাও। তাহলে কি রাহুল ২০১৮ সালেই নিজের মৃত্যুকে অনুভব করেছিলেন এই লেখার মধ্যে দিয়ে? গল্পের মতো এতটাই সত্যি তাঁর এই অসময়ে অস্তে যাওয়া! অবাক করেছে নেটপাড়াকে। অবাক করেছে, এই গল্পের যিনি ছবি এঁকেছিলেন সেই কলুদাকেও। যিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে শেয়ার করেছেন রাহুলের এই গল্পটি। যেখানে রাহুল আগে থেকেই যেন দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যু। জলে ডুবে মৃত্যু।

কী হবে ধারাবাহিকের?

রাহুলের শেষ ধারাবাহিক কি বন্ধ হবে, নাকি চলবে? ‘ভোলেবাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকে কাজ করতে গিয়ে আচমকা চলে গেলেন রাহুল। এরপর এই ধারাবাহিকের কী হবে?

ধারাবাহিকের নতুন কিছু পর্বের গল্প শুরু হয় রাহুল আর শ্বেতাকে নিয়ে। কিছুদিন আগে ধারাবাহিকে তাঁদের বিয়ে দেখানো হয়েছে। গতকাল সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ধারাবাহিকে হানিমুনের দৃশ্যের শুটিং চলছিল। রাহুল-শ্বেতার রোমান্টিক দৃশ্য ছিল। আজ এই ধারাবাহিকের সম্প্রচার হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। সামনে ক-দিনের জন্য ধারাবাহিকের এপিসোডের ব্যাংকিং থাকলেও, তারপর কী হবে? প্রযোজনা সংস্থার ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের খবর, প্রযোজকরা এমন মর্মান্তিক ঘটনার পর এই ধারাবাহিক আর করতে চাইছেন না। তবে এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি মেলেনি। এবার এই ব্যাপারে চ্যানেল কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা দেখার অপেক্ষা। চ্যানেলের তরফে দু-রকম সিদ্ধান্ত হতে পারে। তাঁরা ধারাবাহিক বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অথবা অন্য কোনও প্রযোজনা সংস্থা এই ধারাবাহিকের দায়িত্ব নিতে পারে, যদি শেষ অবধি বর্তমান প্রযোজনা সংস্থা ধারাবাহিক থেকে সরে দাঁড়াতে চায়। যদি কোনওভাবে এই ধারাবাহিক চলতে থাকে, তা হলে রাহুলের চরিত্রটিতে কে অভিনয় করবেন, সেটা জানার অপেক্ষা থাকবে। তবে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি এখনও পর্যন্ত।

এর আগেও তলিয়ে গিয়েছিলেন?

এবারই প্রথম নয়, এর আগেও তলিয়ে গিয়েছিলেন রাহুল। তবে ভাগ্যের জোরে সেবার বেঁচে ফিরেছিলেন। সেটা ২০১৭ সালের ঘটনা। অভিনেতা প্রসূন সাহা সেই ঘটনার সাক্ষী। অভিনেতার কথায়, ২০১৭-র শেষের দিকে আমার প্রথম বড় সিরিয়াল। সেখানে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাহুলদা। বিপরীতে ছিলেন নবনীতা দাস। আমরা ১৪ দিনের জন্যে হরিদ্বারে গিয়েছিলাম, শুটিং করতে। সেখানে প্রথমবার গিয়ে সবাই শুটিং ফাঁকে, রিভার রাফটিং-বাঞ্জি জাম্পিং করতে থাকি। সেখানেই দেখা হয় অভিনেতা সৌরভ দাসের সঙ্গে। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করেন, ‘কোথায় যাচ্ছিস?’ বললাম, ‘রিভার রাফটিং-এ’। তখন সৌরভ বলেছিলেন, ‘জানিস এখানে কী ঘটেছে?’ তারপর জানতে পারি, রাহুলদা রিভার রাফটিং করতে গিয়ে তলিয়ে এক কিলোমিটার মতো ভেসে চলে গিয়েছিলেন।

সে সময় অবশ্য রাহুল লাইফ জ্যাকেট পরেছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। খারাপ কিছু ঘটেনি। আবার ‘পাপ ২’ সিরিজেও জলে নামার একটা দৃশ্য ছিল। সে দৃশ্যও কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই উতরে গিয়েছিল। শুধু এইবারই সত্যিই যে কী ঘটে গেল, এখনও তা স্পষ্ট নয়।

মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা

তালসারিতে ‘ভোলেবাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয়েছে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠছে। সমুদ্রে শুটিংয়ের জন্য জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কিনা, সমুদ্রে শুটিং করার জন্য অভিনেতাদের সুইমিং টিউব দেওয়া হয়েছিল কিনা, ইত্যাদি। তালসারির যে জায়গায় শুটিং হচ্ছিল, জোয়ারের সময় তার জল ভীষণভাবে বেড়ে যায়। তবুও ওখানে শুটিং হয়। তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কিনা, এরকম আরও প্রশ্ন উঠছে।

সোমবার রাহুলের ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে এসেছে। জানা গিয়েছে, তাঁর ফুসফুস ফুলে গিয়েছিল। ফুসফুসে তো বটেই, তাঁর শ্বাসনালি, খাদ্যনালি, পাকস্থলিতেও জল, বালি, কাদা ঢুকে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় ধরে জলে ডুবে থাকলে এরকম অবস্থা হয়। অন্তত ঘণ্টাখানেক তিনি জলে ডুবেছিলেন বলেই ময়না তদন্তের রিপোর্ট। তিনি মদ্যপান করেছিলেন কিনা, তা জানতে ভিসেরা রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে, রাহুলের মৃত্যুর বিষয়ে নানারকম পরস্পরবিরোধী মত শোনা যাচ্ছে। শুটিংয়ের ক্যামেরা ফুটেজ দেখে তদন্ত করা হবে। ক্যামেরা ফুটেজ বলছে, নায়িকা শ্বেতার হাত ধরে রাহুল সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছিলেন। সেটের লোকেরা বলছেন, ওঁদের বেশিদূর যেতে বারণও করা হয়েছিল, হাওয়া খুব বেশি থাকায় তিনি শুনতে পাননি। শাড়ি সামলাতে না পেরে শ্বেতা প্রথমে পড়ে যান, তাঁকে তুলতে গিয়ে রাহুলও পড়ে যান। শ্বেতাকে সেটের লোকেরা উদ্ধার করে। শুটিংয়ের সময় ১০-১২ জন সাঁতার জানা লোক অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছিল। তারাই শ্বেতাকে উদ্ধার করে, কিন্তু রাহুল অনেকটা তলিয়ে যান। তাঁকে জল থেকে তোলার পরও তিনি জীবিত ছিলেন, হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

সোমবার বিজয়গড়ের বাড়িতে রাহুলের মরদেহ আনা হয়। সেখানে তাঁর সহকর্মীরা অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, রাহুল ছিলেন বামমনস্ক। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজের তিনি সরাসরি সমালোচনা করতেন। তবু দল নির্বিশেষে সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। গিয়েছিলেন অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী, চৈতি ঘোষাল, রূপাঞ্জনা, সুদীপ্তা চক্রবর্তী প্রমুখ।

কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় বলেছেন, অনেকরকম খবর পাচ্ছি। নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। শ্রীলেখা মিত্র, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, চৈতি ঘোষাল, দেবলীনা দত্ত, বিদীপ্তা চক্রবর্তীরা তদন্তের দাবি করেছেন। তুমি আসবে বলে, আয় খুকু আয় ধারাবাহিকে তাঁর বিপরীতে ছিলেন সন্দীপ্তা সেন। তিনি বলেছেন, ‘মানতে পারছি না। এত ভালো লিখত। সেটে সবাইকে মাতিয়ে রাখত। শুটিং করতে গিয়ে ডলে ডুবে...!’ সুদীপ্তা চক্রবর্তী বলেছেন, ‘রাহুল অতীত হয়ে গিয়েছে, ভাবতে পারছি না। চন্দন সেন বলেছেন, ‘বহুদিনের সঙ্গী চলে গেল। আবার নাটক শুরু করেছিল। মদ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল।’ চৈতি ঘোষাল বলেছেন, ‘ওর লেখা পড়ে ওকে জানাতাম। আমি ওকে অরুণ বলে ডাকতাম। বিশ্বাসই করতে পারছি না, তাই কাঁদতেও পারছি না।’ গায়ক রূপম ইসলামের কথায়, ‘ওকে অভিনেতা হিসেবে অনেক দিন ধরেই চিনি। কিন্তু ওর মতামত, লেখালিখি, আমাদের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ওকে একটা স্বতন্ত্র কণ্ঠ হিসেবে চিনি। ওর ‘সহজ কথা’ পডকাস্টের আমিই প্রথম অতিথি। খবরটা আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।’

‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ছবি থেকে প্রিয়াংকা সরকারের সঙ্গে রাহুলের জুটি তৈরি হয়, ছবির পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, ‘প্রথমে বিশ্বাস করিনি। প্রিয়াংকাকে ফোনও করতে পারছিলাম না। পরে জানলাম সত্যি। কি বলব। ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি, ওর পরিবারেও ক্ষতি।’ রাহুলের গাড়ির চালক বাবলু বলেছেন, ‘দাদা সাঁতার জানত। তবু কি করে কি হয়ে গেল! চোখের সামনে ঘটে গেল সব, কিচ্ছু করতে পারলাম না।’

এদিকে তালসারি মেরিন থানার আইআইসি শ্রাবণ কুমার মহারানা বলেছেন, শুটিং শুরুর আগে পুলিশি অনুমতি নেওয়া হয়নি, এমনকী থানাকে জানানোও হয়নি। ধারাবাহিকের প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, জলে শুটিং হওয়ার কথা চিত্রনাট্যে ছিল না।

সবমিলিয়ে, অভিনেতার মৃত্যুতে গাফিলতির প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে।

শ্মশানেও বিতর্ক, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বন্ধুরা

রুপোলি পর্দার আলো আর ক্যামেরার ফ্ল্যাশ যাঁকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে, জীবনের অন্তিম লগ্নেও সেই তারকা তকমা তাঁর পিছু ছাড়ল না। রবিবার শুটিং ফ্লোরের মারাত্মক গাফিলতিতে অকালে প্রাণ হারানো অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষযাত্রাতেও তাই মিশে রইল একরাশ ক্ষোভ আর বিতর্ক। সোমবার বিকেলে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে যখন অভিনেতার নিথর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার অপেক্ষায়, ঠিক তখনই শ্মশানের বাইরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তাঁর ছোটবেলার বন্ধুরা। অভিযোগ, শেষবারের মতো বন্ধুকে দেখার ক্ষেত্রেও তৈরি হয়েছে অলিখিত এক বিভাজন। নিরাপত্তারক্ষীদের কড়াকড়িতে শুধু সেলেব্রিটি বা পরিচিত মুখদেরই শ্মশানের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, আর গেটের বাইরে আটকে রাখা হয়েছে রাহুলের দীর্ঘদিনের সাধারণ বন্ধুদের। যাঁদের সঙ্গে একসময় পাড়ার মাঠে খেলে বড় হয়েছেন রাহুল, তাঁদের এই চরম আক্ষেপ আর ক্ষোভ যেন টলিপাড়ার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে এক নতুন অস্বস্তির জন্ম দিল।

সোমবার সকাল থেকেই তমলুক হাসপাতাল চত্বরে উপচে পড়েছিল সাধারণ মানুষের ভিড়। প্রিয় অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে এদিন তমলুকে রাহুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফুলের মালা পাঠানো হয় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর তরফেও। এর আগেই সকালে প্রকাশ্যে আসে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক কিছু ভয়াবহ তথ্য। রাহুলের পাকস্থলি, শ্বাসনালি ও ফুসফুসে মিলেছে প্রচুর নোনা জল ও বালি। কতটা মর্মান্তিক ছিল তাঁর সেই অন্তিম মুহূর্তের মৃত্যুযন্ত্রণা, তা ভেবেই কার্যত শিউরে উঠছেন তাঁর অনুরাগীরা। ময়নাতদন্তের পর কড়া পুলিশি পাহারায় যখন অভিনেতার দেহ কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেয়, তখন থেকেই টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়া এবং বিজয়গড়ে তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন অগুনতি মানুষ।

দুপুর তিনটে পেরোতেই বিজয়গড়ের পল্লিশ্রীর মোড়ে রাহুলের নিথর দেহ পৌঁছলে কান্নায় ভেঙে পড়েন সকলে। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, স্বরূপ বিশ্বাস থেকে শুরু করে বামনেতা মহম্মদ সেলিম, দীপ্সিতা ধর—সকলেই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। শববাহী গাড়ি থেকে অভিনেতার দেহ কাঁধে তুলে নেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা। পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, দর্শনা বণিক, আবির চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে টলিপাড়ার প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চোখে তখন শুধুই স্বজন হারানোর শূন্যতা। বিজয়গড়ের বাড়িতে তখন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। রাহুলের বৃদ্ধা মা, স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার এবং ছোট্ট ছেলে সহজকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা ছিল না কারও কাছে। পরিবারের তরফেই আগে আবেদন করা হয়েছিল যে, রাহুলের শেষযাত্রা হবে একেবারে আড়ম্বরহীন। মৃতদেহ কোথাও শায়িত রাখা হবে না, বাড়ি থেকে সরাসরি তা নিয়ে যাওয়া হবে কেওড়াতলায়।

কিন্তু সেই মহাশ্মশানেই যে এমন এক অনভিপ্রেত বিতর্কের সম্মুখীন হতে হবে, তা বোধহয় কেউ ভাবেননি। রাহুলের দেহ কেওড়াতলায় পৌঁছতেই সেখানে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিনেতার অন্ত্যেষ্টিতে তখন উপস্থিত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কুশ হাজরা, রুকমা রায় সহ ইন্ডাস্ট্রির একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কিন্তু অভিযোগ, ছোটবেলার বন্ধুদের গেটের বাইরেই আটকে দেয় নিরাপত্তারক্ষীরা। শ্মশানের বাইরে দাঁড়িয়ে এক বন্ধুর কান্নাভেজা গলার আক্ষেপ, ‘আমরা ছোটবেলার বন্ধু। একদম ছোট থেকে ওকে দেখছি। আমাদের কি ভেতরে যাওয়ার কোনও অধিকার নেই? এখানেও শুধু বেছে বেছে সেলেবদেরই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে!’ এই বৈষম্যের প্রতিবাদে মহাশ্মশান চত্বরে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। তাঁদের প্রশ্ন, যে রাহুল সারাজীবন মাটির কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসতেন, যাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে সবসময় সাধারণ মানুষের কথা উঠে আসত, তাঁর শেষযাত্রায় কেন এই ভিআইপি সংস্কৃতির দাপাদাপি? কেন শেষবারের মতো চুল্লির কাছে গিয়ে বন্ধুকে বিদায় জানানোর অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হবে?

রাহুলের এই অকালমৃত্যু ইতিমধ্যেই শুটিং ফ্লোরের চরম অপেশাদারিত্ব এবং গাফিলতির দিকটি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। আর সোমবার তাঁর শেষযাত্রায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানের এই গন্ডগোল যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, সাধারণ এক মানুষ থেকে তারকা হয়ে ওঠার যাত্রাপথে যে অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি হয়, মৃত্যুর পর চুল্লির সামনে দাঁড়িয়েও সেই দেওয়াল ভাঙা বড় কঠিন। যে গ্ল্যামার জগতের হাতছানিতে শিল্পীরা জীবনের ঝুঁকি নেন, সেই গ্ল্যামার আর সাধারণের বিভেদই শেষ পর্যন্ত রাহুলের বিদায়বেলায় এক তিক্ত স্মৃতির জন্ম দিয়ে গেল।

একনজরে সেরা

স্প্যানিশ দৃশ্যম

মালায়ালাম দৃশ্যম-এর স্প্যানিশ ভার্সান হবে। ছবির প্রযোজক রডরিগো এসপিনেল দিল্লিতে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এই কথা জানিয়েছেন। জুন থেকে শুটিং। তাঁর কথায়, স্প্যানিশ সংস্কৃতিতে এই বিষয় বেমানান নয়। দৃশ্যম ৩-এর মুক্তি ২ অক্টোবর। অজয় দেবগণ, তাব্বু, শিয়া সরণ ছাড়াও ছবিতে থাকবেন জয়দীপ আহলাওয়াত, প্রকাশ রাজ প্রমুখ। পরিচালক অভিষেক পাঠক।

অনীতের ভিলেন

অনীত পাড্ডার শক্তি শালিনীতে ভিলেন হচ্ছেন বিনীত কুমার সিং। ভিকি কৌশলের সঙ্গে ছাওয়া এবং সানি দেওলের সঙ্গে জাট-এ তাঁকে দেখা গিয়েছে। অনীতের নায়ক বিশাল জেঠওয়া। গল্প জানা যায়নি, তবে থামা ছবিটির শেষে অনীতকে এই হরর-কমেডির প্রধান চরিত্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। পরিচালক আদিত্য সরপোতদার।

সলমনের ছবি

সোমবার সলমন খান নিজেই জানালেন তাঁর আগামী ছবির কথা। এক্স হ্যান্ডলে তিনি বলেছেন, মাতৃভূমির পর তিনি করবেন দক্ষিণের দিল রাজুর ছবি, পরিচালক ভামিশি পইডিপল্লি। নির্মাতারাও এই খবরে শিলমোহর দিয়েছেন তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়ায়। এপ্রিল থেকে শুটিং শুরু। সলমনের ছবি মাতৃভূমির মুক্তি আটকে ছবির অভিনেতা প্রশান্ত তামাংয়ের মৃত্যুতে।

গানে নেই

২০২৪-এ একটি ভাইরাল অ্যাটাকের কারণে শিল্পী অলকা ইয়াগনিকের শ্রবণযন্ত্রের ভীষণভাবে ক্ষতি হয়। হিয়ারিং ডিসওর্ডারের কারণে তিনি এখন কোনও গান রেকর্ড করতে পারছেন না। তাঁর শেষ গান অমর সিং চমকিলাতে সুর করেছিলেন এ আর রহমান। তবে এখনকার গান সম্পর্কে তিনি বলেন, মিউজিক তার আত্মা হারিয়েছে। আমাদের জন্য কিছু আত্মিক ও প্রাণবন্ত সুর ফিরে আসা দরকার।

দেব উবাচ

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে দেব বলেছেন, বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেল। ওর প্রথম ছবিতে আইটেম গানে নেচেছি। মনে আছে, ছবির একটা গানের শুটিং দক্ষিণ কলকাতায় হয়েছিল। সাউথ সিটি হল তখন সবে খুলছে। ওকে নিয়ে রাজ আর আমি শপিংয়ে গিয়েছিলাম। এমন নয় যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু শিল্পী হিসেবে শ্রদ্ধা করতাম।

শহরে দুই ফুলের প্রচারে হাতিয়ার এআই

নির্বাচনি প্রচারের পালে হাওয়া তুলতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে হাতিয়ার করে এগোচ্ছে ঘাসফুল ও পদ্ম শিবির। গৌতম দেবের সমর্থনে ভিডিওতে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামের ইস্যু তুলে অভিভাবককে জেতানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। শংকর ঘোষের সমর্থনে জনপ্রিয় হিন্দি চলচ্চিত্রের আদলে ভিডিও তৈরি করে সরকার বদলের ডাক দেওয়া হয়েছে পদ্ম শিবিরের তরফে।

ভোট উৎসব

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারে ব্যবহার করা এআই ছবি ও ভিডিওর অংশ।

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : বছর কয়েক আগেও ভোট ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক দলের তরফে দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে যেত। দেওয়াল লিখনে ফুটে উঠত কৌতুকপূর্ণ কবিতা। একপক্ষ অপর পক্ষকে বিঁধে সেসব কবিতার মাধ্যমেই বাজিমাত করতে মরিয়া হয়ে উঠত। কালের নিয়মে তা এখন নজরে পড়ে না। এখন রাজনৈতিক দলের প্রচার পদ্ধতিতেও বদল এসেছে। নির্বাচনি প্রচারের পালে হাওয়া তুলতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও পদ্ম শিবির। পরস্পর বিরোধী দুই পক্ষই এআই-কে কাজে লাগিয়ে প্রচারের পালে হাওয়া তুলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কমিশনের তরফে ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পরপরই শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে এআই ব্যবহার করে নির্বাচনি প্রচার শুরু করা হয়। অভিভাবককেই চাই সওয়াল করে কোনও ভিডিওতে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। আবার কোনও ভিডিওতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক প্রসঙ্গকে প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে। কোনওটিতে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামের ইস্যু তুলে 'আমাদের অভিভাবককে জেতাতেই হবে'-এর মতো বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ভোট প্রচারের আবহে পদ্ম শিবিরও পালটা আসরে নেমেছে। পদ্ম শিবিরের তরফে একদিকে ভিডিও অন্যদিকে ছবির মাধ্যমে পালটা প্রচার শুরু করা হয়েছে। বিজেপির তরফে এআই ভিডিওতে মূলত রাজ্যের শাসকদলের ক্ষমতার অপব্যবহারের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনপ্রিয় একটি হিন্দি চলচ্চিত্রের আদলে ভিডিও তৈরি করে সরকার বদলের ডাক দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচনি প্রচারের মাঝে গৌতম দেবের 'রঙিন চশমা খুললে উন্নয়ন দেখতে পারবেন' মন্তব্যকে সামনে রেখে মজার ছলে একটি কার্টুন তৈরি করা হয়েছে। মূলত সাধারণ মানুষের মন জয় ও তাঁদের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দিতেই রাজনৈতিক দলগুলি এহেন পদক্ষেপ করছে। তবে এতকিছুর পরও শেষ হাসি কে হাসবে তা অবশ্য সময় বলবে।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলার সভাপতি জয়ব্রত মুখটি বলেন, 'বিজেপির তরফে ফেক অ্যাকাউন্ট বানিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেখানে আমাদের দলের সৈনিকরা নিজেদের মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে এআই ব্যবহার করে ভিডিও তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করছে। এছাড়াও আরও অন্যভাবেও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য দলের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ রাজশেখর সরকার বলেন, 'মূলত দলের রাজ্য স্তর থেকে ভিডিওগুলি তৈরি করে আমাদের দেওয়া হচ্ছে। পরে সেগুলি আমরা সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের কাজে ব্যবহার করছি। এছাড়াও স্থানীয় ইস্যুর ক্ষেত্রে আমরা জেলা স্তরে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করে তৈরি করছি।'

অন্যদিকে খানিকটা ভিন্নধারার ভাবনা সিপিএমের রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য জীবেশ সরকারের। বললেন, 'নির্বাচনি প্রচারে আমরা সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। সেইসঙ্গে হিউম্যান রিসোর্সকে কাজে লাগিয়ে আমরা প্রতিটি ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করছি। এআই ব্যবহারের কোনও দরকার নেই।'

সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : সংগঠনের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই ১৩ মার্চ লোকসভায় বিল আনা হয়েছিল। পাশও হয়েছে 'ট্রান্সজেন্ডার পারসনস (প্রোটেকশন অফ রাইটস) সংশোধনী আইন-২০২৬'। এর বিরুদ্ধেই শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সরব হল উত্তরবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডার, ক্যুয়ার এবং বৃহত্তর লিঙ্গ ও যৌন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তৈরি জোট। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এই নতুন আইনটি ২০১৪ সালের সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক 'নালসা' রায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাংবিধানিক অধিকার ও মর্যাদা কেড়ে নিচ্ছে। এই আইনে লিঙ্গ স্ব-নির্ধারণের অধিকার এবং পরিচয় নির্ধারণের ক্ষমতা রাষ্ট্র ও মেডিকেল বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বাধ্যতামূলক মেডিকেল পরীক্ষা এবং সার্জারির পর শুধুমাত্র বাইনারি (পুরুষ/মহিলা) পরিচয়ে ফেরার বাধ্যবাধকতা চরম সংকটে ফেলেছে।

সংগঠনের তরফে বোধিসত্ত্ব বলেন, 'এই আইনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে এক বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।' তাঁদের স্পষ্ট দাবি, পশ্চিমবঙ্গে এই আইন কোনওভাবেই কার্যকর করা চলবে না। এই বিষয়ে সঠিক আশ্বাস না পেলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বয়কট করতেও পিছু হটবেন না তাঁরা।

মনোনয়নপত্র জমা

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ৩০ মার্চ : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। এদিন এসইউসিআই-এর চার প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। শিলিগুড়ি আসনে ডাঃ শাহরিয়ার আলম, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে লক্ষ্মী দাস মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। কোর্ট মোড় থেকে র‍্যালি করে শিলিগুড়ি এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রের দুই প্রার্থী মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রের এসইউসিআই প্রার্থী সুনীতা মুর্মু এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলেও তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ কিছু নথিপত্রের সমস্যা থাকায় তা জমা দিতে পারেননি। অন্যদিকে, ইসলামপুর বিধানসভার প্রার্থী বীরেন্দ্রনাথ সিনহা এবং গোয়ালপোখর বিধানসভার প্রার্থী নবীনচন্দ্র সিংহ এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। দলীয় সমর্থকদেরকে নিয়ে মিছিল করে এসে তাঁরা ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা করেন।

শিক্ষামূলক কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : কলকাতার দ্য সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিংয়ের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এসআইটি)-তে একটি শিক্ষামূলক কর্মসূচি করা হয়। সোমবার এসআইটিতে থ্রিডি প্রিন্টিং এবং অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের উপর এই শিক্ষামূলক আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বিশেষজ্ঞরা। এদিনের উপস্থিত পড়ুয়াদের থ্রিডি প্রিন্টিং টেকনলজির উপর লাইভ ডেমনস্ট্রেশনও দেখানো হয়েছে।

জরাজীর্ণ লাইব্রেরি সংস্কার দাবি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : ১৯৬৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল, তাই শহরের একটি প্রাচীন লাইব্রেরি হল রবীন্দ্রনগরের রবীন্দ্র সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ শহর গ্রন্থাগার। তবে সরকার পোষিত এই সাধারণ গ্রন্থাগারটির অবস্থা এখন একেবারেই বেহাল। ঘরের অবস্থা জরাজীর্ণ, বাইরের দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে। ভেতরের দৃশ্য আরও করুণ। একেবারেই অনাদরের গল্প বলছে প্রতিটি দেওয়াল। ঘরের ভেতর ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে, ভয়ে ঘরে বসে বই পড়তে পারেন না কেউ। ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র। কোনও শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। দুটো ঘরের একটা ঘরে বাংলা সহায়তাকেন্দ্র (বিএসকে) ছিল। আরেকটি ঘরে লাইব্রেরিয়ান ছাড়া ৬ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। এই সমস্যায় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র চালাতে রীতিমতো ভয় হচ্ছিল যে কারণে তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৩ নম্বর বরো অফিসে। ঘরগুলির এমন অবস্থায় ভেতরে গিয়ে বই পড়তে ভয় পায় সাধারণ মানুষ।

এখন লাইব্রেরির ধরন অনেকটাই পালটেছে। গল্পের বই পড়ার পাশাপাশি কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রচুর ছেলেমেয়ে লাইব্রেরিতে এসে পড়াশোনা করেন। একদিকে লাইব্রেরিতে যেমন সেই ধরনের বই মজুত থাকে আবার পড়ুয়ারাও নিরিবিলিতে পড়ার সুযোগ পান। তবে এখানে বই মজুত থাকলেও সেই পরিকাঠামো থেকে যে পড়ুয়ারা বঞ্চিত হচ্ছেন তা স্বীকার করেছেন লাইব্রেরিয়ান দেবব্রত রায়।

তিনি বলছিলেন, 'এই লাইব্রেরির পরিকাঠামো খুবই খারাপ। যে কারণে লাইব্রেরি নিয়ে এখন বেশকিছু পরিকল্পনা রয়েছে। লাইব্রেরিকে সংস্কার করতে হবে।' তিনি জানান, রবীন্দ্রনগর গার্লস স্কুলের জায়গায় একটি রিডিং রুম তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকাঠামোর সমস্যা নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগম, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সমস্ত জায়গাতেই জানিয়েছি। মাঝেমধ্যেই সিলিং থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে, কোনও পড়ুয়া থাকলে দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।

লাইব্রেরির সভাপতি তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলার কুন্তল রায়ের কথায়, 'লাইব্রেরিটি সংস্কার করে শৌচালয় তৈরি করে দেওয়া হবে। কাজের সমস্ত পেপার ওয়ার্ক হয়ে গিয়েছে। তবে ভোটের জন্য কাজ পিছিয়ে গিয়েছে।'

এই লাইব্রেরি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যেও একটা আবেগ রয়েছে। এলাকার বাসিন্দা সঞ্চিতা সাহা বলছিলেন, এলাকায় একটা লাইব্রেরি রয়েছে, এটা ঠিক করে দিলে ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করতে পারে। আরও এক বাসিন্দা বিমল সাহা বলেন, 'লাইব্রেরিটাও তো ঠিকমতো খোলে না। এমএসকে ছিল, ওদের কাজ হত। লাইব্রেরি তো মাঝেমধ্যে খোলে, বাকি সময় বন্ধ থাকে। যদিও এটার যে বেহাল দশা তাতে বেশিক্ষণ ভেতরে থাকাটাও ভয়ের। এটাকে মেরামত করে খোলা রাখার ব্যবস্থা করলে সকলের খুব ভালো হয়।'

বেহাল রবীন্দ্রনগরের রবীন্দ্র সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ শহর গ্রন্থাগার।

বিজেপি নেতার গোডাউনে আগুন

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : প্যান্ডেলের সামগ্রী মজুত রাখা গোডাউনে আগুন লাগায় লক্ষাধিক টাকার বাঁশ, কাপড়, ফোমের তৈরি বিভিন্ন মডেল, ত্রিপল সহ বিভিন্ন সামগ্রী ভস্মীভূত হয়ে গেল। ঘটনার জেরে শিলিগুড়ির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। আগুন লাগার ঘটনায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলছেন পেশায় ডেকোরেটার তথা বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ৬ নম্বর মণ্ডলের সহ সভাপতি পরিমল বিশ্বাস। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে তিনি এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ, রবিবার গভীর রাতে ওই গোডাউনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ভোরে যখন আগুন লাগার বিষয়টি নজরে আসে, ততক্ষণে গোডাউনের সমস্ত সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। পরিমল জানিয়েছেন, রাত ২টো বেজে ৫২ মিনিটে আগুন লাগানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রায় ২০০ ফুট দূরে এক ব্যবসায়ীর দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরায় সেই ফুটেজ ধরা পড়েছে। একজনকে আগুন লাগাতে দেখা গিয়েছে। পুলিশ সেই ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। কিছুদিন আগে ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়ে প্যান্ডেলের বেশ কিছু সামগ্রী কিনেছিলাম। সব শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৮ লক্ষ টাকার সামগ্রী ছিল।' পরিমলের দাবি, 'এর পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। যেহেতু বিজেপি করি, সেই ক্ষেত্রে কারও আক্রোশ থাকতেই পারে। পুলিশ তদন্ত করলে সব পরিষ্কার হবে।'

পুলিশ এলাকায় গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, আগুন লাগার ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছেন ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'কলকাতায় রয়েছি। কীভাবে আগুন লেগেছে তদন্ত করলেই বোঝা যাবে। তৃণমূল এমন কোনও ঘটনায় জড়িত নয়।'

ভোট-মেজাজে ফাঁকা মহকুমা পরিষদ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : ভোট ঘোষণার আগে থেকেই জনপ্রতিনিধিদের আনাগোনায় ভাটা পড়েছিল। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে তাঁদের মুখদর্শনই আর হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

সোমবার সকাল থেকে দুপুর গড়ালেও সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা কিংবা একজন কর্মাধ্যক্ষকেও মহকুমা পরিষদে পা রাখতে দেখা যায়নি। দপ্তরের কর্মীদের দাবি, ভোট ঘোষণা হওয়ার পর থেকে জনপ্রতিনিধিরা একপ্রকার আসা বন্ধ দিয়েছেন। মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁয়ের নামও সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে। আর এসবের জেরে দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন কাজে মহকুমা পরিষদে আসা সাধারণ মানুষকেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তবে, গত দু-একদিন ধরে সাধারণ লোকজনও কমই আসছেন মহকুমা পরিষদে। কর্মীদের অনুমান, তাঁরাও বুঝে গিয়েছেন যে, ভোটের হাওয়ায় আপাতত কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে। সেজন্যই হয়তো আসছেন না।

এদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মহকুমা পরিষদ চত্বরজুড়ে ঢুঁ মারলেও একজন জনপ্রতিনিধিরও দেখা মেলেনি। এদিন নাকি সহকারী সভাধিপতির আসার কথা ছিল। যদিও দিনের শেষে তিনিও মহকুমা পরিষদে পা রাখেননি। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতারও এদিন মহকুমা পরিষদে আসার কথা ছিল। তিনিও শেষপর্যন্ত পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ঘর একপ্রকার ফাঁকাই পড়েছিল। এদিন আধিকারিকদের মহকুমা পরিষদে পা রাখতে দেখা গেলেও সাধারণ মানুষের সেভাবে আনাগোনা নজরে পড়েনি।

এব্যাপারে প্রশ্ন করলে এক আধিকারিকের উত্তর, 'জনপ্রতিনিধিরা কেন আসছেন না তা জানা নেই। সেটা তাঁরাই বলতে পারবেন।' জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতির জেরে কি কাজে সমস্যা হচ্ছে? উত্তরে তিনি জানালেন, তেমন কোনও সমস্যা নেই। কর্মীদের দাবি, ভোটের আবহে সেভাবে নতুন কোনও কাজ হচ্ছে না। তিনি নিজে হাজির না হলেও এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতার দাবি, সপ্তাহের ছ'দিন অন্তত একজন করে জনপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকলে ভালো হয়। অজয় বলছিলেন, 'এখন সেভাবে কোনও কাজ হচ্ছে না। অন্যদিকে, প্রচারের কাজ সারতে হচ্ছে বলে নিয়মিত যাওয়া হচ্ছে না। তবে, আমার মনে হয় সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সপ্তাহের একদিন করে অন্তত একজন জনপ্রতিনিধিকে মহকুমা পরিষদে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।'

জবাবে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেছেন, 'এই সময় আমরা কোনও সরকারি কাজ করতে পারব না। তাই মহকুমা পরিষদে খুব একটা যাওয়া হচ্ছে না। আর এখন ভোটের সময় নির্বাচনি প্রচারের কাজে একটু বেশি ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তবে ভোটপর্ব মিটতেই নিয়ম করে প্রতিদিনই মহকুমা পরিষদে যাব।' আর সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কার মন্তব্য, 'এদিন মহকুমা পরিষদে যাওয়ার কথা ছিল। নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকার জেরে যেতে পারিনি। তবে, সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা হচ্ছে না। কারও কোনও প্রয়োজন থাকলে তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এলাকাতেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করে নিচ্ছি।'

সহকারী সভাধিপতির ঘর।

যৌন হেনস্তায় ধৃত প্রতিবেশী

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : ন'বছরের শিশুকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল প্রতিবেশী এক ব্যক্তি। রবিবার প্রধাননগর থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। ওই ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। গত কয়েকবছর ধরে তিনি কাজের সূত্রে প্রধাননগর থানা এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন।

ওই নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, রবিবার রাতে তারা বাড়ি ফিরে আসার পর দেখতে পায় ওই শিশু কান্নাকাটি করছে। এরপর জিজ্ঞাসা করতেই পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, তাকে প্রতিবেশী ওই ব্যক্তি বেশ কিছুদিন ধরেই যৌন হেনস্তা করছে। এমনকি রবিবারও বাড়িতে একা থাকার সুযোগে ওই নাবালিকার সঙ্গে গল্প করতে এসে যৌন হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্তে নামে পুলিশ। প্রধাননগর থানা এলাকা থেকেই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বাতিলদের আইনি সহায়তা সিপিএমের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : ভোটারদের অধিকার রক্ষায় 'আইনি কবচ' সিপিএমের। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরু হতেই বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়া যাবে না বলে দাবি তুলেছিল সিপিএম। ক্রটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির দাবিতে আন্দোলনেও নামে বামেরা। নিজেদের বক্তব্যকে সভা ও মিছিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এবার সরাসরি 'বঞ্চিত' ভোটারদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল সিপিএম। রাজ্যের ক্ষমতায় টানা ৩৪ বছর থাকা দলটি সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৈধ নথি দাখিলের পরেও বিচারাধীন অথবা বাতিলের তালিকায় তাঁদের নাম থাকার অভিযোগ তুলেছেন অনেক ভোটার। এমন বৈধ ভোটারদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনি পরিষেবা দিতে চাইছে কলকাতার আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে শিলিগুড়ির অনিল বিশ্বাস ভবন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে সিপিএমের অফিশিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্টেও কিউআর কোড পোস্ট করা হয়েছে। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, কিউআর কোড স্ক্যান করে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা নিতে পারবেন ভোটাররা। পাশাপাশি, তাঁদের দলীয় কর্মীরা শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে পৌঁছে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করবেন বলে জানান সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। তিনি বলেন, 'প্রথম থেকেই আমরা স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছি। সাধারণ মানুষ যাতে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আইনিভাবে লড়াই করব। ইতিমধ্যেই বুথ লেভেল এজেন্টদের এই কাজ করতে বলা হয়েছে।' সিপিএম সূত্রে খবর, বাদ যাওয়া ভোটারদের আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য জেলাভিত্তিক একজন করে ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং জেলার ইনচার্জের দায়িত্বে রয়েছেন দিবাকর রায়। এই প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি বলেন, 'কিউআর কোডের পাশাপাশি আমরা শিবির করার কথাও ভেবেছি। যেখানে মানুষ এসে আইনি সহায়তা নিতে পারবেন।'

এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং বহু মানুষের নাম অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখার প্রতিবাদে সোমবার হাসমি চকে ধর্না কর্মসূচি পালন করে সিপিএম।

অবস্থান বিক্ষোভে সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। সোমবার হাসমি চকে।

এলপিজির আকালে রেস্তোরাঁয় উনুন

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : বেশ কয়েকদিন ধরে সব জায়গায় রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট চলছে। এই সংকটে শহরে যেন পুরোনো দিনের ছবি ফিরে এসেছে। শহরের বিভিন্ন ক্যাফে ও রেস্তোরাঁগুলির দিকে নজর পড়লে দেখা যাচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার বাদ দিয়ে তাঁরা ফিরে গিয়েছে সেই উনুনের যুগে। বাণিজ্যিক গ্যাসের চরম সংকটে রেস্তোরাঁ ও ক্যাফের মালিকরা যেন দিশেহারা। দ্বিগুণ দাম দিয়েও সিলিন্ডার জোগাড় করতে না পারায় ব্যবসা চালাতে তাঁরা ভরসা রাখছেন উনুনের ওপর।

সূর্যনগর এলাকায় একটি রেস্তোরাঁর সামনে উনুন জ্বালানোর চেষ্টা করছিলেন এক কর্মী। সেই ফাঁকে তিনি জানান, বহু বছর আগে অভ্যাস চলে গিয়েছে। তাই উনুন ধরানোর পদ্ধতি আয়ত্তে আনতে একটু ধাক্কা খেতে হচ্ছে তাঁকে। আবার রবীন্দ্রনগরের এক ফাস্ট ফুড দোকানের ব্যবসায়ী রূপক দাস বলছিলেন, 'সাত-সাড়ে সাত হাজার টাকায় বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার কিনেও দু'দিনের বেশি চালাতে পারছি না। তাই এখন উনুন আর কয়লা ছাড়া উপায় নেই।' উনুনে রান্না না করলে দোকান বন্ধ করে দিতে হবে বলে জানান হায়দরপাড়ার একটি ক্যাফের মালিক শংকর দে।

তবে শুধু ছোট ছোট ক্যাফে বা ফাস্ট ফুডের দোকান নয়, উপায় না পেয়ে শহরের বড় রেস্তোরাঁগুলিও ঝুঁকেছে উনুন ও কাঠকয়লার দিকে। মাল্লাগুড়ির এক নামী রেস্তোরাঁর ম্যানেজার তারক চন্দের কথায়, 'ইন্ডাকশনে সব রান্না সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়। তাই রেস্তোরাঁর পেছনে খালি জায়গায় চারটি বড় উনুন তৈরি করে কাঠকয়লা দিয়ে রান্না চলছে।' আবার পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হয়ে খাবারের মেনুতে কাটছাঁট করেছেন বলে জানালেন হাকিমপাড়ার একটি নামকরা রেস্তোরাঁর মালিক বান্টি দত্ত।

কথায় আছে 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'। রেস্তোরাঁ ও ক্যাফের মালিকরা যেখানে রান্নার গ্যাসের সংকটে ভুগছেন সেখানে কয়লা-খড়ি ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটেছে। তাঁদের ব্যবসা যেন নতুন করে আবার খানিকটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বাইপাস এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে খড়ির ব্যবসা করছেন দুলাল সাহা। তিনি জানান, ইদানীংকালে অনেকে ফের উনুনে রান্না করার দিকে ঝুঁকেছেন। শুধু রেস্তোরাঁ নয়, আশপাশের বাড়ির অনেকে এখন উনুনে রান্না করছেন। তাই খড়ির চাহিদা বেশ বেড়েছে। কেজি প্রতি খড়ির দামও এক থেকে দুই টাকা করে বেড়েছে।

ডাঙ্গিপাড়ার কয়লা ব্যবসায়ী অখিল ঘোষও একই কথা জানান। তিনি বলেন, 'বিক্রি যেমন বেড়েছে তেমনি কিলো প্রতি দুই টাকা করে দামও বেড়েছে।' ওই দোকানে কয়লা কিনতে এসেছিলেন সুমন হালদার। তিনি জানান, জলপাই মোড় ও অম্বিকানগরে তাঁর ফাস্ট ফুডের দোকান আছে। রান্নার গ্যাস পাচ্ছিলেন না বলে মাঝে ৫-৬ দিন দোকান বন্ধ রেখেছিলেন। এখন উনুন, কয়লা ও খড়ি এগুলি ভরসা।

রবীন্দ্রনগরের একটি রেস্তোরাঁয় তন্দুর প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ইন্ডাকশনে সব রান্না সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়। তাই রেস্তোরাঁর পেছনে খালি জায়গায় চারটি বড় উনুন তৈরি করে কাঠকয়লা দিয়ে রান্না চলছে।

তারক চন্দ

পৃথিবীর পাঠশালা

মাটির তলার গোপন রাস্তা

স্কটল্যান্ডের এডিনবরা শহরের মাটির নীচে লুকিয়ে আছে মেরি কিংস ক্লোজ নামের এক আস্ত পুরোনো রাস্তা। সপ্তদশ শতাব্দীতে এটি শহরের একটি ব্যস্ত গলি ছিল। কিন্তু প্লেগ মহামারির সময় শহরকে পরিষ্কার রাখতে এবং নতুন বিল্ডিং বানাতে প্রশাসন ওই পুরোনো গলিগুলোর ওপর দিয়ে ছাদ ঢালাই করে নতুন রাস্তা তৈরি করে। ফলে পুরোনো গলিগুলো চিরকালের জন্য মাটির নীচে অন্ধকারে চাপা পড়ে যায়। বহু বছর পর এই সুড়ঙ্গগুলো যখন আবার আবিষ্কৃত হয়, তখন দেখা যায় শত শত বছর আগের ঘরবাড়ি, দরজা-জানলা সব অবিকল রয়েছে। প্লেগে মারা যাওয়া মানুষদের আত্মা নাকি আজও এই অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়। পর্যটকদের কাছে এই ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ এক চরম রোমাঞ্চ।

মারণ রোলার কোস্টার

অ্যামিউজমেন্ট পার্কে রোলার কোস্টারে চড়তে সবারই বুক কাঁপে। কিন্তু লিথুয়ানিয়ার এক ডিজাইনার এমন এক রোলার কোস্টারের নকশা বানিয়েছেন, যাতে চড়লে মানুষের মৃত্যু একদম নিশ্চিত। এর নাম ইউথানেশিয়া কোস্টার। এটি মূলত সেইসব মানুষের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, যাঁরা স্বেচ্ছায় এবং আনন্দের সঙ্গে যন্ত্রণাহীন মৃত্যুবরণ করতে চান। এটি প্রায় ষোলোশো ফুট উঁচু থেকে অবিশ্বাস্য গতিতে নীচে নামবে এবং পরপর সাতটি লুপ খাবে। এই প্রচণ্ড গতির ফলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে মানুষ প্রথমে অজ্ঞান হবে এবং তারপর মারা যাবে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এই মারণ যন্ত্রটি বাস্তবে কখনও তৈরি হয়নি, এটি কেবল একটি বৈজ্ঞানিক এবং মনস্তাত্ত্বিক নকশা হিসেবেই রয়ে গিয়েছে।

চিনের বিশাল জাহাজের বহর

ভাস্কো দা গামা বা কলম্বাসের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তাঁদেরও অনেক আগে পনেরো শতকে চিনের অ্যাডমিরাল ঝেং হে এক বিশাল নৌবহর নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাঁর জাহাজের বহর এতই বড় ছিল যা কল্পনা করাও কঠিন। তাঁর মূল জাহাজগুলো ছিল চারশো ফুটেরও বেশি লম্বা, যা কলম্বাসের জাহাজের চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ বড় ছিল। প্রায় সাতাশ হাজার নাবিক এবং সৈন্য নিয়ে তিনি ভারত, আফ্রিকা এবং আরবের নানা প্রান্তে ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর মৃত্যুর পর চিনের সম্রাটরা হঠাৎ দেশভ্রমণের নীতি পালটে ফেলেন। তাঁরা সব জাহাজ পুড়িয়ে দেন এবং ঝেং হের সমস্ত রেকর্ড নষ্ট করে দেন। ফলে এই অসামান্য নৌ-অভিযানের কথা বিশ্ববাসীর কাছে বহুদিন অজানাই থেকে গিয়েছিল।

পাঠোদ্ধার না হওয়া বই

হাজার হাজার বিজ্ঞানী, ভাষাবিদ আর আধুনিক সুপার কম্পিউটারও যা পড়তে পারেনি, তার নাম ভয়নিচ ম্যানুস্ক্রিপ্ট। পনেরো শতকের এই হাতে লেখা বইটি বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় বই। এটি এমন এক ভাষায় লেখা যা পৃথিবীর কোনও ভাষার সঙ্গে মেলে না। বইটির পাতায় পাতায় এমন সব অদ্ভুত গাছপালা, নক্ষত্রমণ্ডল এবং উলঙ্গ নারীদের ছবি আঁকা আছে, যার কোনও অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। বইটি কি ভিনগ্রহীদের লেখা, নাকি কোনও জাদুকরের সাংকেতিক ভাষা, নাকি স্রেফ কোনও বিশাল জালিয়াতি—তা আজও কেউ বুঝতে পারেনি। ১৯১২ সালে উইলফ্রিড ভয়নিচ নামের এক বই ব্যবসায়ী এটি উদ্ধার করেন। বর্তমানে এটি ইয়েল ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে কড়া পাহারায় রাখা আছে।

তোর্ষা সেতুতে ধুন্ধুমার দুই ফুলের

কোচবিহার ব্যুরো

৩০ মার্চ : এসআইআর-এ নাম ডিলিটের প্রতিবাদে সোমবার কোচবিহারের বেশকিছু জায়গায় পথ অবরোধ হয়। যার জেরে কোচবিহার, নিশিগঞ্জ, ঘোকসাডাঙ্গা সহ নানা জায়গায় ব্যাপক যানজট হয়। ঘুঘুমারির তোর্ষা সেতুতে একইসঙ্গে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর গাড়ি আটকে যায়। তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে অভিনেতা দেবের কনভয়ও ছিল। রাস্তা দিয়ে যাওয়া নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা ও তীব্র বাদানুবাদ হয়। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে সেখানে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলায় কোচবিহার থেকে দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গার যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য, 'ঘুঘুমারিতে আমাদের বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে যাতে যেতে না পারি সেজন্য তৃণমূল কিছু লোকজনকে দিয়ে অবরোধ করিয়েছিল। আমরা সেখানে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে আটকে পড়ি। আমাদের কালো পতাকা দেখানো হয়েছে।' অন্যদিকে, বিশৃঙ্খলার জন্য তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) বিজেপিকেই দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়, 'বিজেপি প্রার্থী তোর্ষা সেতুর ওপর নিজের গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে অবরোধ করেছেন। শেষে মানুষকে হয়রানিমুক্ত করতে আমরা পথে নেমেছিলাম।'

বাসিন্দারা এদিন প্রথমে ঘুঘুমারি চৌপথিতে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ শুরু করেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম না ওঠানো পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি জানানো হয়। ১১৪ নম্বর বুথের বাসিন্দা শাহেদুল হক বলেন, 'যাঁরা বাংলাদেশ থেকে ছয় বছর আগে এখানে এসেছেন তাঁদের নামও ভোটার তালিকায় রয়েছে। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানকার বাসিন্দা হলেও তালিকায় আমাদের নাম নেই। এই বুথে ১৯৬ জনের নাম বাদ গিয়েছে। আমরা চাই, জেলা শাসক সহ প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এখানে এসে নথিপত্র খতিয়ে দেখে আমাদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করানোর ব্যবস্থা নিন।'

একই ইস্যুতে মাথাভাঙ্গার রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারাও এদিন অবরোধে শামিল হন। ফালাকাটা-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের আটপুকুরি বাজার সংলগ্ন এলাকায় প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলা পথ অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে লম্বা গাড়ির লাইন দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। অবশেষে মাথাভাঙ্গা-২ এর জয়েন্ট বিডিও কল্যাণ রায় অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ ওঠে।

প্রার্থী ঘোষণার পরেই বিপত্তি

কংগ্রেসের গড়ে গৃহযুদ্ধ

মালদা ব্যুরো

৩০ মার্চ : প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই কার্যত বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে মালদা জেলা কংগ্রেস। টিকিট বণ্টন নিয়ে তীব্র অসন্তোষের জেরে সোমবার সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ, পথ অবরোধ ও টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ক্ষুব্ধ কর্মীদের একাংশ দলীয় কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি 'তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত' ও 'মোটা টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রির' বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। চাঁচল থেকে বৈষ্ণবনগর, ইংরেজবাজার থেকে রতুয়া— সর্বত্রই এখন গোষ্ঠীকোন্দলের বিস্ফোরণ ঘটেছে।

বিক্ষোভের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্র। রবিবার রাতে প্রার্থী হিসেবে প্রাক্তন বিধায়ক আসিফ মেহবুবের নাম ঘোষণা হতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। সোমবার সকাল থেকে চাঁচলের দলীয় কার্যালয় 'উমেশ ভবন'-এর সামনে চট পেতে আমরণ ধর্নায় বসেছেন শয়ে-শয়ে নেতা-কর্মী। বিক্ষোভকারীদের সাফ দাবি, ''আসিফ মেহবুব গত পাঁচ বছর কর্মীদের সুখ-দুঃখে পাশে ছিলেন না। তিনি আদতে এক 'পরিযায়ী পাখি'। তাঁর বদলে মাটির নেতা তথা প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আনজারুল হক জনিকে প্রার্থী করতে হবে।'' বিক্ষোভকারীরা উমেশ ভবনের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে ভাঙচুর করেন এবং টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন। তাঁদের হুঁশিয়ারি, প্রার্থী বদল না হলে জনিকে সামনে রেখে নির্দল হিসেবে লড়াই হবে এবং আসিফকে এলাকায় প্রচার করতে দেওয়া হবে না।

বিদ্রোহের আঁচ শুধু চাঁচলে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে গোটা জেলায়। বৈষ্ণবনগরে বর্ষীয়ান নেতা আজিজুল হক টিকিট না পাওয়ায় তাঁর অনুগামীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন আজিজুল-পুত্র সারওয়ার জাহান। তিনি সরাসরি জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ও মৌসম বেনজির নুরকে আক্রমণ করে সর্বভারতীয় সভাপতিকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে, ইংরেজবাজারের প্রার্থী হিসেবে ঘোষিত মাসাদুর আলম নিজেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি রতুয়া বা মালতীপুরের ভূমিপুত্র। আমাকে সেই এলাকার বদলে সম্পূর্ণ অচেনা ইংরেজবাজারে টিকিট দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমি আদৌ মনোনয়নপত্র জমা দেব কি না, তা নিয়ে ঘোর সংশয় রয়েছে।'

এদিকে, মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি এনামুল হকের অভিযোগ আরও মারাত্মক। তিনি বলেন, 'জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী তৃণমূলের সঙ্গে তলে তলে সেটিং করে মোটা টাকার বিনিময়ে আসিফকে টিকিট দিয়েছেন। আমরা জেলা সভাপতিরও পদত্যাগ দাবি করছি।' কোতুয়ালি পরিবারের দিকেও আঙুল তুলেছেন বিক্ষুব্ধদের একাংশ। তাঁদের দাবি, রতুয়া ও মালতীপুরের ভূমিপুত্রদের বঞ্চিত করে টাকার বিনিময়ে বাইরে থেকে প্রার্থী চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চাঁচলের দলীয় কার্যালয় উমেশ ভবনে ধর্না অবস্থান। ছবি:-মুরতুজ আলম

এই ডামাডোলের মধ্যে জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে বলেন, 'টিকিট পাওয়ার দাবিদার অনেকেই থাকেন। তাই টিকিট না পেলে সামান্য ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। আমরা বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে কথা বলছি। আশা করছি দু'-একদিনের মধ্যেই সব মিটে যাবে।' তবে বিক্ষুব্ধ নেতা আনজারুল হক জনি সুর নরম করতে নারাজ। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, 'তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুবিধা করে দিতেই কংগ্রেসের এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। দল প্রার্থী না পালটালে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব এবং নির্দল হিসেবেই মনোনয়নপত্র দাখিল করব।' পালটা প্রার্থী আসিফ মেহবুবের বক্তব্য, 'ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে দল বড়। আমি সকলকে নিয়ে চলতে চাই। কোন্দল চললে আসলে বিরোধীরাই লাভবান হবে।'

লিয়েন্ডারের পদ্ম-যোগের জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : ভোটের আগে বাংলার রাজনীতিতে বড় চমকের ইঙ্গিত। টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজের বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক আলোচনা। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্ম শিবিরে যোগ দিতে পারেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের দাবি, সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কৃষ্ণমেনন মার্গের বাসভবনে প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠক হয় লিয়েন্ডারের সঙ্গে। সেই বৈঠকের পরই তাঁর বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা আরও জোরালো হয়। যদিও সোমবার আনুষ্ঠানিক যোগদান হয়নি। মঙ্গলবার বিজেপির কেন্দ্রীয় দপ্তরে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দিতে পারেন এই টেনিস কিংবদন্তি।

লিয়েন্ডার পেজ।

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারের অন্যতম মুখ হিসেবে লিয়েন্ডারকে সামনে আনা হতে পারে। ক্রীড়াজগতের জনপ্রিয় মুখকে সামনে রেখে শহুরে মধ্যবিত্ত ও তরুণ ভোটারদের আকর্ষণ করাই বিজেপির কৌশল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৫ সালের নভেম্বরে তিনি বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর সম্ভাব্য রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে টেনিস মহলও বিস্মিত। অনেকেই মনে করছেন, অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ পদে যাওয়ার লক্ষ্য থাকতে পারে তাঁর। সেই কারণেই জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর জন্য এই পদক্ষেপ।

২০২১ সালে গোয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন লিয়েন্ডার। সেই সময় ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোরের উদ্যোগেই তাঁর তৃণমূলে যোগদান হয়েছিল। তবে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে কখনও সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যায়নি।

বিক্ষোভ মঞ্চ

প্রথম পাতার পর

'এমন পরিস্থিতি সত্যিই উদ্বেগজনক। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। আদালতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে।'

কিশোরীর পরিবারের আইনজীবী জনার্দন পেরিয়াল জানালেন, পুলিশ দশদিনের হেপাজত চেয়েছিল, সাতদিনের মঞ্জুর করা হয়েছে। আমিরের দাদা সমীর আলিকে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মাটিগাড়ায় এক কিশোরের মৃত্যুতে মূল অভিযুক্তকে মহকুমা আদালতে তোলার সময় ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধেছিল। ওই স্কুল পড়ুয়ার পরিবার সহ এলাকার লোকজন আদালত চত্বরে এসে বিক্ষোভ দেখান। এজলাসে নিয়ে যাওয়ার পথে ধৃতের ওপর চড়াও হন। ওই মাসেই স্বাস্থ্যশিক্ষা দুর্নীতিতে প্রতারিত পড়ুয়ারা কোর্টে ভিড় জমিয়েছিলেন। লাগাতার স্লোগান শাউটিং চলেছে।

সেবক রোডে পিষে মারার অভিযোগ উঠেছিল। সেই শংকর ছেত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তকে যতবার কোর্টে আনা হয়েছে, ততবার কখনও কোর্ট লক আপের সামনে, কখনও আদালতের বাইরে আন্দোলন দেখিয়েছে পরিবার-পরিজনরা। এদিনও বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে সকাল সাড়ে নয়টার আগেই কোর্ট লক আপে ঢুকিয়ে দেন। ভিড় জমতে শুরু করলে উইনার্স টিম সহ আরও বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীকে মোতায়েন করা হলেও ভিড় সামলানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না বলেই অভিযোগ।

এদিন পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন ভিড়ের মধ্যে থাকা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যদের। আদালতে এসেছিলেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠকও। হইচইয়ের মাত্রা বেড়ে গেলে বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি। পরে বলেন, 'সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তো থাকবেই। আমরা, অভিযুক্তের ফাঁসির সাজার দাবি জানাচ্ছি।'

এদিন শহরে কড়া শাস্তির দাবিতে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। সেখানে পা মেলান শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ।

৮৯ বছর বয়সে

প্রথম পাতার পর

করার পর ডাক্তাররা জানান, বাবার নিউমোনিয়া হয়েছে।'

অর্ণব সেনকে নির্দিষ্ট কোনও পরিচয়ের গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস, মেধাবী বিচরণ। পৈতৃক বাসভূমি হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে হলেও ১৯৩৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি অর্ণব সেনের জন্ম উত্তরবঙ্গের মাটিতে জলপাইগুড়ি শহরের হাকিমপাড়ায়। তবে শৈশব ও শিক্ষাজীবনের শুরু বর্ধমানের টাউন স্কুলে। পরে জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে ডুয়ার্সের বীরপাড়া স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পর্ব শুরু। ১৯৬৬ সালে আলিপুরদুয়ার কলেজের বাংলার অধ্যাপক হিসেবে নতুন অধ্যায় শুরু করেন। দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে ১৯৯৮ সালে অবসরগ্রহণ। লেখালেখির শুরু স্কুলজীবনে। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুলের দেওয়াল পত্রিকায় প্রথম লেখা। ১৯৫৬ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে সাহিত্যজীবনের বিস্তার। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ- সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। ভাষা ছিল অনাড়ম্বর, সরল অথচ গভীর।

বিদেশি সাহিত্যের উপর তাঁর দখল এবং তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক পাঠ ছিল বিস্ময়কর। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে 'অন্ধকারের সিঁড়ি' বিশেষভাবে স্মরণীয়। অনূদিত গ্রন্থ 'বিদেশি কবির আলোর অন্ধকারে' পাঠক মহলে প্রশংসিত। সাহিত্যচর্চায় অনন্য অবদানের জন্য ২০১১ সালে বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পান তিনি। এছাড়া মহাদিগন্ত, অশনিভূষণ মজুমদার স্মৃতি, কালশুদ্ধি, নোনাই, চিকরাশি, মল্লার, লোকমানস ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। অর্ণব সেনের কন্যা অর্পিতা বলেন, 'বাবা শুধু আমাদের পরিবারের ছিলেন না, তিনি ছিলেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, পাঠক আর শুভানুধ্যায়ীর প্রিয় মানুষ। শেষ সময় পর্যন্ত বই, লেখা আর মানুষকে নিয়ে ভাবতেন।' সেই বক্তব্যেরই যেন প্রতিফলন দেখা গেল সোমবার তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে।

ভিড় আছড়ে পড়ে আলিপুরদুয়ার শহরের নেতাজি রোডে তাঁর বাসভবনে। অনেকে সরাসরি পৌঁছে যান নার্সিংহোমেও। সাহিত্যপ্রেমী, ছাত্রছাত্রী, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মহল- সবাই শেষবারের মতো দেখে নিতে চেয়েছেন প্রিয় মানুষটিকে। আদর্শগতভাবে বামমনস্ক ছিলেন তিনি। নার্সিংহোম থেকে তাঁর দেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বেলতলা মোড়ে সিপিএমের পার্টি অফিসে।

তারপর শোকযাত্রা যায় আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রে। সেখানে সাংস্কৃতিক মহল তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানায়। এরপর তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মস্থল আলিপুরদুয়ার কলেজ (এখন বিশ্ববিদ্যালয়) ছুঁয়ে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর বাসভবনে। শেষযাত্রায় ছিলেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, লেখক পরিমল দে, প্রমোদ নাথ, কবি বেণু সরকার, শিক্ষক রণজিৎ মালাকার, সুমন গোস্বামী, অম্বরীশ ঘোষ ছাড়াও বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এবং আরও অনেকে। দুপুর দেড়টা নাগাদ শেষযাত্রা পৌঁছায় শোভাগঞ্জ শ্মশানে। সেখানেই হয় তাঁর শেষকৃত্য। শ্মশান চত্বরেও বহু মানুষ শ্রদ্ধা জানান। যেন শুধু এক সাহিত্যিককে নয়, সবাই হারালেন প্রিয় অভিভাবককে।

বাঁশের আড়ালে কাঠ পাচার

কামাখ্যাগুড়ি ও বারবিশা, ৩০ মার্চ : রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কামাখ্যাগুড়ির ঘোড়ামারা চৌপথি এলাকায় কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ ও ভল্কা রেঞ্জের যৌথ উদ্যোগে ১০ চাকার ট্রাক থেকে বিপুল পরিমাণ কাঠ বাজেয়াপ্ত হয়। অসম থেকে ট্রাকটি আসছিল। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ট্রাকটিতে বাইরে থেকে বাঁশবোঝাই করা থাকলেও ভেতরে লুকিয়ে রাখা ছিল প্রায় ৬০০ সিএফটি বামাটিক। গোপন খবর পাওয়ায় বনকর্মীরা ওই এলাকায় নজরদারি বাড়ান। সন্দেহজনক গাড়িটি চিহ্নিত করে থামানোর চেষ্টা করা হলে চালক দ্রুত গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। বন দপ্তরের কর্মীরা গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কাঠ বাজেয়াপ্ত করেন। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার শা। তাঁর কথায়, 'বনজ সম্পদ রক্ষায় বন দপ্তর সর্বদা তৎপর এবং কাঠ পাচার রুখতে এধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও জারি থাকবে। পালিয়ে যাওয়া চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।'

বাহিনী নিয়ে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

সেখানকার দলীয় প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনি প্রচারেও অংশ নেন রাজু। পরে স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একান্তে বৈঠকও করেন। এদিন সাংসদ আরও বলেন, 'কয়েকজন দুষ্কৃতী চোপড়াকে জেলখানা বানিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু চোপড়ায় গুন্ডারাজ আর চলবে না। এ ব্যাপারে পুলিশকেও বলা হয়েছে। থানায় গুন্ডাদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এর পরেও কেউ গুন্ডাগিরি করলে চুপ করে বসে থাকব না। আমরাও ঘরে ঢুকে মারব।'

চোপড়ার বিদায়ি তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান বলছেন, 'গুন্ডারাজ চোপড়ায় আছে না উত্তরপ্রদেশে আছে সেটা ভারতবর্ষের মানুষ সবাই জানেন। গত সাত বছরে সাংসদ এলাকায় তেমন কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেননি। কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ আটকে থাকলেও সে বিষয়ে সাংসদ একদিনও পার্লামেন্টে বলেননি।'

রবিবারের সংঘর্ষের প্রতিবাদে এদিন কাঁচাকালী বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি মিছিল বের করা হয়। তৃণমূলের মাঝিয়ালি অঞ্চল কোর কমিটির চেয়ারম্যান এক্রামুল হক সাংসদের 'ঘরে ঢুকে মারার' নিদানের সমালোচনা করে বলেন, এ ধরনের বক্তব্য কাম্য নয়, সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হবে। বিজেপির স্থানীয় নেতারাও রবিবারের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ।

চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উভয়পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আব্বাস আলি ও চৌধুরী সিংহ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের এদিন ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

রাহুলের মৃত্যুর

প্রথম পাতার পর

না স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বা ফিশারি সোসাইটির অনুমতি।

ওড়িশা পুলিশের সুরেই কথা বলেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা। তিনি জানিয়েছেন, একটা প্রফেশনাল শুটিং ইউনিটে অ্যাম্বুল্যান্স, লাইফ গার্ড, ডুবুরি, উদ্ধারকারী বোর্ড বা প্যারামেডিক থাকার কথা থাকলেও তালসারিতে সেসবের বিন্দুমাত্র উপস্থিতি ছিল না। রাহুলের দীর্ঘ ১৫ বছরের গাড়িচালক বাবলু দাসের বয়ান অনুযায়ী, সরঞ্জাম বইতে মাত্র একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা ছিল। নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তড়িঘড়ি কাজ শেষ করার তাগিদে কি তবে শিল্পীদের জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলছে প্রযোজনা সংস্থাগুলি?

ইউনিটের সদস্যদের বয়ানেও পরতে পরতে ধরা পড়েছে মারাত্মক অসংগতি। প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেন, সিরিয়ালটির চিত্রনাট্যে জলের কোনও দৃশ্য ছিল না। তাহলে কেন জলে নামলেন অভিনেতা? সে প্রশ্নের জবাব নেই। পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হাঁটুজলে একটি নাচের দৃশ্যে রাহুল ও তাঁর সহ অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্র হাত ধরে এগোচ্ছেন। সেখানেই আচমকা চোরা গর্তে পড়ে যান তাঁরা। শ্বেতাকে কোনওরকমে তোলা গেলেও তলিয়ে যান রাহুল।

সিরিয়ালটির শুটিং ম্যানেজারের দাবি, ঘটনার সময় প্যাক-আপ হয়ে গিয়েছিল। অথচ পরিচালকের দাবি, ড্রোন শট বাকি ছিল, ক্যামেরা সেট-আপের ফাঁকে সমুদ্রে নেমেছিলেন রাহুল। এতজন কলাকুশলীর উপস্থিতিতে একজন অভিনেতা কীভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন, তার সদুত্তর নেই কারও কাছে। পুলিশ ইতিমধ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। অভিনেতার শরীরে অ্যালকোহল ছিল কি না, জানতে ভিসেরা রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, মর্মান্তিক এই মৃত্যুকে ঘিরে শুরু হয়েছে চেনা রাজনৈতিক তর্জা। রাহুলের শববাহী শকট মুড়ে দেওয়া হয়েছিল লাল পতাকায়, বাড়ির দেওয়ালে পড়েছিল 'বিদায় কমরেড' পোস্টার। অভিনেতার এই বামপন্থী পরিচিতি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, দেবাংশু ভট্টাচার্যরা। আবার রাহুলের বাড়িতে গিয়ে স্থানীয়দের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীকে।

কিন্তু যে প্রশ্নটা টলিপাড়ায় এখন কাঁটার মতো বিঁধছে, তা হল- কাজ তোলার ইঁদুরদৌড়ে আর কতদিন শিল্পীদের জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে? রাহুলের অকালমৃত্যু কি আদৌ টলিউডের গাফিলতির সংস্কৃতিতে বদল আনতে পারবে?

অরূপ তোমার বাণী...

প্রথম পাতার পর

৮৯ বছরের প্রবীণ সাহিত্যিককেও পারল না।

এমন আড্ডাবাজ মানুষ আর কোথায়! যখন যেমনভাবে গিয়েছি, কখনও ফেরাননি। শুধু আমাকে নয়, কাউকেই অবহেলা করতেন না। আড্ডা জমে যেত মুহূর্তে। সাহিত্য, ভারতবর্ষ, মানুষ এবং বিশ্বসাহিত্যের ঝাঁপি খুলে বসতেন। আড্ডায় কার কত বয়স, সেটাও মনে থাকত না। কতজনের সঙ্গে যে অসমবয়সি বন্ধুতা। স্নেহ-ভালোবাসা মায়া দিয়ে ঘেরা বিজ্ঞানমনস্ক চির ভাস্বর এক ব্যক্তিত্ব। হাঁ করে গিলতাম তাঁর বক্তব্য। তাঁর কথায় সাহিত্য ও সমাজবিষয়ক শিক্ষাচিন্তায় অভিভূত হয়ে যেতাম। নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রবল স্মরণশক্তি। তাঁর আলমারির কোথায় কোন কোণে কোন বই বা ফাইল পড়ে থাকত, সব মুখস্থ। মুহূর্তে টেনে বের করে আনতেন শারীরিকভাবে সচল থাকার সময়। পরে হয়তো বলতেন, ওখানে আছে। ভাবলে বিস্ময় জাগে, এই সেদিনও তাঁর কলম চলছে।

আমি আলিপুরদুয়ার কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র, তখন তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশ 'প্রবাসী' পত্রিকায়। নিয়মিত আনন্দবাজার, যুগান্তর পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প, ফিচার লিখতেন। ক্লাসে ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্যে ছন্দ, অলংকার যেভাবে পড়াতেন- তাতে যে কোনও পড়ুয়ার বুঝতে সমস্যা হত না। তাঁর ক্লাসের অপেক্ষায় থাকতাম। আদ্যন্ত বাঙালি ভদ্রলোক আসতেন ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সাইকেল চড়ে। কলেজের গাড়িবারান্দায় এসে নামতেন। শারীরিকভাবে যতদিন পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, ততদিন তাঁকে সবাই সাইকেলে চড়ে ঘুরতে দেখেছেন। যে কেউ সাহিত্যসভায় আমন্ত্রণ জানালে উৎসাহ নিয়ে উপস্থিত হতেন। অনুষ্ঠান আলিপুরদুয়ার শহরে হলে সাইকেলে চড়েই যেতেন। সব অনুষ্ঠানেই তাঁর আলোচনা মানে গভীরতায় ছোঁয়া কথা-তথ্য। ছোট-বড় বলে কোনও কবি-গল্পকার তাঁর কাছে অচ্ছুত ছিলেন না। সবাই তাঁর সান্নিধ্য পেতেন। অনুভব করা যেত তাঁর আন্তরিকতা।

বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হল তাঁর জীবনাবসানে। সাহিত্য শুধু নয়, ইতিহাস, রাজনীতি, যে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাৎক্ষণিক উত্তর পাওয়া যেত। নীরেন চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দের মতো প্রথিতযশা কবিদের সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি। দেবকুমার বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখদের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক।

প্রয়াত শিক্ষক, সাহিত্যিক-গবেষক সমীর চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল একসময় সাহিত্যচর্চার মহাপীঠস্থান। বছরে পাঁচ-ছ'টা সাহিত্যের আড্ডা হত সেখানে। উত্তরবঙ্গের গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, তুষার চট্টোপাধ্যায়, বিমল ভট্টাচার্য, পরিমল দে, কমলেশ রাহা রায়ও থাকতেন। আমারও অনেকবার সুযোগ ঘটেছে সাহিত্যের এই দিকপালদের কথা শোনার। সুবোধ সরকার, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, কালীকৃষ্ণ গুহ, পূর্ণেন্দু পত্রী- কত যে নামকরা মানুষ এসেছেন। সমীর চক্রবর্তীর বাড়িতে শান্তিদেব ঘোষের গল্প শুনেছি। তিলোত্তমা মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই অর্ণববাবু সভা আলো করে থাকতেন। ছিলেন ভোজনরসিকও। চা বাগান সম্পর্কে অগাধ খোঁজখবর রাখতেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম- কনিষ্ঠ, নতুন সীমান্ত, উত্তরের হাওয়া, গল্প ইদানীং। এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর কুড়িটি বই। ছোটগল্পের ভাষা সময়ের ভাষা ও আধুনিকতার নানা স্তর- তাঁর দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। এছাড়াও শৈল ভাবনায় কথা সাহিত্যের কয়েকজন, কবিতার রহস্য অরণ্যে, চায়ের দেশের জলছবি, কথা সাহিত্যে উত্তরের হাওয়া- ছোটগল্পের তিনটি বই। দুটি উপন্যাস, অনুবাদের বই 'বিদেশী কবির আলো অন্ধকারে।' তাঁর অসংখ্য লেখার মধ্যে ছড়িয়ে আধুনিকতার নানা স্বর।

প্রশাসনে অনাস্থা, ব্রিজ হচ্ছে চাঁদা তুলে

প্রথম পাতার পর

১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ময়না এলাকায় ডানদিকে তাঁর গ্রামের রাস্তায় থমকে যেতে হয় শ্রীমতি নদীতে। জল নেই। দূর থেকে দেখলে চাষের জমি মনে হবে। নদী পেরিয়ে ওপারে রাস্তা চলে গিয়েছে ১৫টিরও বেশি গ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে ওইসব গ্রামের দাবি, শ্রীমতীর ওপর ব্রিজ। এজন্য একাধিকবার গাজোলের প্রাক্তন বিধায়ক দীপালি বিশ্বাস থেকে এখনকার বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, এমনকি উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুর কাছে দরবার করেছেন ওই গ্রামের মানুষ। আশ্বাস মিলেছে, কাজ হয়নি।

গ্রামবাসী এখন নিজেদের উদ্যোগে ব্রিজ তৈরি শুরু করে দিয়েছেন। ৬টি পিলার তৈরিও হয়ে গিয়েছে। প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধি-কারও আর আস্থা নেই। নীলকমল বলেন, 'ছোট্ট পানের দোকান আমার। স্ত্রী অসুস্থ। স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ সামলেও এই ব্রিজ তৈরির জন্য ৬০০০ টাকা দিয়েছি।' রাজনগর গ্রামের স্বপন রায় শোনালেন, 'এমএলএ, এমপি-রা কীর্তন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আসেন। তাঁদেরও গাড়ি এপারে রেখে হেঁটে নদী পার হতে হয়।'

তাও এমএলএ বা এমপি উন্নয়ন তহবিল থেকেও ব্রিজটি করার কথা কেউ ভাবেননি। গ্রামবাসী ৩০ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে ব্রিজ তৈরি শুরু করেছেন। গ্রামের মানুষের চোখে এখন নির্বাচন নয়, শুধু ব্রিজের স্বপ্ন। ভোটের প্রচারে কারও কান নেই। শুধু ব্রিজ নয়, হা-হুতাশ আছে অনেককিছু নিয়ে। পাশের বুনিয়াদপুর পুরসভা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু গাজোল শুধু পুরসভার আশ্বাসই পেয়েছে।

নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, আবর্জনা পরিষ্কার- যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই বঞ্চনার চিত্র। গাজোল স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে এক আড্ডায় কৃষ্ণপল্লির প্রশান্ত মিত্র বলছিলেন, ইংরেজ আমলে দুটো পুরসভা হয়েছিল মালদা জেলায়। তারপর একটাও হয়নি। অথচ গাজোল, চাঁচল এবং কালিয়াচকে পুরসভা খুব দরকার। সকালে ক্যারিব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন রিংকু গোস্বামী। মুখে একরাশ বিরক্তি। কেন? জিজ্ঞাসা করায় উত্তর, 'কয়েক মাস আগে বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেত। কিছুদিন ধরে গাড়ি আসা বন্ধ। কোথায় যে আবর্জনা ফেলব!'

মালদা জেলার একমাত্র স্টেট জেনারেল হাসপাতাল গাজোলে। চুক্তি পুনর্নবীকরণ না হওয়ায় মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পিপিপি মডেলে ইউএসজি এবং রক্ত পরীক্ষা বন্ধ। প্রসবের জন্য এই হাসপাতালে আসেন গাজোল ছাড়াও উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমানা এলাকার বহু মহিলা। হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন শকুন্তলা দেবী। তিনি বললেন, 'মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বলল, মালদা নিয়ে যেতে হবে। এত বড় হাসপাতাল, ডাক্তারও আছে। কিন্তু সিজারের ব্যবস্থা নেই।' গাজোলে দরকার দমকল, বাসস্ট্যান্ড, উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা শৈলেন সরকারের অভিযোগ, 'বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মন তো মনে দাগ কাটার মতো কোনও কাজই করতে পারেননি।'

গতবার মাত্র ১৭৯৮ ভোটে বিজেপির চিন্ময় দেববর্মন জয়লাভ করেছিলেন। চিন্ময়ের উপর এখন লোকাল বিজেপি নেতাদের একাংশই খুশি নন। তৃণমূল প্রার্থী তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস। হেভিওয়েট সন্দেহ নেই। কিন্তু গায়ে সেঁটে রয়েছে বহিরাগত তকমা। এজন্য তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের ভেতরে চাপা ক্ষোভ। একসময়ের বামদুর্গে সিপিএম প্রার্থী প্রাক্তন আধাসেনা ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার।

গাজোলের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আটটি তৃণমূলের, বিজেপির ছ'টি। একটিতে বিজেপির সঙ্গে জোটে রয়েছে কংগ্রেস এবং বাম। তিনটি জেলা পরিষদ আসনের তিনটিই তৃণমূলের দখলে। পঞ্চায়েত সমিতিও তৃণমূলের। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬- এই আসন সিপিএমের দখলে ছিল। ২০১১-তে কংগ্রেস, ২০১৬-তে সিপিএম, ২০২১-এ বিজেপির দখলে যায়। এতে স্পষ্ট এখানে সুইং ভোটারের সংখ্যা ভালোই। যাঁরা দল দেখে নয়, পরিস্থিতি দেখে ভোট দেন।

বল বিকৃতি, বহিরাগত বিতর্কে তোলপাড় পিএসএল

লাহোর, ৩০ মার্চ : বর্তমানে পিএসএল মানেই যেন নিত্যনতুন বিতর্কের আখড়া! দর্শকশূন্য গ্যালারি এবং জার্সির রং উঠে বল লাল হয়ে যাওয়ার ঘটনার পর, এবার এই লিগে উঠল বল বিকৃতির মারাত্মক অভিযোগ। রবিবার করাচি কিংসের কাছে লাহোর কালান্দার্সের হারের ম্যাচে বলের আকৃতি নষ্ট করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন লাহোরের তারকা ব্যাটার ফখর জামান।

পিসিবি-র এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ফখরের বিরুদ্ধে লেভেল থ্রি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। পিএসএলের নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমবার এই অপরাধের জন্য এক থেকে দুই ম্যাচের নির্বাসনের শাস্তি হতে পারে। আগামী দুইদিনের মধ্যে ম্যাচ রেফারি রোশন মহানামা এই বিষয়ে শুনানি করবেন, যেখানে ফখর নিজের পক্ষে সওয়াল করার সুযোগ পাবেন।

ঘটনাক্রম

- লাহোর কালান্দার্সের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে করাচি কিংসের প্রয়োজন ছিল ১৪ রান।
- ওভার শুরু হওয়ার আগে দেখা যায়, বোলার হ্যারিস রউফের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন লাহোরের অধিনায়ক শাহিন শা আফ্রিদি ও ফখর জামান।
- সেই সময় বারবার নিজেদের মধ্যে বল আদানপ্রদান করছিলেন তাঁরা। প্রত্যেকেই বল নিয়ে হাতের তলায় লুকিয়ে রাখছিলেন।
- যা চোখে পড়ার পর আম্পায়ার ফয়জল আফ্রিদি বল চেয়ে নেন। আলোচনা করেন অপর আম্পায়ার শরফুদ্দৌলার সঙ্গে।
- আম্পায়াররা ঘোষণা করেন বল বিকৃত করা হয়েছে। করাচিকে তাঁরা ৫ রান পেনাল্টি দেন।
- যার ফলে শেষ ওভারে করাচির টার্গেট ১৪ থেকে কমে ৯ রান হয়। যা তারা তুলে নেয়।

বল পরীক্ষা করছেন দুই আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ও ফয়জল আফ্রিদি।

> টিম হোটেলের বহিরাগত ঢোকানো, বল বিকৃতির মতো ঘটনায় ক্ষুব্ধ বোর্ড প্রধান মহসিন নকভি। জঙ্গিহানার হুমকি রয়েছে। পিসিবি তাই নির্বিঘ্নে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে মরিয়া। তার মধ্যে আফ্রিদিদের এহেন আচরণ বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছে।
>
> **-পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক**

ঘটনার সূত্রপাত করাচি কিংসের রান তাড়া করার শেষ ওভারের শুরুতে। শাহিন শা আফ্রিদি এবং ফখরের হাত ঘুরে বলটি বোলার হ্যারিস রউফের কাছে যাওয়ার পর মাঠের দুই আম্পায়ার তা পরীক্ষা করেন। তাঁরা বুঝতে পারেন, বলটি বিকৃত করা হয়েছে। এরপর শাস্তিস্বরূপ ব্যাটিং দলকে (করাচি) ৫ পেনাল্টি রান দেওয়ার পাশাপাশি বল বদলে নেওয়ার সুযোগ দেন আম্পায়াররা। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় যা। শেষপর্যন্ত ১৪-র বদলে ৯ রানের লক্ষ্য পূরণ করে ম্যাচ জিতে নেয় করাচি। অন্যদিকে, উইকেট পাওয়ার পর ব্যাটারকে উদ্দেশ্য করে উসকানিমূলক সেলিব্রেশনের দায়ে করাচির পেসার হাসান আলির ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ কাটা গিয়েছে।

শাহিনের বিরুদ্ধে আবার নিয়ম লঙ্ঘন করে টিম হোটেলে বহিরাগতদের ঢোকানোর অভিযোগ। খবর, প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘরের মধ্যে কাটান বহিরাগতরা। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে পাঞ্জাব পুলিশের তরফে পিএসএলের সিইও সলমন নাসিরকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। চার বহিরাগত লাহোর দলে আফ্রিদির সতীর্থ সিকান্দার রাজার পরিচিত।

জোড়া বিতর্কে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। জঙ্গি হুমকির পরও নিরাপত্তায় ফাঁকফোকর প্রকাশ্যে। বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক দাবি করেছেন, 'টিম হোটেলের বহিরাগত ঢোকানো, বল বিকৃতির মতো ঘটনায় ক্ষুব্ধ বোর্ড প্রধান মহসিন নকভি। জঙ্গিহানার হুমকি রয়েছে। পিসিবি তাই নির্বিঘ্নে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে মরিয়া। তার মধ্যে আফ্রিদিদের এহেন আচরণ বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছে।'

সন্ধ্যায় কলকাতা ফিরল কেকেআর

গ্রিনকে নিয়ে বিতর্ক চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চ : হার দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু। দোসর ধুন্ধুমার বিতর্ক!

গতরাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। দলের বোলিং নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মিডল ও ডেথ ওভারের ব্যাটিং নিয়েও রয়েছে উদ্বেগ। উপরি হিসেবে দলের ২৫.২০ কোটির অজি তারকা ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক।

হার্দিক পান্ডিয়াদের বিরুদ্ধে ১০ বলে ১৮ রান করেছিলেন গ্রিন। পরে পুরো সময় ফিল্ডিং করলেও তাঁকে বল হাতে দেখা যায়নি। কেন দেখা যায়নি গ্রিনকে? ম্যাচ হারের পর পুরস্কার বিতরণী মঞ্চ ও গভীর রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানেকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে রাহানে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে কাঠগড়ায় তুলে দেন। রাহানে বলেছিলেন, 'গ্রিন কেন বল করেনি, এই ব্যাপারে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে জিজ্ঞাসা করুন। জবাব ওদের কাছেই রয়েছে।'

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে আজ টিম কেকেআর ও অধিনায়ক রাহানের জন্য পালটা এসেছে। গ্রিনের দেশের ক্রিকেট বোর্ড স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কেন অজি তারকা বল করেননি, জবাব কেকেআরের কাছেই রয়েছে। সোজাকথায় বিষয়টা স্পষ্ট, গ্রিনের বোলিং নিয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফেই। কিন্তু কেন? উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে সোমবার এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, গ্রিনের পিঠে চোট রয়েছে। এই চোটের কারণে তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে হাজির হয়ে বোলিং করেননি। আইপিএলের শুরুতেও সেই নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। কেকেআরের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, গ্রিন নিয়ে মঙ্গলবার নাইটদের তরফে সরকারিভাবে মিডিয়া রিলিজ করা হবে। যেখানে ফ্র্যাঞ্চাইজি বনাম ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার যুদ্ধ নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করা হবে।

শাহরুখ খানের দলকে ঠকিয়েছেন গ্রিন। সারাদিন ধরে আজ সমাজমাধ্যমে তোলপাড় চলেছে এই ব্যাপারে। মুম্বইয়ে প্রথম ম্যাচ হারের পর আজ সন্ধ্যায় কলকাতা ফিরে এসেছে কেকেআর। সঙ্গে গ্রিন বিতর্কও বেড়ে চলেছে। মজার কথা হল, গ্রিন কলকাতায় নাইটদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দেওয়ার পর নেটে বোলিং করেছিলেন। কিন্তু ম্যাচে করেননি। নাইটদের অন্দরমহলের খবর, ২ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও ৬ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে বোলিং না করলেও ৯ এপ্রিলের লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচে ইডেন গার্ডেন্সে বল হাতে গ্রিনকে দেখতে পাওয়ার জোরদার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, শ্রীলঙ্কার মাথিশা পাথিরানা প্রায় ফিট হওয়ার মুখে। কেকেআরের অন্দরমহলের খবর, চলতি সপ্তাহতেই পাথিরানা কলকাতায় পৌঁছে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। যদিও তাঁর কলকাতায় হাজির হওয়ার দিন এখনও চূড়ান্ত নয়।

ছেলে রাঘবের সঙ্গে সোমবার কলকাতায় ফিরলেন আজিঙ্কা রাহানে।

কেকেআর-কে ঠকিয়েছে ক্যামেরন গ্রিন। এই মিমে আপাতত তোলপাড় সামাজিক মাধ্যমে।

ইডেনে 'টার্নার' চেয়েও পাচ্ছে না কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চ : সবুজের সমারোহ। আউটফিল্ডের সঙ্গে পিচকে আলাদাভাবে চেনাই যাচ্ছে না। পাশাপাশি তিনটি পিচ তৈরি। সারা বিকেল ধরে সেই তিনটি পিচেই হালকা রোলার চালানো হল। দেওয়া হল সামান্য জলও।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ক্রিকেটের নন্দনকাননে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ রয়েছে। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হারের পর নাইটদের জন্য ঘরের মাঠে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ। জয়ের সরণিতে ফেরার তাগিদও রয়েছে। দুর্বল বোলিংয়ের পাশে দল হিসেবে নাইটদের প্ল্যান 'বি' না থাকা, আইপিএলের শুরুতেই কেকেআরের ভাগ্য নিয়ে তৈরি করেছে সংশয়। ২২০ রান করার পরও ম্যাচ হারের ধাক্কা সামলানো সহজ নয়। তাই বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে চর্চায় বাইশ গজ। ইডেন গার্ডেন্সে কোন পিচে খেলা হবে বৃহস্পতিবার? ঘরের মাঠে কেমন পিচ চাইছেন আজিঙ্কা রাহানেরা?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঘরের মাঠে টার্নারের দাবি ইতিমধ্যেই তুলে দিয়েছে নাইট টিম ম্যানেজমেন্ট। শেষ মরশুমে ঘরের মাঠে হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়া নিয়ে কেকেআর বনাম কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে প্রবল বিতর্ক হয়েছিল। সিএবি সূত্রের খবর, এবারও ঘরের মাঠে সুনীল নারায়ণ ও বরুণ চক্রবর্তীর উপস্থিতির কারণে ঘূর্ণি পিচ চাইছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। বাস্তবে ইডেনে ঘূর্ণির ঘেরাটোপ তৈরির সম্ভাবনা কার্যত উড়িয়ে দিচ্ছেন কিউরেটর সুজন। সরাসরি তিনি কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও জানা গিয়েছে, কেকেআরের দাবি মতো ইডেনে টার্নার হচ্ছে না। তাহলে কেমন পিচ হতে পারে? খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, ইডেনের চরিত্র মেনেই স্পোর্টিং পিচ হবে। যেখানে থাকবে বাউন্স। বল পড়ে ব্যাটে আসবে। বড় রানের ম্যাচও হবে। চার-ছক্কার ফুলঝুরি দেখা যাবে।

> সিএবি সূত্রের খবর, এবারও ঘরের মাঠে সুনীল নারায়ণ ও বরুণ চক্রবর্তীর উপস্থিতির কারণে ঘূর্ণি পিচ চাইছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। বাস্তবে ইডেন গার্ডেন্সে ঘূর্ণির ঘেরাটোপ তৈরির সম্ভাবনা কার্যত উড়িয়ে দিচ্ছেন কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়।

নাইটদের ঘূর্ণির চাহিদাকে কার্যত বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে সিএবি-র তরফে দাবি করা হচ্ছে, বরুণ-নারায়ণের ভরসায় কেকেআর টার্নারি চাইলেও স্পিনারদের 'রহস্য' অবশিষ্ট রয়েছে কি? টি২০ বিশ্বকাপের পর গতরাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দেখা গিয়েছে, বরুণ রহস্য এখন শুধুই অতীত। আর নারায়ণকে দিয়ে ৪ ওভার বল করাতে পারেনি কেকেআর। তাই নাইটদের চাহিদা অনুযায়ী টার্নারি হচ্ছে না ইডেনে। ব্যর্থতায় ভরা শেষ মরশুমের মতো হয়তো এবারও অধিনায়ক রাহানে দাবি তুলবেন, ঘরের মাঠের সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন না। ফের বিতর্ক হবে। যদিও বাস্তব হল, কেকেআরের বোলিংয়ে পেস ও স্পিন, কোনও শক্তিরই দিশা মিলছে না এবার।

রোহিত-শার্দূলকে কুর্নিশ শচীনের

> *আইপিএলের শুরুতেই রোহিতের ২.০ ভার্সনের দেখা মিলল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে তাঁর ৭৮ রান মুম্বইয়ের জয়ের রাস্তা গড়ে দেয়।*

মুম্বই, ৩০ মার্চ : প্রথম ম্যাচে হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু! গত ১৩ বছরের চেনা এই 'পরম্পরা' অবশেষে ভাঙল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ২০১২ সালের পর এই প্রথমবার আইপিএলের প্রথম ম্যাচ জিতে অভিযান শুরু করল তারা। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্স-বধের মূল কারিগর শার্দূল ঠাকুরের পেস এবং রোহিত শর্মা ও রায়ান রিকেলটনের বিধ্বংসী ওপেনিং জুটি।

মুম্বইয়ের এই দাপুটে জয়ে উচ্ছ্বসিত খোদ শচীন তেন্ডুলকার। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রোহিত-শার্দূলদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে মাস্টার ব্লাস্টার লেখেন, 'ইনিংসের ভালো শুরু রান তাড়ার কাজকে সবসময় সহজ করে দেয়। রিকেলটন এবং রোহিতের যুগলবন্দি শুরুতেই দলের সাজঘরে অক্সিজেন জুগিয়েছে। হাই স্কোরিং ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করল শার্দূলও। দারুণ একটা মরশুমের অপেক্ষায় থাকলাম।'

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে এবং অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর জোড়া অর্ধশতরানে ভর করে ২২০ রানের পাহাড় গড়েছিল কেকেআর। কিন্তু ব্যাটিং সহায়ক পিচে সেই বিশাল পুঁজিও কাজে আসেনি। বরুণ চক্রবর্তী থেকে বৈভব অরোরা, ব্লেসিং মুজারাবানি-নাইট বোলারদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় মাত্র ১৬ ওভারেই ম্যাচ পকেটে পোরে মুম্বই।

নাইট বোলারদের মধ্যে মন্দের ভালো নতুন মুখ কার্তিক ত্যাগী। তবে এই তরুণ পেসারকে নিয়ে আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন প্রোটিয়া কিংবদন্তি ডেল স্টেইন। তাঁর মতে, কার্তিকের পেস ও স্কিল প্রশংসনীয় হলেও সে অন্য বোলারদের অন্ধ অনুকরণ করার চেষ্টা করে। স্টেইনের স্পষ্ট পরামর্শ, 'কাউকে অনুসরণ করা ভালো, কিন্তু অনুকরণ নয়। নিজের শারীরিক ক্ষমতা বুঝে নিজস্বতা বজায় না রাখলে কার্তিকেরই ক্ষতি।'

দাপুটে জয়ে তৈরি ফ্রান্স

মেরিল্যান্ড, ৩০ মার্চ : আগামী বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে জোড়া প্রীতি ম্যাচে নিজেদের দাপট দেখাল ফ্রান্স। আগের ম্যাচে শক্তিশালী ব্রাজিলকে হারানোর পর, রবিবার কলম্বিয়াকেও ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিল ফরাসিরা।

এই ম্যাচে প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তন করে বেঞ্চের শক্তি পরখ করে নেন কোচ দিদিয়ের দেশ। তরুণ উইঙ্গার দেজিরে দুয়ের জোড়া গোল এবং মার্কাস থুরামের দুরন্ত হেডারে অনায়াস জয় তুলে নেয় ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপেদের ছাড়াই কলম্বিয়াকে পর্যুদস্ত করে দেশ বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর রিজার্ভ বেঞ্চও কতটা শক্তিশালী। মে মাসে তিনি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবেন। এদিনই জাতীয় দলের হয়ে প্রথম গোল করলেন দুয়ে। ম্যাচ শেষে ফ্রান্সের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি প্রসঙ্গে দেশ বলেছেন, 'এই পর্যায়ে দুটো ম্যাচ খেললাম। ভালো খেলেছি আমরা। জয়টা প্রয়োজন ছিল। এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

অন্যদিকে, প্রীতি ম্যাচে টাইব্রেকারে ফিনল্যান্ডকে হারাল কেপ ভের্দে। নির্ধারিত সময় ফল ছিল ১-১। টাইব্রেকারে ম্যাচের ফল কেপ ভের্দের পক্ষে ৪-২।

ফ্রান্সের হয়ে প্রথম গোলের পর উচ্ছ্বাস দেজিরে দুয়ের।

প্রথম দিনেই শীর্ষে প্রজ্ঞা

পেগেইয়া (সাইপ্রাস), ৩০ মার্চ : ক্যান্ডিডেটস দাবায় জয় দিয়ে যাত্রা শুরু রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দর। প্রথম রাউন্ডে নেদারল্যান্ডসের অনীশ গিরিকে হারালেন প্রজ্ঞা।

ঠান্ডা মাথার অনীশের বিরুদ্ধে লড়াইটা খুব সহজ ছিল না। প্রজ্ঞাও তৈরি হয়েই বসেছিলেন। প্রথম থেকেই পরিকল্পনামাফিক চালে প্রতিপক্ষের ঘর ভাঙার চেষ্টায় ছিলেন তিনি। লাগাতার আক্রমণে অনীশকে একটা সময় রীতিমতো চাপে ফেলে দেন। মিডল গেমে ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালান ডাচ গ্র্যান্ডমাস্টার। এন্ড গেমে তাঁর ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়েই ঠান্ডা মাথায় বাজিমাত করেন প্রজ্ঞা।

অন্যদিকে ক্যান্ডিডেটস দাবার মহিলা বিভাগে প্রথম রাউন্ডে হতাশ করলেন দিব্যা দেশমুখ। ইউক্রেনের আনা মুজিচুকের বিরুদ্ধে ড্র করেছেন দিব্যা। ম্যাচের শেষদিকে জয়ের সুযোগ থাকলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি নাগপুরের দাবাড়ু। মহিলাদের বিভাগে ভারতের আরেক প্রতিনিধি রমেশবাবু বৈশালীও ড্র করেছেন বিবিসারা আসাউবায়েভার সঙ্গে। মহিলাদের বিভাগে বাকি সব ম্যাচ এদিন শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবেই।

শার্দূলকে অভিনব অনুরোধ হার্দিকের

মুম্বই, ৩০ মার্চ : কেউ বলছেন, শাপমোচন। কেউ আবার বলছেন, ছয় নম্বর আইপিএল ট্রফিটা এবারই আসছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে।

শেষ পর্যন্ত হার্দিক পান্ডিয়ার হাতে ট্রফি উঠবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ১৪ বছর পর প্রথম ম্যাচে জয় মুম্বই শিবিরের মেজাজটাই বদলে দিয়েছে। রোহিত শর্মার মায়াবী ফর্ম, রায়ান রিকেলটনের দুর্দান্ত ব্যাটিং আগ্রাসনের পাশে বল হাতে শার্দূল ঠাকুরের ছন্দ-সাফল্যের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে মুম্বইয়ের।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ৪ এপ্রিল পরবর্তী ম্যাচ মুম্বইয়ের। সেই ম্যাচের আগে হার্দিকদের দলের অন্দরের মেজাজটা দুর্দান্ত। অধিনায়ক হার্দিক গত রাতে কেকেআরের দখল নেওয়ার পর তাঁর পূর্বসূরি অধিনায়ক হিটম্যানকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'রোহিতের প্রতিটা শটের মধ্যে একটা আলাদা ব্যাপার থাকে। যা সবার কাছে শিক্ষণীয়। রোহিতের ব্যাট এভাবে চলতে থাকলে আমরা সাফল্যের স্বপ্ন দেখতেই পারি।'

হিটম্যানকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়ার পাশে কেকেআর বনাম মুম্বই ম্যাচের সেরা লর্ড শার্দূলকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন হার্দিক। সতীর্থের কাছে অভিনব অনুরোধও করেছেন মুম্বই অধিনায়ক। বলেছেন, 'আমি শার্দূলকে বলেছি, অনেক হয়েছে। তুমি মুম্বইয়ে থেকে যাও। মুম্বইয়ের হয়েই কেরিয়ার শেষ করো। ওর মতো অলরাউন্ডার যে কোনও দলের সম্পদ।' অধিনায়কের প্রশংসা পেয়ে আবেগে ভাসছেন শার্দূলও। গত রাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা শার্দূল বলেছেন, 'মুম্বই আমার শহর। এখানে থাকতে পারলে ভালোই লাগবে। মুম্বই টিম ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ দিতে চাই লখনউ থেকে আমায় মুম্বই দলে নিয়ে আসার জন্য।'

তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন শার্দূল। তাঁর জন্যই কেকেআরের স্কোরটা ২২০-তে থেমেছিল। না হলে আজিঙ্কা রাহানে, ফিন অ্যালেনরা এমন ব্যাটিং ঝড় শুরু করেছিলেন যে, অন্তত ২৫০ হতে পারত কেকেআরের স্কোর। শার্দূলের জন্যই সেটা হয়নি। মুম্বইয়ের অলরাউন্ডারের কথায়, 'ছোট থেকে ওয়াংখেড়ের মাঠে খেলেছি। এই মাঠের পিচটাকে খুব ভালো চিনি। ফলে ভালোই জানতাম, এই পিচে গতির হেরফের করতে পারলে সাফল্য আসবেই। সেটাই হয়েছে কেকেআর ম্যাচে। এই ছন্দ ধরে রাখার চেষ্টা করব।'

শাপমোচন মুম্বইয়ের

১৪ বছর পর আইপিএলে প্রথম ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জয়ের পর অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া।

ম্যাচ দেখতে গিয়ে ফোন চুরি

বেঙ্গালুরু, ৩০ মার্চ : আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই বিপত্তি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ দেখতে এসে ফোন খোয়ালেন বেশ কিছু দর্শক। জানা গিয়েছে, ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসেই বেশিরভাগ চুরিগুলি হয়েছে। দর্শকরা ভিড়ে ঠাসা জায়গা দিয়ে খাবার কিংবা জল কিনতে গিয়ে ফোন হারিয়েছেন। আবার কিছু চুরি হয়েছে মেট্রো স্টেশন কিংবা স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায়। এখনও পর্যন্ত পুলিশের কাছে ৩০টি চুরির অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে, অন্তত ৫০-৬০টি ফোন চুরি হয়েছে। বেঙ্গালুরু পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থক বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে গিয়ে আংটি হারিয়ে ফেললেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সমর্থক। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

ওয়াংখেড়েতে বিয়ের প্রস্তাবে বিপত্তি

মুম্বই, ৩০ মার্চ : ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারিতে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। কিন্তু প্রস্তাব দিতে গিয়ে আংটি পড়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন। রবিবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্স-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ চলাকালীন এমনই ঘটনা ঘটেছে। এক মুম্বই সমর্থক তরুণ তাঁর কেকেআর সমর্থক বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে যান। ঠিক সেই সময়ে ছেলেটির হাত থেকে আংটিটি পড়ে যায়। চরম বিপাকে পড়ে যান ওই তরুণ। তবে সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে থাকা দর্শকরা ওই আংটি খুঁজে বার করেন। শেষপর্যন্ত পুনরায় আংটি নিয়ে বান্ধবীর হাতে পরিয়ে দেন। ঘটনাটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

বৈভব বিস্ফোরণে ম্লান সঞ্জুদের চেন্নাই

১৫ বলে অর্ধশতরানের পর স্যালুট বৈভব সূর্যবংশীর। সোমবার।

চেন্নাই সুপার কিংস-১২৭
রাজস্থান রয়্যালস-১২৮/২
(১২.১ ওভারে)

বর্ষাপাড়া, ৩০ মার্চ : তারুণ্যের জয়গান। যে নীতির হাত ধরে সঞ্জু স্যামসন, সরফরাজ খান, কার্তিক শর্মাদের নিয়ে এবারের আইপিএলের স্কোয়াড গড়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। চোটের জন্য অন্তত প্রথম ছয় ম্যাচে নেই 'ভীষ্ম' মহেন্দ্র সিং ধোনি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এবারের আইপিএল সিএসকে-র কাছে সাবালক হওয়ার লড়াই। ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর মঞ্চ। কিন্তু সোমবার বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ফেল হলুদ ব্রিগেডের নেক্সড জেন। তবে হতাশ করেননি ভারতীয় ক্রিকেটের বস বেবি বৈভব সূর্যবংশী (১৭ বলে ৫২)।

দুবেকে ফিরিয়ে বন্দুক সেলিব্রেশন জাদেজার

১২৮ রান তাড়া করতে নেমে তাঁর ১৫ বলে অর্ধশতরান রাজস্থানকে ৮ উইকেটে জয় এনে দিয়েছে।

ম্যাচের ঘণ্টাখানেক আগে বর্ষাপাড়ায় এক পশলা বৃষ্টি হয়। যার সুযোগ নিতে টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। টানা ২৭৭ ম্যাচ পর প্রথমবার চেন্নাই ধোনি ও সুরেশ রায়নাকে ছাড়া মাঠে নেমেছিল। চুয়াল্লিশে পা দিতে চলা ধোনি হয়তো গত দুই বছরে ব্যাট হাতে বিশাল কিছু করতে পারেননি। কিন্তু এদিন চেন্নাই ব্যাটিংয়ে অভিভাবকের অভাব চোখে পড়ল। নজর ছিল সঞ্জুর দিকে। কিন্তু পুরোনো দলের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারেননি সঞ্জু (৬)। তাঁকে নান্দ্রে বার্জার (২৬/২) তুলে নেন। বার্জার ও জোফ্রা আর্চারের (১৯/২) ওপেনিং স্পেলে চেন্নাই ৩০/৩ হয়ে যায়। ব্যর্থ হন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৬), আয়ুষ মাত্রে (০)। এর পর অষ্টম ওভারে রবীন্দ্র জাদেজা (১৮/২) ফিরিয়ে দেন সরফরাজ খান (১৭) ও শিবম দুবেকে (৬)। যার মধ্যে শিবমকে আউট করে জাদেজার বন্দুক সেলিব্রেশন নিয়ে চর্চা চলছে। অভিষেককারী কার্তিক (১৮) ও শেষদিকে জেমি ওভার্টনের (৪৩) চেষ্টায় চেন্নাই ১২৭-এ শেষ করে।

রান তাড়ায় নামার পর চেনা মেজাজে ব্যাট ঘুরিয়ে ৫ ছক্কার ইনিংসে বৈভব চেন্নাইয়ের দুর্দশা বাড়িয়ে দেন। উলটোদিকে যশস্বী জয়সওয়াল (অপরাজিত ৩৮) স্ট্রাইক রোটেটের দায়িত্ব পালনে মন দেন। প্রথমবার রাজস্থানের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পেয়ে রিয়ান (অপরাজিত ১৪) দলকে জয়ের রাস্তায় পৌঁছে দেওয়ার বাকি কাজটা সম্পূর্ণ করেন। যার হাত ধরে তারা ১২.১ ওভারে ১২৮/২ স্কোরে পৌঁছায়।

জবাবি মঞ্চেই নতুন শুরুতে চোখ গিলের

মুল্লানপুর (নিউ চণ্ডীগড়), ৩০ মার্চ : নতুন করে প্রমাণের কিছু নেই। কয়েকদিন আগে কথাগুলি বলছিলেন শুভমান গিল। যদিও টি২০ বিশ্বকাপ দল থেকে শেষ মুহূর্তে বাদ পড়ার পর বাস্তব ছবিটা একটু আলাদাই। নতুন করে ফেরার লড়াই। জবাব দেওয়ারও।

মঙ্গলবার পাঞ্জাব কিংস-গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে যার শুরুটা করতে চলেছেন শুভমান। মেগা লিগে গত কয়েক বছরে ধারাবাহিক রান পেলেও জাতীয় দলের জার্সিতে সাম্প্রতিক বেশ কিছু সিরিজ ভালো কাটেনি। ছন্দে কিছুটা হলেও ব্যাঘাত ঘটেছে ভারতের টেস্ট, ওডিআই অধিনায়কের।

আইপিএলে আজ
পাঞ্জাব কিংস বনাম গুজরাট টাইটান্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নিউ চণ্ডীগড়
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

আইপিএলের মহাকুম্ভে যা ফিরে পাওয়ার বাড়তি তাগিদ প্রত্যাশিত। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রেকর্ড উৎসাহ জোগাবে। শুভমানের ব্যাটিং গড় ৬১.৫৫। ১৪ ম্যাচে করেছেন ৫৫৪ রান। স্ট্রাইক রেট ১৪৬.৯৪। আর গুজরাটের অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও শুভমান পাঞ্জাবের ঘরের ছেলে। চেনা পরিবেশের ফায়দা নিয়ে ফের বড় রানের খোঁজে নামবেন।

পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের চোখ সেখানে গতবারের অধরা কাজ সম্পূর্ণ করা। ২০২৫ সালে কিংস ব্রিগেড ট্রফির শেষ ধাপে আটকে গিয়েছিল। ফাইনালে হার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে। লিগ শুরুর আগেই শ্রেয়সদের হুংকার-খালি হাতে এবার ফিরতে রাজি নন। এহেন হাজারো অঙ্ককে সামনে রেখে আগামীকাল গুজরাট বনাম পাঞ্জাব 'টাগ অফ ওয়্যার'।

গুজরাটের ভরসা টপ থ্রি-শুভমান, বি সাই সুদর্শন, জস বাটলার। গত লিগে সর্বাধিক রান করেন সুদর্শন। মঙ্গলবার সুদর্শনদের দ্রুত আউটের দায়িত্ব থাকবে অর্শদীপ সিং-মার্কো জানসেনদের কাঁধে। তবে রান পেলেও পাওয়ার প্লে-তে ব্যাটিং-বিস্ফোরণে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে শুভমানদের।

পাঞ্জাব কিংসের পরীক্ষা নিতে চণ্ডীগড়ে পৌঁছে গেলেন গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক শুভমান গিল।

ম্যাথু হেডেনকে ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব দিয়ে দুর্বলতা দূরের চেষ্টা। সেদিক থেকে অজি কিংবদন্তিরও পরীক্ষা শুরু কাল থেকে। তবে মিডল অর্ডারে গ্লেন ফিলিপস, রাহুল তেওয়াটিয়া, শাহরুখ খানরা কিন্তু ওস্তাদ ঝড় তুলতে। লোয়ার অর্ডারে জেসন হোল্ডার গভীরতা বাড়িয়েছে।

পাঞ্জাব ব্যাটিং সেখানে শ্রেয়স-কেন্দ্রিক। শুরুতে প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্য গতবার প্রতিশ্রুতির ছাপ রেখেছেন। ১৬৯ স্ট্রাইক রেটে দুইজনের মিলিত সংগ্রহ ছিল ১০২৪ রান। ২০২৫-এর সর্বাধিক উইকেট শিকারি প্রসিধ কৃষ্ণা, মহম্মদ সিরাজরা আগামীকাল চ্যালেঞ্জটা কীভাবে সামলান চোখ থাকবে।

অধরা কাজ সারতে চাইছেন শ্রেয়স

মিডল অর্ডারে মাঝে শ্রেয়সের সঙ্গে গত লিগে ছাপ রাখা নেহাল ওয়াধেরা, শশাঙ্ক সিং। আছেন মার্কাস স্টোয়িনিস, শুরু হোক বা শেষ-যে কোনও ভূমিকাতেও স্বাচ্ছন্দ্য অজি অলরাউন্ডার। যা সামলানো সহজ হবে না গত লিগে ছন্দে না থাকা রশিদ খানের জন্য। পাঞ্জাব ইতিমধ্যেই তিন নম্বরে নতুন কুপার কনোলিকে খেলানোর কথা জানিয়েছে। তবে বোলিং করবেন না শুরুর কয়েকটি ম্যাচে, এমনই অঘোষিত নির্দেশ নাকি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার!

হোম অ্যাডভান্টেজ শ্রেয়সদের পক্ষে। যদিও ঘটনা হল, গতবার পাঁচ হোম ম্যাচের মধ্যে মুল্লানপুরে মাত্র দুইটিতে জিতেছিল পাঞ্জাব। ট্রফি জয়ের অধরা কাজ সম্পন্ন করতে হলে যে রেকর্ড ঠিক করা জরুরি।

কেন রিয়ান অধিনায়ক, রহস্য ফাঁস সাঙ্গার

গুয়াহাটি, ৩০ মার্চ : তালিকায় পাঁচজন ছিলেন। দলে ফেরা স্যাম কুরান, রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে যশস্বী জয়সওয়ালের নামও ছিল আলোচনার টেবিলে। যদিও সেই পাঁচ থেকে রিয়ান পরাগকেই গুরুভার। রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে চলতি বিতর্কের প্রেক্ষিতে এমনই দাবি দলের হেডকোচ কুমার সাঙ্গাকারার।

রাজনীতি বা কোনওরকম সুবিধা পাইয়ে দেওয়া নয়, দক্ষতার নিরিখেই রিয়ানকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত হয়। সাঙ্গাকারা বলেছেন, 'আলোচনায় পাঁচজন ছিল। প্রত্যেককেই নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত মনে হয়েছিল। কিন্তু সবদিক খতিয়ে দেখেই শেষপর্যন্ত রিয়ানকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই আমরা।'

রিয়ানের নেতৃত্বের পাশাপাশি সঞ্জু স্যামসন-রবীন্দ্র জাদেজার 'ট্রেড' নিয়ে বাস্তব পরিস্থিতিকে তুলে ধরলেন সাঙ্গাকারা। বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে সঞ্জুর জন্য খুব খারাপ লাগছে। তবে আমরা দুজন অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার জাড্ডু ও কুরানকে পেয়েছি। দলের ভারসাম্য বাড়িয়েছে যা। দুর্ভাগ্য চোটের জন্য ছিটকে গেল কুরান। চেন্নাই অপরদিকে ভবিষ্যতের অধিনায়ক খুঁজছিল। সেদিক থেকে ওরাও খুশি। সেদিক থেকে দুর্দান্ত ট্রেড।' প্রত্যাবর্তনেই সাঙ্গার ভরসার মর্যাদা রাখলেন জাদেজা।

রাজস্থান হেডকোচ শোনালেন বৈভব সূর্যবংশীকে খুঁজে বের করার গল্পও। বলেছেন, '২০২২-২০২৩। দলের অ্যানালিস্ট অক্ষর করঞ্জের চোখে প্রথম পড়ে বৈভব। আরও একজন স্কাউটকে পাঠাই আমরা। প্রত্যেকের পছন্দ। এভাবে বৈভব প্রাপ্তি। ট্রায়ালে ডাক। ৫ মিনিটেই সবাই বুঝে গিয়েছিলাম, শুধু প্রতিভা নয়, স্পেশাল প্রতিভা। বাকিটা সবার চোখের সামনে।'

নিয়মরক্ষার ম্যাচে খালিদ পাশে চান সমর্থকদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ মার্চ : নিয়মরক্ষার ম্যাচে মঙ্গলবার কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ভারত মুখোমুখি হচ্ছে হংকংয়ের।

প্রথম দফায় গত জুন মাসে ওদেশে গিয়ে শেষমুহূর্তের পেনাল্টি গোলে হারে মানোলো মার্কুয়েজ রোকার ভারত। ওই ম্যাচে হংকংয়ের দায়িত্বে ছিলেন অ্যাশলে ওয়েস্টউড। যিনি মঙ্গলবারও হয়তো উপস্থিত থাকবেন এই দুই দেশের লড়াইয়ের সময়ে। এইমুহূর্তে তিনি কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচের দায়িত্বে থাকায় ওয়েস্টউড গ্যালারি থেকেই দেখবেন তাঁর পূর্বতন দলের খেলা। এই ম্যাচ ভারতের কাছে নিয়মরক্ষার হলেও খানিকটা নিজেদের সম্মানরক্ষারও। একটা ম্যাচও এখনও পর্যন্ত জিততে পারেননি সন্দেশ ঝিংগান-লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা। এমনকি শেষ ম্যাচে ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষেও হেরে মুখ পুড়িয়েছে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের। সেখানে এই ম্যাচ জিততে পারলে কিছুটা হারানো সম্মান ফিরবে ভারতের। উলটোদিকে এই ম্যাচ ভারতের বিপক্ষে জিতলেও এশিয়ান কাপে হংকংয়ের যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আজ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে
ভারত বনাম হংকং
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, কোচি
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

ভারতীয় দলের লোগোতে চুমু রায়ান উইলিয়ামসের।

ইতিমধ্যেই পাঁচ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে সিঙ্গাপুর। তাদের গোলপার্থক্যও +৩। ফলে হংকংকে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে অন্তত তিন গোলের বেশি ব্যবধানে জিততে হবে এবং সিঙ্গাপুরকে হারতে বা নিদেনপক্ষে ড্র করতে হবে বাংলাদেশের সঙ্গে।

এই পরিস্থিতিতে খালিদ জামিলের ভারতীয় দলও যে দারুণ জায়গায় তা বলা যায় না। এমনিতেই কোচিতে ম্যাচ হওয়া নিয়েই গত কয়েকদিন ধরে ঝামেলার শেষ নেই। গ্রেটার কোচি স্পোর্টস অথরিটি টাকা না পাওয়ায় এমনকি স্টেডিয়ামের গেটে তালা ঝুলিয়ে ভারতীয় দলকে ঢুকতে না দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। তবে শেষপর্যন্ত সেই ঝামেলা মিটে গিয়ে ম্যাচ হচ্ছে। শিবিরে ডেকে পাঠানো অবনীত ভারতীকে অবশ্য ফেরত পাঠানো হয়েছে তাঁর এনওসি ফিফা ও এএফসি থেকে না আসায়। তবে এই প্রথম ভারতের জার্সি গায়ে খেলবেন অস্ট্রেলিয়া থেকে নাগরিকত্ব নেওয়া রায়ান উইলিয়ামস। দলের সব ফুটবলারই ফিট বলে সূত্রের খবর। খালিদ এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলেছেন, 'ম্যাচটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ নিয়মরক্ষার হলেও আমাদের হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। সমর্থকরা মাঠে আসুন। আমাদের সমর্থন দরকার। আমার ধারণা দল তৈরি। শুধু পাশে মানুষ থাকলে আমরা ভালো ফল করতে পারব।' এইমুহূর্তে একটাই সদর্থক দিক হল লিগ মাঝপথে থাকায় ফুটবলাররা খেলার মধ্যেই আছেন। উলটোদিকে হংকং এবার নাকি মূলত নিজেদের স্থানীয় ফুটবলারদেরই বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এবার আর নাগরিকত্ব নেওয়া বিদেশিদের উপর তারা নির্ভরশীল নয় বলেই খবর।

ভালেঙ্কার অভিযোগ অস্বীকার ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চ : চার্চিল ব্রাদার্স বনাম অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের আইনি লড়াই এবার ব্যক্তিগত ঝগড়ার রূপ নিল। এদিন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সহ মহাসচিব এম সত্যনারায়ণন এবং সহ সভাপতি এনএ হ্যারিসের নাম করে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন কার্যনির্বাহী সমিতির একমাত্র মহিলা সদস্য ভালেঙ্কা আলেমাও। তিনি জানান, রবিবারের সভায় তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে ও তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এদিন সরকারি বিবৃতিতে কল্যাণের তরফে জানানো হয়, গত জানুয়ারি মাস থেকে চার্চিল ব্রাদার্স পরিবারের সদস্যরা এআইএফএফের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন, তাঁদের ক্লাবকে আইএসএলে নেওয়ার জন্য। তাঁরা এই বিষয়ে একাধিক মামলাও করে দিল্লি হাইকোর্টে। পরে ভালেঙ্কার অনুরোধে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডাকা হয়। যা কোরাম না হওয়ায় ভেস্তে যায়। পরে আবারও অনুরোধ এলে সভা ডাকা হয় এবং সেই সভায় সদস্যরা সকলেই এই অনুরোধ বাতিল করার পক্ষে মত দেন। এমনকি আইএসএলের বাকি ক্লাবগুলিও এই অনুরোধ বাতিল করে। কিন্তু ভালেঙ্কা এতেই থেমে থাকেননি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের মত পরিবর্তন করানোর চেষ্টা করেন বলে ফেডারেশন সভাপতি তাঁর বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন। একইসঙ্গে এদিনের বিবৃতিতে ভালেঙ্কার করা হেনস্তার অভিযোগও অস্বীকার করা হয়েছে। বরং বিপণন সঙ্গী নির্বাচনের সভায় জোর করে তিনি বারবার চার্চিলের প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করছিলেন বলে তাঁর বিপক্ষেই অভিযোগ জানানো হয় এই বিবৃতিতে।

আমেরিকার সামনে পর্তুগাল

আটলান্টা, ৩০ মার্চ : বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি ম্যাচে বেলজিয়ামের কাছে ২-৫ গোলের লজ্জার হার। এবার পরবর্তী প্রতিপক্ষ শক্তিশালী পর্তুগাল। তবে এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল দলের কোচ মৌরিসিও পচেত্তিনো। বরং বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণার আগে এই কঠিন ম্যাচগুলোকেই দলের আসল 'রিয়েলিটি চেক' হিসেবে দেখছেন তিনি। পচেত্তিনো বলেছেন, 'আমরা জানতাম এই ম্যাচগুলি সহজ হবে না। তবে এতে আমাদের ভুলগুলি শোধরানোর সুযোগ মিলবে। পর্তুগাল ম্যাচে দল আরও ভালো পারফর্ম করবে।' ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ, ওয়েস্টন ম্যাককেনিদের মতো তারকাদের নিয়ে গড়া মার্কিন দলকে বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে এবার ভালো ফল করতেই হবে।

উত্তরের খেলা

জয়ী শিলিগুড়ি একাদশ

বীরপাড়া, ৩০ মার্চ : জুবিলি ক্লাবের টি২০ ক্রিকেটে সোমবার শিলিগুড়ি একাদশ ৪ উইকেটে জিতেছে ফালাকাটার তরুণ দলের বিরুদ্ধে। প্রথমে তরুণ দল ৮ উইকেটে ১২৭ রান করে। উদয় চৌধুরীর সংগ্রহ ৩১ রান। শিলিগুড়ির সুজিত সাহানি ৩ উইকেট নেন। জবাবে শিলিগুড়ি ১৭.৩ ওভারে ৬ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। দীপক কড়ি ৩৪ রান করেন। ভালো ব্যাটিং করেন ম্যাচের সেরা অভিষেক শিকদারও (৩১ রান)। ৩ এপ্রিল খেলবে আলিপুরদুয়ারের রেইনবো এবং শিলিগুড়ির এমআরআই।

মিত্র ব্রিজের ফাইনাল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : মিত্র সম্মিলনীর শ্যামাদেবী ভার্মা ও এসপি ভার্মা ট্রফি মুক্ত অকশন ব্রিজের ফাইনাল মঙ্গলবার হবে। সোমবার ফাইনালে উঠেছেন অমল বসাক-দেবব্রত বসু ও সুবোধ অধিকারী-রতন সাহা।

ফাইনালে দয়িতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : গান্ধিধামে আয়োজিত ৮৭তম আন্তঃ রাজ্য সাব-জুনিয়ার ও ক্যাডেট টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে শিলিগুড়ির দয়িতা রায় ফাইনালে উঠেছে। সোমবার সেমিফাইনালে দয়িতা ৩-২ গেমে জিতেছে দিল্লির জিনিয়ার বিরুদ্ধে। ফাইনালে দয়িতার সামনে হরিয়ানার মোক্ষ।

সানশাইন ডাবল সম্পন্ন সিনার, সাবালেঙ্কার

ওয়াশিংটন, ৩০ মার্চ : মায়ামি ওপেন ফাইনালে অনন্য নজির। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগে খেতাব জিতলেন জানিক সিনার ও আরিনা সাবালেঙ্কা। একই সঙ্গে এক মরশুমে ইন্ডিয়ান ওয়েলস ও মায়ামি ওপেন জিতে সানশাইন ডাবল সম্পন্ন করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করলেন তাঁরা। একদশক পর দুই বিভাগে সানশাইন ডাবলের অনন্য নজির তৈরি হল। রবিবার বৃষ্টিবিঘ্নিত মায়ামি ওপেনের ফাইনালে জিরি লেহেচকাকে ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারান সিনার। দুই সপ্তাহ আগে কোনও সেট না হেরে ইন্ডিয়ান ওয়েলস খেতাব জিতেছিলেন তিনি। এবার মায়ামি ওপেনেও কোনও সেট হারেননি। বিশ্বের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে কোনও সেট না হেরে সানশাইন ডাবলের কীর্তি অর্জন করেছেন সিনার। সেইসঙ্গে রজার ফেডেরার, নোভাক জকোভিচদের সঙ্গে একই সারিতে নাম খোদাই করেছেন তিনি। তবে সিনারের মতো দাপুটে জয় পাননি সাবালেঙ্কা। প্রতিপক্ষ কোকো গফের বিরুদ্ধে তিনি জিতলেন ৬-২, ৪-৬, ৬-৩ গেমে। মহিলাদের বিভাগে এর আগে সানশাইন ডাবলের কৃতিত্ব রয়েছে স্টেফি গ্রাফ, ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা, ইগা সোয়াতেকদের। সেই তালিকায় এবার নাম উঠল সাবালেঙ্কার।

মোহনবাগান-কাশী ম্যাচের দিন বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চ : এপ্রিল মাসের ২৩ ও ২৯ তারিখ রাজ্যে দুই দফায় নির্বাচন। এর জেরেই বদলে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইন্টার কাশী এফসি ম্যাচের দিন।

জল্পনা ছিলই। সোমবার সেই খবরে সিলমোহর পড়ল। এদিন জানিয়ে দেওয়া হয় ২৬ এপ্রিলের মোহনবাগান-ইন্টার কাশী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১২ মে। প্রশাসনের তরফে আগেই ওই ম্যাচের আয়োজক মোহনবাগানকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নির্বাচনের আবহে ম্যাচে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। তারপরও শর্তসাপেক্ষে কম দর্শক নিয়ে ম্যাচটি আয়োজনের আবেদন জানায় সবুজ-মেরুন। তবে ভোটের আবহে নিরাপত্তা নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। ফলে ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়া হল। দিন বদলালেও ১২ মে ম্যাচেও দর্শকদের জন্য সম্পূর্ণ গ্যালারি খোলা হবে না বলে জানা গিয়েছে। আসলে নির্বাচন পরবর্তী সময়ও পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পঞ্চাশ শতাংশেরও কম দর্শক নিয়ে ম্যাচটি আয়োজন করতে হতে পারে সবুজ-মেরুনকে।

রিহ্যাব শুরু আশিসের

এদিকে, সোমবার থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের রিহ্যাব শুরু করলেন মোহনবাগানের আশিস রাই। রবিবারই দলের অনুশীলনে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। যদিও এই মরশুমে তাঁর ফেরার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : পদ্মাপারে দেখা যাবে না আইপিএল। বকেয়া টাকা মেটায়নি বাংলাদেশি সম্প্রচারকারী সংস্থা। তাই চুক্তি ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত জিও হটস্টারের।

বাংলাদেশি সম্প্রচারকারী সংস্থা টি স্পোর্টসের সঙ্গে ২০২৩ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত আইপিএল সম্প্রচারের চুক্তি করেছিল জিও হটস্টার। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও চুক্তির বকেয়া টাকা পরিশোধ করেনি বাংলাদেশি সংস্থাটি। ফলে চুক্তি ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হটস্টার। তারা বাংলাদেশি সংস্থাটিকে একটি চিঠি দিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে। শুধু আইপিএল নয়, মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচও সম্প্রচারিত হবে না বাংলাদেশে।

সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের সম্পর্কে যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ক্রীড়াক্ষেত্রে। ভারতে অনুষ্ঠিত সদ্যসমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল বাংলাদেশ। তেমনই মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল খেলা নিয়েও গোটা দেশে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। কলকাতা নাইট রাইডার্স মুস্তাফিজুরকে দলে নিয়েও শেষপর্যন্ত ছেড়ে দেয়। এই ঘটনার পরেই তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার দেশে আইপিএল সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। শোনা যাচ্ছিল, নয়া সরকার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলতে পারে। কিন্তু জিও হটস্টারের সিদ্ধান্ত সব আশায় জল ঢেলে দিয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন চালসা-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা সুশীলা টোপ্পো (তিরকি) - কে 03.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90J 44408 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতে আমি আমার আনন্দ ধরে রাখতে পারছি না। আমার ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার অভ্যাস হয়ে গেছে এবং আমি বিশ্বাস করতাম যে একদিন আমিও ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হতে পারব। সেটাই হয়েছে এবং এখন আমি একজন কোটিপতি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, চালসা - এর একজন

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জেলা ক্যারাটেতে সফল শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের পাঁচ ছাত্রী।

সোনা অনুশ্রুতি, জয়শ্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : জেলা ক্যারাটে থেকে সাতটি পদক আনল শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ৫ ছাত্রী। অনুশ্রুতি দাস কাতা ক্যাটেগোরিতে ব্যক্তিগত বিভাগে রুপো ও দলগত বিভাগে সোনা জিতেছে। জয়শ্রী দাস কাতায় ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ ও দলগত বিভাগে সোনা পেয়েছে। এছাড়াও কাতাতে ব্যক্তিগত বিভাগে প্রাচী রায় রুপো, সায়নী পাল ব্রোঞ্জ জিতেছে। কুমিতে থেকে ব্রোঞ্জ এনেছে সায়ন্তী পাত্র। প্রত্যেকেই হাওড়ায় ১১-১২ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় নামার ছাড়পত্র পেয়েছে। সেখানে সফল হলে তারা দেরাদুনে ৪-৭ জুন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

সোনা দীপঙ্করের, উজ্জ্বল পিন্টুও

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : ভিন রাজ্যে বাংলাকে গর্বিত করলেন শিলিগুড়ির দুই বডি বিল্ডার। ইন্দোরে ১৭তম সিনিয়ার মিস্টার ইন্ডিয়া বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৬০ কেজি ওজন বিভাগে দীপঙ্কর পাল সোনা জিতেছেন। পুনেতে ৬৩তম জুনিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে পিন্টু সরকার মেন্স ফিজিকে ১৭১ সেন্টিমিটার কম উচ্চতার বিভাগে দ্বিতীয় হয়। পিন্টু তৃতীয় হয়েছে ৬৫ কেজি বিভাগের বডি বিল্ডিংয়ে। ১৭১ সেন্টিমিটার কম উচ্চতার বিভাগে বডি বিল্ডিংয়ে তার স্থান ছিল চতুর্থ। দুই বডি বিল্ডারকেই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট বডি বিল্ডিং অ্যান্ড ফিজিক্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপন মৈত্র। পিন্টুর প্রশংসা করেছেন তার কোচ মনোজ মজুমদারও।

পদক জয়ের পর শিলিগুড়ির দীপঙ্কর পাল (বাঁয়ে) ও পিন্টু সরকার।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জলপাইগুড়ি এসি কলেজের ক্রিকেটাররা।

কিরণচন্দ্রে সেরা এসি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কিরণচন্দ্র ট্রফি আন্তঃ কলেজ টি২০ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ির এসি কলেজ। রবিবার ফাইনালে তারা ৬১ রানে হারিয়েছে ফালাকাটা কলেজকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে এসি কলেজ ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৭ রান তোলে। ফাইনালের সেরা অর্ণব রায় ৩৯ ও রাতুল ভৌমিক ৩০ রান করেন। প্রধাংশু বর্মনের শিকার ৭ রানে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সিরাজুল আলমও (৬/২)। জবাবে ফালাকাটা ১২.৪ ওভারে ৬৬ রানে গুটিয়ে যায়। বিক্রমজিতের অবদান ১৭। পাপ্পু সাহা ৯ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন সৌম্যদীপ (২০/২)। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন সিংহ, কোচ জয়ন্ত ভৌমিক, প্রাক্তন খেলোয়াড় শুভাশিস ঘোষ ও বিনোদ মিশ্র, এসি কলেজের অধ্যাপক ভূষণ অধিকারী ও ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক অরিন্দম ঘোষ।